বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশহিতৈষী,

দীন প্রতিপালক

শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ রায়চৌধুরী

ভূম্যধিকারী মহাশয়কে

এই পুস্তক

উপহার

প্রদত্ত হইল।
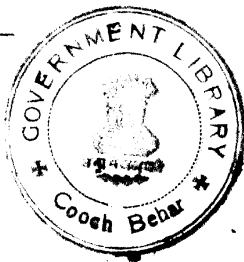
সরমার সুখ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিতা ও পুত্র।

এক দিন নগেন্দ্র ডাকযোগে কলিকাতায় নিম্নোদ্ধৃত ক্ষুদ্র চিঠিখানি পাইল :—

"দাদা, শীঘ্র বাড়ীতে আসিও, তোমাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। আমার মরণকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ইতি সরমা।"

নগেন্দ্রের বয়স ২২ বৎসর; নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় কাঞ্চনপুর গ্রামে। পিতা ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান,—স্বভাব কুলীন। নগেন্দ্রের বিবাহ হয় নাই; কলিকাতায় কলেজে পাঠ করে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নগেন্দ্রের বিবাহ জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; অনেক লাভজনক সম্বন্ধ যুটিয়াছিল;—নগেন্দ্র পাশ করা ছেলে, তাহাতে কুলীন। কিন্তু অনেক বিষয়ে (ইংরাজী শিক্ষার দোষে বোধ হয়!) নগেন্দ্র পিতার অবাধ্য। নগেন্দ্র বহু বিবাহ করিবে না; (প্রতি বিবাহে একটী স্ত্রীরত্ন

লাভ, আর সহস্র টাকা; নির্ব্বোধ! অর্থ কি তুচ্ছ করিবার সামগ্রী?) —অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া দুর্গম সংসার পথে অসময়ে ভারগ্রস্ত হইয়া চলিতেও স্বীকার হয় নাই। (মূর্খ! কুলীন স্বামীর কি সে ভার বহন করিতে হয়?) মনের ক্ষোভ মিটাইবার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জ্যেষ্ঠ-পুত্র কুলেন্দ্রনাথকে বহু রত্নভারাক্রান্ত করিলেন। সরমা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অবিবাহিতা নবযুবতী কন্যা।

সরমা স্বভাব কুলীনের কন্যা—কুলীনের দৌহিত্রী। এরূপ কন্যা প্রায়ই যমবরা হইয়া থাকে। কিন্তু যমবরা হইলেও সরমার তত কষ্ট হইত না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পাল্টী ঘর ছিল, সেই ঘরে অশীতি বর্ষ বয়স্ক এক পাত্র ছিল; সুতরাং সরমার অদৃষ্ট এই অশীতিবর্ষ বয়স্কের অদৃষ্টের সহিত অকাট্য সূত্রে গ্রথিত ছিল। নগেন্দ্র নানা যুক্তি, কৌশল এবং বহু চেষ্টায় এই মেলবন্ধ বিবাহ এতদিন স্থগিত রাখিয়াছিল। ইতি-মধ্যে সুরেশের সঙ্গে সরমার দেখা হইল। সরমার স্ফুটন্ত হৃদয় এক অভিনব অভিলাষের প্রবল উচ্ছ্বাসে পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল।

সুরেশচন্দ্র কুলীন নহেন, শ্রোত্রিয়; বয়সে নগেন্দ্রের দুই তিন বৎস-রের বড়—সহাধ্যায়ী, উভয়ের মধ্যে বড় প্রণয়। সুরেশের বাড়ী দূরে। গ্রীষ্মাবকাশ সময় অনেক বার নগেন্দ্র তাহাকে কাঞ্চনপুরে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইত। অবকাশান্তে উভয়ে কলিকাতা আসিত।

সরমার ক্ষুদ্র চিঠি পড়িয়া, ভগিনীর অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া নগেন্দ্র ব্যাকুল হইল। যে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার কোন ভরসা নাই, যাহাতে হৃদয়ে তাহার অঙ্কুরোদ্গম না হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। নগেন্দ্র এখন ভাবিল, কেন এ কাজ করিয়াছিলাম? কেন সুরেশকে দেখাইয়াছিলাম? কেন এ আকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইতে দিয়াছিলাম? সকলই ত আমার দোষ!

চিঠি পড়িয়া নগেন্দ্র বাড়ীতে যাওয়ার উদ্যোগ করিল; কিন্তু কার্য্য-বশতঃ দুদিন কলিকাতায় গৌণ হইল। পরে বাড়ীতে পৌছিয়া সকল

বুঝিতে পারিল। পিতা সেই বৃদ্ধের সহিত সরমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। আগামী পরশ্ব বিবাহ।

নগেন্দ্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল ;—"কেন একার্য্য করিতেছেন ?"

পিতা। "মেল বদ্ধ ঘর, আর কোথায় করিব ?"

নগেন্দ্র। "আজ বাদে কাল যাহার মৃত্যু হইবে, এমন লোকের হাতে বালিকাকে অর্পণ করিয়া কি ফল ?"

পিতা। "কুল অটল থাকিবে।"

নগেন্দ্র। "আর সরমা অকূল সমুদ্রে ভাসিবে ?"

পিতা। "এ বিবাহ না দিলে যে সরমার আর পাত্র যুটিবে না ;—যমবরা থাকিবে।"

নগেন্দ্র। "কেন ? কুলীনকন্যার বরের অভাব কি ? আপনি অনুমতি করুন, আমরা পাশ করা সুপাত্র দেখিয়া সরমার সম্বন্ধ স্থির করি।"

পিতা। "শ্রোত্রিয়ের মধ্যে পাইতে পার। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এখনও যায় নাই ; চণ্ডালে ব্রাহ্মণে এখনও সমতা হয় নাই। আজ মেল ছাড়িয়া বিবাহ দিয়া আমি ভঙ্গ হই ;—দুপুরুষ পরে আমার পৌত্র, প্রপৌত্র নির্ব্বংশ হউক !"

নগেন্দ্র। "কেন, নির্ব্বংশ হইবে কেন ?"

পিতা। "পণ দিয়া বিবাহ করিতে পারিবে ? আজকাল শ্রোত্রিয়ের বংশ লোপ হইতেছে কেন ?"

নগেন্দ্র। "কালে কন্যাপণও উঠিয়া যাইবে।"

পিতা। "পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য উপস্থিত হইবে !—অবোধ, বুঝিতেছ না, কুল রক্ষায় আমাদের লাভ বই লোকসান নাই। বিনা পণে—বরং যথেষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়া এখনও আমরা পুত্রের বিবাহ দিতে পারি। আজ এক কন্যার মায়ায় আমি চৌদ্দ পুরুষের কুলমর্য্যাদা হারাই, আর

কাল আমার বংশধর একটী পুত্রের বিবাহ জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করুক !”

নগেন্দ্র। “পৌত্র প্রপৌত্রের বিবাহের সুবিধার কথা কহিতেছেন, সরমার অবস্থা ভাবিতেছেন না !”

পিতা। “শোন, আমি এক মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া পুরুষ-পরম্পরাগত কুল নষ্ট করিব না। কুলীনকন্যার অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডন করিবে ?—আমি সুরেশের সঙ্গে সরমার বিবাহ দিব না ; মেল ছাড়িয়া কার্য্য করিব না ; শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিয়া নিজের মুখে চূণ কালি দিব না ; সমাজে দশজনের কাছে নিন্দার ভাজন হইব না। ইচ্ছা হয়, তোমরা কুল রাখিও না,—আমি এই কুলীনেই কন্যা দান করিব।”

নগেন্দ্র পিতাকে চিনিত। তথাপি অনেক যুক্তি দেখাইল ; অনেক অনুনয় বিনয় করিল ; কোন ফল হইল না। অনেক চেষ্টায় নগেন্দ্র এতদিন এ বিবাহ স্থগিত রাখিয়াছিল। আশি বছরের বৃদ্ধ, হয়ত অধিক দিন বিলম্ব হইবে না। তার পর ?—তার পর সময় পাওয়া যাইবে ; সময়ে কি না হয় ?—কিন্তু সকল আশা, সকল কল্পনা বৃথা হইল। পিতা কিছুতেই সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ও ভগিনী।

নগেন্দ্র নির্জ্জনে সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। অভাগিনীর সদ্যঃ-প্রফুল্ল যৌবনশ্রী, তাহার বিষাদমাখা মুখের ক্ষীণ লাবণ্য, তাহার বয়সোচিত উদ্দাম চকিত প্রেক্ষণশূন্য, অশ্রুদগীরণস্তম্ভিত বিষণ্ণ দৃষ্টি, কিছুই বর্ণনা করিব না। কি করিবে অভাগিনী সেই লোক বিমোহন দেহ সৌন্দর্য্য দিয়া? তাহার হৃদয় দুর্ব্বার মূর্ম্মুর প্রদাহে সন্তপ্ত হইতেছিল।

সরমা জিজ্ঞাসা করিল,—"কখন আসিলে, দাদা?"

নগেন্দ্র। "কিছুকাল হইল। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে; অনেক কথা হইল।"

সরমা আগ্রহের সহিত নগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল; নগেন্দ্রের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বলিল,—

"চেষ্টায় ফল হইল না; বাবার অটল সংকল্প।"

সরমা ক্ষীণস্বরে বলিল;—"তবে কেন?"

নগেন্দ্র। "এখন উপায়? কেমন করিয়া তোকে রক্ষা করিব? পরশ্বই যে দিন!"

সরমা উত্তর করিল না, অশ্রুবিন্দুও পাত করিল না।

নগেন্দ্র। "আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, কথা রাখিবি?"

সরমা। "কি উপায়, দাদা?"

নগেন্দ্র। "এখান হইতে ষ্টেসন ছয় ক্রোশ। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে আমরা দুই জনে বাড়ী হইতে যাত্রা করিব। সকাল বেলা বর্দ্ধমানে পৌঁছিতে পারিব। ষ্টেসন হইতে রেলপথে কলিকাতা যাইব। সেখানে পৌঁছিতে বেলা এগারটা হইবে।"

কলিকাতার কথা শুনিয়া অভাগিনী চকিতের ন্যায় নগেন্দ্রের দিকে চাহিল। কলিকাতা! সেখানে সুরেশচন্দ্র আছেন!—জগদীশ্বর! এ সংসারে বিপন্ন ক্ষুদ্র কীটাণুও তো তোমার দয়ায় বিপদ হইতে মুক্ত হয়!

নগেন্দ্র বলিল,—"পরশ্ব দিন; আজ রাত্রিতেই বাড়ী ছাড়িতে হইবে। তুমি প্রস্তুত হও, আমি একখানা গাড়ী ঠিক করিতে যাইতেছি। ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হইবেন; চেষ্টা করিয়া দেখি, এ বিপদ হইতে তোকে রক্ষা করিতে পারি কি না?"

সরমা। "আমরা চলিয়া গেলে দেশের লোকে কি বলিবে?"

নগেন্দ্র। "দেশের লোকের কথায় আমাদের কি আসিবে?"

সরমা। "বাবা কি বলিবেন?—কি করিবেন?"

নগেন্দ্র। "গ্রামে ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে; বাবা ভয়ানক রাগ করিবেন। হয় ত, এ জন্মে আর আমাদের মুখ দেখিবেন না।"

সরমা। "দাদা, বসো। আমি—আমি যাইব না।"

নগেন্দ্র। "যাইবে না! জানিয়া শুনিয়া এই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে?"

সরমা। "দেবতা যদি অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন, তবে তোমার আমার কি সাধ্য সে লিপি খণ্ডন করি?"

নগেন্দ্র। "অবোধ, কি বলিতেছ, বুঝিতেছ না! তুমি বালিকা, সংসার জান না; তাই হয় ত নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না।"

সরমা এতক্ষণ স্থির প্রশান্ত ছিল; এখন কান্দিয়া ফেলিল। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; দাদা মনে করিতেছেন,

সে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে নাই! ষোড়শী বাঙ্গালী মেয়ে, আশি বৎসরের বৃদ্ধের হাতে পড়িতে চলিয়াছে—নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে না, এও কি সম্ভব? বহু কষ্টে প্রশমিত হৃদয়ের উদ্বেল-তরঙ্গোচ্ছ্বাস সরমা আর আবদ্ধ রাখিতে পারিল না; বিহ্বলের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। নগেন্দ্র অনেক সান্ত্বনা করিল, অনেক বুঝাইল; বলিল;—

"নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ; তবে কেন রক্ষার চেষ্টায় স্বয়ং বিঘ্ন হইতেছ?"

সরমা। "মাতা পিতার ঘর হইতে চলিয়া যাইব? কোথায় যাইব? পিতার কুলে কালি দিব? সমাজে চিরদিন তাঁহারা যাহাতে মুখ দেখাইতে না পারেন, তাহা করিব? আমার জন্য চিরকাল তাঁহাদের মুখ ছোট হইবে? আমি কি?—শত জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি লইয়া জন্মিয়াছি আমি;—আমার দুঃখ বিধাতার লিপি!"

মনের আবেগে সরমার বাক্যস্ফূর্ত্তি বন্ধ হইল। ভগিনীর হৃদয়ের উচ্ছ্বাসোক্তি শুনিয়া নগেন্দ্র বিকলচিত্ত হইল। বলিল,—

"সরমা, আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি; আমার সঙ্গে যাইতেছ, তাহাতে ভয় কি? আমি তোমার ভাই, যে রক্তমাংসে আমার শরীর, সেই রক্তমাংসেই তোমার শরীর;—প্রাণপণে এই বিপদ সমুদ্র হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। তাহাতে তুমি বাধা দিও না।"

সরমা। "আমার রক্ষা নাই। আমি গৃহ ছাড়িয়া যাইতে পারিব না;—চঞ্চলা, লজ্জাহীনা স্ত্রীলোকের ন্যায় আমি গৃহত্যাগী হইতে পারিব না।"

নগেন্দ্র। "এগৃহে থাকিয়া চিরকাল তুষের আগুনে পুড়িয়া মরিবে?"

সরমা। "কেন? একদিন মরিলেই তো চির জীবনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইব।"

নগেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, বলিল;—"কি বলিলে, সরমা?"

সরমা। "প্রাণ থাকিতে যখন যন্ত্রণা যাইবে না, তখন এ প্রাণ রাখিব না; না রাখিলেই রক্ষা পাইব।"

নগেন্দ্র বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। অতি স্নেহ, অতি আদরে ভগিনীর দুখানি হাত ধরিয়া বলিল;—"সরমা, ওকথা মুখে আনিও না। আমার কাছে বল,—প্রতিজ্ঞা কর, তুমি এমন ভয়ানক কর্ম্ম করিবে না।"

সরমা। "একদিনে যদি সকল যন্ত্রণার বিরাম হয়, দাদা, কেন এমন কর্ম্ম করিব না? তিল তিল করিয়া মরা অপেক্ষা একদিনে চলিয়া যাওয়াইত ভাল।"

নগেন্দ্র। "প্রতিজ্ঞা কর, সরমা, আমার পা ছুঁইয়া শপথ কর, এমন কাজ করিবে না।"

সরমা। "দাদা————!" সরমা আর কথা বলিতে পারিল না। প্রবল গলদশ্রুরাশি তাহার নয়নদ্বয় ভাসাইয়া বিন্দু বিন্দু বক্ষে, ভূমিতে পড়িতে লাগিল। সংসারের সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র যে উপায়, সে উপায়ও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ! সরমা ভাবিল,—"হা ঈশ্বর, কেন যমবরা হই নাই?"

নগেন্দ্রের বড় সন্দেহ হইল—সরমা আত্মহত্যার আয়োজন সংগ্রহ করিয়া বসিয়াছে? বাস্তবিক অভাগিনী কোথা হইতে অহিফেন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। শেষে নগেন্দ্রের বাক্যকৌশলে তাহা গোপন রাখিতে পারিল না, বাহির করিয়া দিল। নগেন্দ্র অতি সন্ত্রস্ত হস্তে সেই বিষের কৌটা আপনার বস্ত্রাপ্রান্তে বাঁধিয়া রাখিল।

গৃহে থাকিলে সরমাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার সাধ্য নগেন্দ্রের ছিল না। সরমাও গৃহ ছাড়িয়া গোপনে পলাইয়া যাইতে কোন প্রকারে স্বীকার হইল না। চির যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার যে উপায় স্থির করিয়া সরমা মন বান্ধিয়াছিল, সে উপায়ও রহিল না। হতভাগিনী তবুও

গেল না। লোক লজ্জা এবং স্ত্রীচরিত্রের দুর্জ্জয় অভিমানই তাহার কাল হইল।

এ সংসারে পুরুষকার কয়জনের আছে? জীবনে অনেক ঘটনায় সকলেই অদৃষ্টবাদী হইয়া থাকে। শেষে নগেন্দ্র এবং সরমা উভয়েই কার্য্যতঃ অদৃষ্টলিপি মানিল।

নির্দ্ধারিত দিনে সেই গলিত দেহ, স্খলিত দন্ত, পলিত কেশ অশীতি-বর্ষ বৃদ্ধের সহিত সেই সদ্যঃপ্রফুল্ল-যৌবনশ্রী সরমার বিবাহ হইয়া গেল!

নগেন্দ্র একবার বিবাহ মুহূর্ত্তে হৃদয়ের কষ্টে সরমার পরিত্যক্ত সেই সর্ব্বদুঃখাপহারী বিষ স্বয়ং পান করিয়া দুঃখময় সংসার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল!
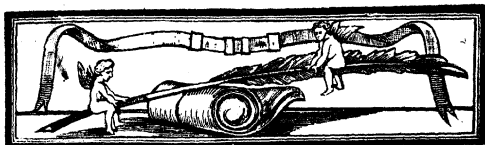
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্র ও সুরেশ।

সুরেশচন্দ্র উচ্চ শ্রেণীর শ্রোত্রিয় এবং কৃতবিদ্য; বিবাহের বয়সও তাহার হইয়াছিল। কিন্তু সুরেশ এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই। সরমার পাণিগ্রহণের আশা যে তাহার পক্ষে দুরাশা মাত্র, সুরেশ তাহা জানিত; —সরমা মেলবদ্ধ কুলীন ঘরের মেয়ে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইলেই কি লোকে সহজে আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে পারে? বিশেষতঃ নগেন্দ্র যে তাহার সঙ্গে সরমার বিবাহ সংঘটন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন এবং চেষ্টা করিতেছিল, সুরেশ তাহা জানিত। সে আরও জানিত, সরমা—সরমা অস্ফুটবুদ্ধি বালিকা নহে,—অন্তরে অন্তরে তাহাকেই আকাঙ্ক্ষা করে। মুখ ফুটিয়া সরমা হৃদয়ের অন্তস্তলসঞ্চারী সেই মনোমোহকর নবীন ভাবের কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করে নাই। কিশলয়দলে নবপ্রফুল্ল কুসুম-সংস্পর্শবৎ সরমার কোমল হৃদয়ে যখন মৃদু মৃদু এই প্রাণোৎফুল্লকর নবীন ভাব প্রবেশ করিয়াছিল, মৃদু মলয়োৎক্ষিপ্তবৎ আকাঙ্ক্ষার বীজাণু যখন তাহার উর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্রে প্রথম উপ্ত হইয়াছিল, সরমা নিজেই তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। কিন্তু কালে সরমা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। নগেন্দ্র কিম্বা সুরেশেরও তাহা অজ্ঞাত রহিল না। সেই হইতেই সুরেশের সঙ্গে সরমার বিবাহ দিবার জন্য নগেন্দ্রের আগ্রহ;

সেই হইতেই নানা স্থান হইতে আগত বিবাহ সম্বন্ধ সুরেশ উপেক্ষা করিতেছিল। নগেন্দ্র এবং সরমাও তাহা জানিত। হা ঈশ্বর! এই পরস্পর স্বতঃসংশ্লিষ্ট হৃদয়যুগলে অকস্মাৎ অশনিসম্পাতই কি তোমার অভিপ্রেত ছিল?

নগেন্দ্র কলিকাতায় গেল; সেখানে যাইয়া সকল কথা সুরেশকে বলিল। পিতার কুলরক্ষার অটল সঙ্কল্প, পিতৃগৃহে নিজের স্বাধীন কার্য্যক্ষমতার অভাব, অদৃষ্টলিপিতে সরমার দৃঢ় বিশ্বাস—নগেন্দ্র সকল কথাই বলিল।

সুরেশ। "সরমার স্বামীকে দেখিয়াছ?"

নগেন্দ্র। "দেখিয়াছি।"

সুরেশ. "কত বয়স?—বুড়ো?"

নগেন্দ্র। "বয়স সত্তরের উপর হইবে।"

সুরেশ ক্ষণকাল নীরব রহিল, শেষে বলিল,—"বিবাহান্তে সরমা স্বামি গৃহে গিয়াছেন?

নগেন্দ্র। "সে তোমার ভ্রম। বিবাহব্যবসায়ী কুলীন স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়ী নহে। এ বৃদ্ধের আরও ঊনত্রিশটী স্ত্রী আছেন। সকলেই স্বস্ব পিত্রালয়ে কি মাতুলালয়ে! বিবাহান্তে বৃদ্ধ চলিয়া গিয়াছে। সরমা গৃহেই আছে,চিরকালই থাকিবে।"

সুরেশ। "অথচ সরমা বিবাহিতা! শোন, সকল মানুষই স্বার্থপর, সন্দেহ নাই; কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না যে আমি—ভগ্নস্বার্থে পরিচালিত হইয়া এ কথা বলিতেছি। তাহা মনে করিলে আমি হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইব।—এমন চিরস্থায়ী যন্ত্রণা হইতে সরমাকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় করিতে পারিলে না?"

নগেন্দ্র। "তোমাকে সকলই বলিয়াছি; সরমা গৃহত্যাগে স্বীকার হইল না।"

সুরেশ। "কলিকাতা আনিতে চাহিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র। "অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, ফল হইল না।"

সুরেশচন্দ্রের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইল; তবে কি সরমা হৃদয়শূন্য? হৃদয় যদি টানিত, তবে অবশ্যই সরমা চলিয়া আসিত!

সুরেশ! অনেক মহাজ্ঞানী লোক রমণী-হৃদয়ের মহিমা এবং স্ত্রী-চরিত্রের দুরবগাহ্য কার্য্য-প্রবৃত্তি বুঝিতে পারে না!

শেষে নগেন্দ্র বলিল,—"তুমি অদৃষ্ট মান?—আমি মানি।"

সুরেশ। "কবে হইতে অদৃষ্টবাদী হইলে? কেন?"

নগেন্দ্র। "দেখ, অনেক দিন হইতে যে বিপদাশঙ্কা করিতেছিলাম, যাহার প্রতিবিধান জন্য এত দিন যাবৎ চেষ্টা করিলাম, কই, তাহা ত বারণ রাখিতে পারিলাম না?"

সুরেশ। "অদৃষ্ট মানিলেই কি মানুষের হৃদয়ে যন্ত্রণার লাঘব হয়?"

নগেন্দ্র। "লাঘব না হইতে পারে, কিন্তু মনকে প্রবোধ দিবার একটী উপায় হয়।—আমার একটী কথা রাখিবে?"

সুরেশ। "কি কথা?"

নগেন্দ্র। "তোমার মাতার তুমি এক মাত্র সন্তান; শেষকালে কেন তাঁহার মনে আর কষ্ট দিবে?"

সুরেশের মাতা জানিতেন, সুরেশ সরমার বিবাহপ্রয়াসী; কিন্তু এ বিবাহ যে অসম্ভব, তাহাও তিনি জানিতেন। সেই জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনেক ভাল ঘরে সুপাত্রীও যুটাইয়াছিলেন; কিন্তু সুরেশ নানা আপত্তি উপস্থিত করিয়া এতক বিবাহ করে নাই।

সুরেশ। "কেন, আমি কি কষ্ট দিতেছি?"

নগেন্দ্র। "তুমি বাড়ীতে যাইয়া এবার বিবাহ কর।"

সুরেশ। "এইমাত্র তুমি অদৃষ্টে বিশ্বাস কর, বলিলে! আমিও অদৃষ্ট-লিপিতে বিশ্বাস করি।"

নগেন্দ্র। "তুমি বিবাহ করিলেই যদি তাঁহার কষ্ট দূর হয়, তাহা তুমি করিবে না কেন?"

সুরেশ। "আমার যে বিবাহ হইবে, বোধ হয় বিধাতার এরূপ নির্ব্বন্ধ নহে,—নতুবা হইত। তোমার কাছে বলিতে ইতস্ততঃ করিব না,—বিবাহে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

নগেন্দ্র। "তোমার কথা শুনিব না। কেন তুমি এবয়সে সংসারে বিরাগী হইবে? কালে ভগ্নহৃদয়ের যন্ত্রণাও প্রশমিত হয়।"

সুরেশ। "যদি কখনও হয়, আমি বিবাহ করিব।"

দুই বন্ধুতে অনেক কথা হইল। অঙ্কুরোদ্গমেই যে কুসুম বিদলিত হইয়া যায়, তাহা কি আর প্রফুল্ল হয়? নগেন্দ্র কিছুতেই আশু বিবাহে সুরেশকে স্বীকার করাইতে পারিল না।

একমাস পরে সংবাদ আসিল, সরমা বিধবা হইয়াছে।
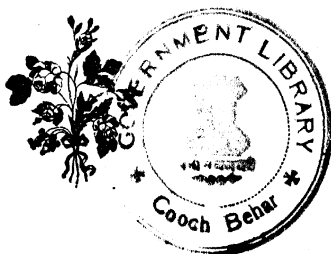
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মানবী ও দানবী।

বিবাহের একমাস পরে সরমা বিধবা হইল। মানুষ স্বকৃত অপরাধের ফলভোগ করে, কিন্তু নিন্দা করে বিধাতার। সরমার পিতা ভাবিলেন, বিধাতার নির্ব্বন্ধ, সরমা বিধবা হইল; মানুষের কি সাধ্য অদৃষ্টলিপি খণ্ডন করে; কিন্তু তিনি যে কুলরক্ষার অভিপ্রায়ে মরণোন্মুখ বৃদ্ধের সঙ্গে সরমার বিবাহ দিয়া তাহার আশু বৈধব্য ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, একথা তাঁহার মনেও আসিল না। স্বামিহারা হইয়া সরমা শোকাভিভূত হইযাছিল কি না, বলিতে পারি না। বিবাহের পর হইতেই তাহার সেই উজ্জ্বল দেহ-লাবণ্য মলিন হইয়া গিয়াছিল। সাংসারিক কার্য্যাবসরে যখনই একান্তে থাকিত, তখনই তাহার নিবিড় কৃষ্ণপক্ষ্ম সমন্বিত আয়ত চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু কাহারও সাক্ষাতে সরমা বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত করে নাই। বিধবা হওয়ার পরেও সেই ভাব। বিবাহের পর হইতে তাহার মলিন মুখে হাসি ছিল না, এখনও নাই। কেশরচনা বেশভূষা সরমা বিবাহের পর হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছিল; এখন বিধবা কি আর তাহা করিবে?, যত দিন আশা থাকে, লোকে তত দিন দুঃখ যন্ত্রণা অনুভব করে। যখন সম্পূর্ণ নৈরাশ্য লোকের হৃদয় অধিকার করে; তখন আর দুঃখ বিপদ তাহার কি করিবে? সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের মহা যন্ত্রণা সন্তাপে

হৃদয় নিষ্পেষিত, শুষ্ক হইলে সে হৃদয় কষ্টসহ হইয়া উঠে। কোমল কুসুম-দলই কণ্টকবিদ্ধ হয়, কঠিন প্রস্তরখণ্ড কণ্টকাঘাতে অক্ষতই থাকে। বিবাহান্তেই সরমার হৃদয় শুষ্ক নীরস হইয়াছিল। আশার সঞ্জীবন রস আর সে হৃদয়ে সঞ্চরিত হইত না। নব বৈধব্যে সরমার মনোকষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল কি না, লোকে তাহা বুঝিতে পারিল না। অবশাঙ্গে কি কণ্টকাঘাত অনুভব হয়?

বঙ্গের অনেক গৃহে পতিপুত্রহীনা বিধবা বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া দিনপাত করেন,—অনেক গৃহে তিনি সম্মানিত এবং পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বহু গৃহ এমন আছে, যেখানে পতিপুত্রহীনা বিধবা রোগে শোকে গ্রীষ্মে বর্ষায় দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত সংসারের পরিশ্রম করিয়াও দিনান্তে কোন প্রকারে প্রাণরক্ষার উপযোগী এক মুষ্টি অন্নও মর্ম্মভেদী তীব্র ভর্ৎসনার সহিত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অভাগিনীদিগের মুখে বাক্য নাই। কাহাকে বলিবে? কে শুনিবে?

সরমা বিধবা হইয়া পিতৃগৃহেই রহিল। সধবা থাকিলেও পিতৃগৃহেই থাকিত। সরমার গর্ভধারিণী বর্ত্তমান ছিলেন না। বিমাতা সংসারের কর্ত্রী; আর অন্যতর জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রভ্রাতৃবধূ উজ্জ্বলাসুন্দরী সহকারী কর্ত্রী। সরমা উভয়ের চক্ষুর বিষ হইল। উজ্জ্বলার কয়েকটী কন্যা ছিল। নগেন্দ্র বহু বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে উজ্জ্বলার কন্যাগণের ভাবী বিবাহযোগ্য ঘরের সংখ্যা সংকীর্ণ হইয়াছিল। বিবাহ করে নাই নগেন্দ্র, কিন্তু উজ্জ্বলার দারুণ ক্রোধ হইল সরমার প্রতি। কেননা সরমা নগেন্দ্রের সহোদরা ভগ্নী, নগেন্দ্র কালেজে পড়ে, সরমাও লেখা পড়া শিখিয়াছিল,—উভয়ে পরস্পরের কাছে চিঠিপত্রাদি লিখিত; বিশেষতঃ নগেন্দ্র সরমাকে অতি স্নেহ করিত।

দুমাস যায়, চারিমাস যায়। পিতার গৃহে সরমার যন্ত্রণার একশেষ হইল। দিবা রাত্রি পরিশ্রম; বধূঠাকুরাণীর মন উঠে না, বিমাতার বিষ-

বাক্যের বিরাম নাই। পাড়াপ্রতিবেশিনীদিগের কাছে সর্ব্বদা সরমার নিন্দা। সরমা কোন কাজ করে না, তাহার লজ্জা সরম নাই, ছেলে পেলের প্রতি যত্ন নাই, মাতা পিতার সেবা শুশ্রূষায় তাহার আগ্রহ নাই ইত্যাদি। দিনান্তে তাহার সামান্য আহারের সংস্থানও অতি কষ্টে হইতে লাগিল। সরমা অনেক সহিল, বঙ্গের অভাগিনী বিধবা অনেক সহিয়া থাকে।

সেই গ্রামে এক জন স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহার নাম লোকে বড় জানিত না। তাহাকে "তেলি বৌ" অথবা শুধু "বৌ" বলিয়া ডাকিত। তাহার ক্ষুদ্র বাড়ী; খড়ের ঘর, মাটির দেওয়াল; দুচারিটা ফুলের গাছ, শাক সবজীর গাছ;—ফুটফুটে পরিস্কার। মধ্যে মধ্যে তেলিবৌ বাড়ীতে থাকিত না; সাত দিন, পনর দিন, একমাস কোথায় চলিয়া যাইত, কেহ বড় জানিত না। তেলিবৌ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট পরিচিত। বিধবা; কিন্তু পাণ খাইত, মাছও খাইত; লালপেড়ে কাপড় পরিত; হাতে চুড়ি বাহুতে অনন্তও তাহার ছিল; প্রকাশ্য কোন উপজীবিকা ছিল না। কিন্তু গ্রামের ছেলে পেলেদের খেলনা ও পুতুল কিনিয়া দিত; যুবক যুবতীদিগের নানাবিধ ফরমাইস্ খাটিত, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগের পূজোপকরণ সুন্দর সুন্দর ফুল আহরণ করিয়া দিত। গ্রামের সকল গৃহের দ্বার সকল সময় তেলিবৌর নিকট মুক্ত ছিল।

একদিন নগেন্দ্রদের বাড়ীতে ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদিবস একাদশী গিয়াছে। উপবাস সংপীড়িতা সরমা সংসারের বহু কার্য্য সারিয়া অনেক বেলায় স্নান করিতে যাইতেছিল; স্নানান্তে পারণ করিবে। এমন সময় উজ্জ্বলার নবম বর্ষীয়া কন্যা বিনী (বিনোদিনী) আসিয়া বলিল,—"কোথায় যাও, পিসি, আমার চুল বাঁধিয়া দাও।"

সরমা। "তেল মাখিয়াছি, মা, এখন যা; স্নান করিয়া এসে সুন্দর করে তোর চুল বাঁধিয়া দিব।"

বিনী। "হাঁ, স্নান করে এসেই তো তুই খাইতে যাইবি! এখনই আমার চুল বান্ধিয়া দে।"

উপবাস এবং পরিশ্রমে সরমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল; কিন্তু উজ্জ্বলার ভয়ে সরমা স্নানে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এমন সময় সেখানে তেলিবৌ আসিল।

বৌ। "কি হইয়াছে, দিদিমণি, এখনও স্নান কর নাই? কাল একাদশী গিয়াছে; আহা! বাছার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে! যাও, স্নান করে এস গে।"

সরমা। "স্নানেই যাইতেছিলাম,—কিন্তু বিনী তাহার চুল বান্ধিয়া দিতে ডাকিতেছে।"

বৌ। "চুল বান্ধা কি এখন না হইলে নয়? কাল সারাদিন উপোস গিয়াছে, আজ এত বেলা; কচি বয়স, বাছা! এমন করিয়া চলিলে কি আর শরীর টিকিবে?"

সরমার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তাহার ভাগ্যে এমন স্নেহমাখা মিষ্ট কথা তো কোন দিন ঘটে না!

সরমা। "না, বৌ; বৌঠাকুরাণী শুনিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? মেয়েটীও একে দশ বলিবে।"

বৌ। "তা আমি বৌঠাকুরাণীকে বুঝাইয়া বলিব এখন। এই কচি শরীরে কি এত সয়? যাও, তুমি স্নান করিয়া এস গে।"

সরমা পুকুরে স্নান করিতে গেল; ভাবিল, তেলি বৌর মত সহৃদয় ভাল মানুষ সংসারে আর নাই।

এদিকে বিনী দৌড়াইয়া গিয়া মাতাকে জানাইল,—পিসিমাকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে, কিন্তু পিসিমা কোন মতেই তাহার চুল বান্ধিয়া দিল না; অধিকন্তু গালাগালি দিয়াছে। শুনিয়া উজ্জ্বলা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল।—এতদূর আস্পর্দ্ধা! এত সাহস! যার খা'স্, যার পরিস্,

তার সঙ্গে এত হিংসা! হতভাগি!—এক মাসের মধ্যে কপালের সিন্দুর উঠিল; মুখ দেখিলে পাপ!—এমন সময় তেলিবৌ সেখানে গেল।

বৌ। "ওগো, তোমাদের সরমার চরিত্রটা দেখ্‌লে?"

উজ্জ্বলা। "তুই দেখিয়াছিস্‌, তেলিবৌ?"

বৌ। "আমি দেখি নাই! আমার চক্ষুর উপর যত কিছু!—তোমার মেয়ে বলিল, 'পিসিমা, আমার চুলটা বেঁধে দাও না'—তা দিতে পারিবি না, সহজে বলিলেই তো হয়; না!—'এমন মেয়ে দেখি নাই; যেমন মা, তার তেমনি মেয়ে; সাত সতীন যার, তার কেন এত কর্ত্তৃত্ব?' 'আসুন এবার ছোট দাদা বাড়ীতে, এবার ভাল করে দেখাব';—আরও কত কি বলিল; মুখ দিয়া যেন খই ফোটে! আমি শুনিয়া অবাক্‌! তোমাদের ভদ্র লোকের মুখ; আমরা ছোট লোক, আমাদের মুখ দিয়া কিন্তু সে সব কথা বাহির হয় না। শেষে আমি বিনীকে বলিলাম—'এস, মা, আমি তোমার চুল বেঁধে দি।"

উজ্জ্বলা। "দুনিয়ায় পা রাখিতে হতভাগীর স্থান নাই, মুখে কথা বাহির হয় যেন রাজ্যের পাটরাণী।"

উজ্জ্বলা তখন অনর্গল ধারে তীব্র বাক্যস্রোত ঢালিতে লাগিল; সেই বাক্যস্রোতে বিমাতা বিষ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। স্নান করিয়া সরমা ঘরে ফিরিয়া সকল কথা শুনিল। অভাগিনী ঘরের কোণে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। মাসের মধ্যে পনর দিনই সরমা কাঁদিয়া কাটায়। মাতা পিতা ভ্রাতা আত্মীয় বন্ধু পরিবৃত এই সংসারে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিবার কেহই ছিল না। আজ তেলিবৌ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অতি যত্নে সরমার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিল; অতি আদরে, স্নিগ্ধ বাক্যে তাহাকে অনেক সান্ত্বনা করিল। উজ্জ্বলার দুর্ব্ব্যবহার, বিমাতার অমানুষিক আচরণ, বাড়ীর সমস্ত লোকের চরিত্রের বহু নিন্দা তেলিবৌ সরমার কাছে করিল; শেষে বলিল;—

"কেন, দিদি, তুমি এ পাপ সংসার ছাড়িয়া তীর্থে,—গঙ্গাতীরে যাইয়া থাক না? ঈশ্বর মুখ দিয়াছেন, তিনিই অন্ন দিবেন। এখানে থাকিয়া কেন দিবা রাত্রি দগ্ধ হইবে?"

সরলা সরমার কাণে একথাগুলি তত ভাল লাগিল না; সে কিছু ভীতির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল—"কোথায় যাইব? সংসারে কে এমন আত্মীয় আছে?"

তেলিবৌ সরমার চকিত চক্ষু দেখিয়া অপ্রতিভ হইল। কথা অনেক দূর গিয়াছে দেখিয়া বলিল;—

"কেন তোমার ছোট দাদা তো কলিকাতায় থাকেন, তাঁহার কাছে যাওনা কেন?"

কলিকাতা! সরমা মনে ভাবিল, এক দিন দাদা সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন যাই নাই। এখন কি করিয়া যাইব? আর এখন যাইয়াই বা কি হইবে? যাহা হইবার, তাহাতো হইয়া গিয়াছে! যে দিন, যে সুযোগ একবার চলিয়া যায়, তাহা কি আর ফিরিয়া আসে?

সরমা কোন উত্তর করিল না।

তেলিবৌ তখন বলিল;—"আজ যাই; যদি কোথায়ও যাইতে ইচ্ছা হয়, সঙ্গে যাইবার লোক না পাও, আমাকে জানাইও। তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি।"

সরমা ভাবিল, এই দুঃখ অশান্তিময় সংসারে তেলিবৌ এক প্রকৃত বন্ধু।

তেলিবৌ সেখান হইতে বরাবর অনন্ত বাবুর বাটীতে গেল, এবং সে দিবসের কৃতকার্য্যের বিষয় সবিস্তর অনন্ত বাবুর কাছে বলিল। তৈলিবৌ অনন্ত বাবুর অনেক ফরমাইস্ খাটিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বাসী ও সুহৃদ।

এদিকে কলিকাতায় থাকিয়া নগেন্দ্র এবং সুরেশ সরমার ক্লেশের কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। কলিকাতা অধিক দূরের পথ নহে। মাসের মধ্যে নগেন্দ্র প্রায় দুইবার বাড়ীতে আসিত। বাড়ীতে আসিয়া সরমার শোচনীয় অবস্থা নগেন্দ্র স্বচক্ষে দেখিত; প্রতিবাসীদিগের কাহারও কাহারও নিকট অনেক কথা শুনিত। সরমা নিজে দাদার কাছে কিছু বলিত না। বলিয়া লাভ কি? দাদা তো স্বাধীন নহেন। এ নিত্য নির্য্যাতন, এ অনিবার্য্য নিত্য যন্ত্রণা নিবারণ তো নগেন্দ্রের সাধ্যাতীত; বলিয়া কেন তবে দাদার মনে বৃথা কষ্ট দিবে! বিশেষতঃ সরমা ভাবিত;— আমার অদৃষ্টের ভোগ, আমরণ ভুগিতে হইবে! ক্রমে নগেন্দ্রের পরীক্ষার দিন নিকট হইতে লাগিল, সুতরাং সে আর তত ঘন ঘন বাড়ীতে আসিতে পারিল না; এদিকে সরমার কষ্টও অসহ্য হইয়া উঠিল।

একদিন উজ্জ্বলার ব্যবহারে সরমার সহিষ্ণুতা বিচলিত হইল। সরমা নগেন্দ্রের নিকট এক চিঠী লিখিল; অতি গোপনে বসিয়া লিখিল। উজ্জ্বলা টের পাইলে তৎক্ষণাৎ বিষম অনর্থ রটাইত। ইহার পূর্ব্বে একদিন সরমাকে চিঠী লিখিতে দেখিয়া উজ্জ্বলা প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, নির্লজ্জা সরমা কলিকাতায় সুরেশের কাছে চিঠী লিখিয়াছে। বিমাতা এবং ভ্রাতৃবধূ সেবার উভয়ে মিলিয়া সরমাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা দিয়াছিল। নগেন্দ্রের কাছে চিঠী লিখিয়াছে, সরমা বলিয়াছিল; কিন্তু

তাহার কথায় কে বিশ্বাস করে? সেই হইতে সরমা কাহারও নিকট চিঠী লিখিত না। আজ অনিবার্য্য মনোকষ্টে সরমা সহিষ্ণুতা হারাইল; চিঠী লিখিল। কিন্তু কাহাকে দিয়া চিঠী ডাকঘরে পাঠাইবে? অভাগিনী বিষম সমস্যায় পড়িল। শেষে তেলিবৌর কথা তাহার মনে পড়িল। তেলিবৌ অতি বিশ্বাসী সুহৃদ, তাহাকে দিয়াই চিঠী ডাকঘরে দেওয়া স্থির করিল।

দৈবাৎ সেই দিন সন্ধ্যার সময় তেলিবৌ সরমাদের বাড়ীতে আসিল। গোপনে সরমা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

সরমা। "তেলিবৌ, তুই অনেক দিন বলিয়াছিস্, আমার কোন প্রয়োজন পড়িলে তাহা করিয়া দিবি; আজ তোকে একটী কাজ করিতে হইবে। করিবি?"

তেলিবৌ। "কি কাজ, দিদিমণি? তোমার কাজ? বল, সহস্র কাজ ফেলিয়া তোমার কথা রাখিব।"

সরমা। "তেলিবৌ, তুই আমার মায়ের বয়সী; তোকে মা, মাসীর মত দেখি; আমার যন্ত্রণার কথা তুই সকলই জানিস্।"

তেলিবৌ। "তোমার যন্ত্রণা, দিদিমণি? তোমার কি যন্ত্রণা?"

সরমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল; সে কথা বলিতে পারিল না। তেলিবৌ অতি কাছে আসিয়া অতি যত্নে তাহার অশ্রুপরিপ্লাবিত চক্ষু ও গণ্ডদেশ অঞ্চলে মুছাইয়া দিল, বলিল;—

"লক্ষ্মীদিদি আমার, কেঁদ না।—উজ্জ্বলার কথা বলিতেছ?—তা তো জানি। আহা! অমন সৎমা, অমন ভাইবৌও মানুষের হয়? এই তো এখনই তোমার ভাইবৌর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; কত কথা বলিল,—তোমার লজ্জা নাই, কবে যেন তুমি কুলে——থাক্। তুমি নাকি যার তার কাছে চিঠীপত্র লেখ; আরও কত কথা!—এ বাড়ীর মান তোমা হইতে যাইবে, কবে লোকে কি বলিবে, দেশে মুখ দেখান যাইবে

না, কলঙ্কে দেশ ছাইবে।—মাগো! এত কথাও বলিতে পারে! যেন তোমাকে বাড়ী হইতে না তাড়াইয়া ছাড়িবে না;—আমার কি সকল কথা মনে আছে?"

সরমার বাক্যস্ফুট হইল না; মনোকষ্টে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তেলিবৌ বলিল;—"তোমাকেও বলি, তুমি ইচ্ছা করিয়া এ যন্ত্রণা কেন ভোগ কর?"

সরমা। "অদৃষ্টের লেখা, তেলিবৌ, কে খণ্ডন করিবে?"

তেলিবৌ। "কেন দিদিমণি, আমি তো কতদিন বলিয়াছি, যে বাড়ীতে এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, সে বাড়ী ছাড়িয়া গেলেই তো হয়।"

সরমা। "কোথায় যাইব, সংসারে যে আমার স্থান নাই!"

তেলিবৌ। স্থান নাই! এ বিশ্ব বাঙ্গলায় সহস্র কোটি লোকের স্থান আছে, তোমার স্থান নাই। কাণা নও, খোঁড়া নও, কুরূপা কুৎ-সিতা নও, তোমার স্থানের অভাব! আর এখানেও কিছু দুধে ভাতে খেয়ে খাট পালঙ্কে শুয়ে থাক না—সারা দিন রাত খাটিয়া মর; এর চেয়ে কোন দূরান্তরে গিয়ে খেটে খেয়েও স্বাধীন থাকা ভাল। ইচ্ছা করিলে তোমার মত মেয়ে সুখে সোণার খাটেও থাকিতে পারে।"

সরমা চমকিয়া এক পদ পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। বলিল,—"তেলিবৌ, তোকে আমি মায়ের তুল্য দেখি, যাহাতে আমার মন্দ হয়, এমন মন্ত্রণা দিস্ নে।"

তেলিবৌ। "আমাকে অবিশ্বাস! হা ঈশ্বর! তোমার ভালোর জন্য আমি দিবা রাত্রি ভাবি, তোমার পক্ষে টানিয়া কথা বলি বলিয়া তোমার ভাইবৌ আমাকে কত মুখ করে! যাহাতে তোমার মন্দ হয়, আমি তাই করিব?"

সরমা। "না, তেলিবৌ, তুই রাগ করিস্ না; আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর্।"

তেলিবৌ। "তোমার কথায় রাগ করিব, দিদিমণি? কাঁচা বয়স তোমার, তার উপর এত যন্ত্রণা! আমার প্রাণে সয় না, তাই তোমার জন্য বলি। তা যাক্, এখন আমাকে কি করিতে হইবে, তাই বল।"

সরমা একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"দাদার পরীক্ষা খুব নিকট হইয়াছে, অনেক দিন হইল, তিনি বাড়ীতে আসেন না; কোন সংবাদ পাই না। তাই দাদার কাছে একখানা চিঠী লিখিয়াছি। কিন্তু কাহাকে দিয়া তাহা ডাকঘরে দিব, তাই ভাবিতেছি। বাড়ীর লোকে চিঠী লেখার কথা জানিতে পারিলে আমার রক্ষা থাকিবে না।"

তেলিবৌ। "এই কাজ! এর জন্য তুমি ভাবিতেছ? আমার কাছে দাও, আমি বাড়ী যাইবার সময় এখনই চিঠী ডাকের বাক্সে দিয়া যাইব।"

সরমা অতি সাবধানে বস্ত্রাঞ্চল হইতে চিঠীখানি বাহির করিল, চারি-দিকে চকিত নেত্রে চাহিল, শেষে চিঠীখানি তেলিবৌর হাতে দিয়া বলিল,—"তেলিবৌ, চিঠীখানি কাহাকেও দেখাইবি না, আমার কাছে সত্য করিয়া বল্।"

তেলিবৌ। "তুমি পাগল; তুমি আমাকে দিলে, আমি অপরকে দেখাইব?"

সরমা। "অপরে জানিলে আমার রক্ষা থাকিবে না, তাই তোকে সাবধান করিলাম।"

তেলিবৌ। "তোমার দাদার কাছেই তো লিখিলে? দেখিও, আমাকে বিপদে ফেলিও না!

সরমা। "তুইও আমাকে বিশ্বাস করিস্ না!"

তেলিবৌ। "তা না; তবে কিনা, আমি লোকের সাতেও না, পাঁচেও না; সর্ব্বদা সাবধান থাকি, লোকে কিছু বলিতে না পারে।"

সরমা। "আমার মাথা খাস্, আজই চিঠীখানি ডাকে দিবি। আমি যে চিঠী লিখিলাম, তাহা কাহাকেও বলিস্ না।"

তেলিবৌ। "তুমি পাগল হইয়াছ! এখন যাই, রাত্রি হইল। কোন ভয় নাই; লোকের কপালে দুঃখও থাকে, সুখও থাকে; চিরদিন কাহারও দুঃখে যায় না।"

তেলিবৌ চলিয়া গেল, সরমাও আঁচলের কোণে চক্ষু মুছিয়া নীরবে গৃহকার্য্যে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্যাধ ও বিহঙ্গী।

তেলিবৌ বরাবর অনন্ত বাবুর বাড়ীর দিকে গেল। একটী গুপ্তদ্বার দিয়া অনন্ত বাবুর বৈঠকখানার সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করিল। অনন্ত বাবুর বিশ্বাসী ভৃত্য মাণিকলাল সে ঘরের কর্ত্তা। মাণিক তেলিবৌকে জানিত এবং তাহাকে মানিয়া চলিত। সে তাহাকে বৈঠকখানায় বাবুর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর ফানুস দেয়ালগিরের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোতে ভোগবিলাস-বাসনার উদ্দীপক বহুমূল্য আসবাবপত্রে সুসজ্জিত সেই প্রশস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে। তখনও অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণের সমাগম হয় নাই। কিছু কাল পরেই সেই গৃহ হাস্যকৌতুক, নৃত্যগীত, বাদ্যোদ্যমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

অনন্তবাবু বৈকালিক নিদ্রাভঙ্গে একখানা কোচে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় সুবাসিত তাঁমাকু সেবন এবং আরাম করিতেছিলেন; তেলিবৌকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন;—

"দুই দিন দেখা নাই: এস, এস; এখানে এস।" অনন্ত বাবু একখানা ইজি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।

"দুই দিন আসি নাই; নূতন কিছু নাই, তাই আসি নাই। তা অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন?"

তেলিবৌ চেয়ারে বসিল না। ঘরের মেজেয় পাতা সুখস্পর্শ পুরু গালিচার উপর কৌচের নিকট বসিল।

"নূতন কিছু নাই! তবে কি কিছুই করিয়া উঠিতে পার নাই?"

"কাজ টা সহজ কিনা!—ইচ্ছা করিলেই সকল কাজ হয় না। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি;—আপনার অনেক ফরমাইস্ তো এতক খাটিয়াছি—এটা মাপ করিলে হয় না?"

"রাগ করিয়াছ নাকি, তেলিবৌ?"

"রাগ না; তবে কি জানেন,—আমাকে বড় বিশ্বাস করে, তাই মনটা অগ্রসর হয় না।"

কুমতি যদি ঘরে প্রবেশ করিয়া দুয়ার আঁটিয়া একবার ভাল করিয়া বসিতে পারে, তবে জানালার ফাঁক দিয়া দুই এক বার উঁকিঝুঁকি মারা ভিন্ন সুমতি আর কি করিতে পারে?

অনেক কথা হইল; আমরা তাহা বর্ণনা করিব না। তেলিবৌ সুমতির ইঙ্গিত ভুলিয়া গেল; পাণ খাইল, হাসিল; সরমার চিঠী অনন্ত বাবুকে দেখাইল। অনন্ত বাবু তাহা পাঠ করিলেন। স্থির হইল—সরমা কলিকাতায় অথবা অন্য কোন স্থানে যে সকল চিঠী লিখিবে, ডাকঘরে দিবার পূর্ব্বে তেলিবৌ তাহা সমস্তই অনন্ত বাবুকে দেখাইবে। তেলিবৌ ছাড়া অন্য কাহাকেও দিয়া যে ডাকঘরে চিঠি দিবার সরমার উপায় নাই, তাহা অনন্ত বাবু জানিতেন। তখন কৃত কার্য্যের জন্য পুরস্কার এবং প্রতিশ্রুত ভাবী কার্য্যের জন্য বিশেষ লোভনীয় আশ্বাস পাইয়া তেলিবৌ প্রফুল্ল চিত্তে চলিয়া গেল। মাণিকলাল দ্বারে প্রহরী ছিল, সে দ্বার ছাড়িয়া দিল। তেলিবৌ বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে মাণিক আর কাহাকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দিত না।

তার পর বাবু পোষ্টমাষ্টার বাবুকে ডাকাইলেন। অনন্ত বাবুর

বাড়ীর নিকটেই ডাকঘর; প্রকৃত পক্ষে ডাকঘর অনন্ত বাবুর বৈঠকখানার অতি নিকটবর্ত্তী, এবং তাঁহার ব্যয়েই ঘর খানি প্রস্তুত হইয়াছিল। পোষ্টমাষ্টার বাবুও তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত, এবং তাঁহার অনুরোধেই চাকরী পাইয়াছিলেন। ক্ষুদ্রের নিকটেও অনেক বড় লোক উপকার পাইয়া থাকেন। পোষ্টমাষ্টার বাবুও অনেক সময় সাধ্যায়ত্তের মধ্যে অনন্তবাবুর অনেক উপকার করিতেন। বলা বাহুল্য যে অনন্ত বাবুর নিকট ডাকঘরের দ্বার সকল সময়েই খোলা থাকিত।

পোষ্টমাষ্টার বাবুর সঙ্গে কথা হইল যে, ডাকঘরে সরমার নামে যে সকল চিঠী আসিবে তৎসমস্ত অনন্তবাবু পাঠ করিলে পরে বিলির জন্য ডাকহরকরার হাতে দেওয়া হইবে। পোষ্টমাষ্টার বাবু কৃতঘ্ন লোক নহেন, প্রতিপালকের এই সামান্য অনুরোধ তিনি তৎক্ষণাৎ রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন।

এই প্রকারে সরমার সকল কথা, সকল পরামর্শ অনন্ত বাবুর জানিবার এবং তাঁহার ভাবী অভিপ্রেত সিদ্ধির বিশেষ সুবিধা হইল।

অভাগিনী সরমা ব্যাধবিন্যস্ত-জালপরিবেষ্টিতা বিহঙ্গিনীর ন্যায় পিতৃগৃহে দিনপাত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কাম্য ও কামনা।

কালে নগেন্দ্র সরমার চিঠী পাইল। চিঠী পাইয়া নগেন্দ্র ভাবিয়া আকুল হইল। সরমা লিখিয়াছিল ;—গৃহে তিষ্ঠান অসম্ভব, দাদার প্রতীক্ষায় গৃহে থাকিবে, পরীক্ষার পরদিন যদি নগেন্দ্র বাড়ীতে না পৌঁছেন, তবে আর ভগিনীর সঙ্গে দেখা হইবে না! চিঠী পড়িয়া নগেন্দ্র ভাবিয়া আকুল হইল। পরীক্ষা অন্তের আরও এক সপ্তাহ বাকী আছে। এই সাত দিনের মধ্যে কি না হইতে পারে?—সরমা আত্মহত্যা করিবে! সরমা গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, পথের কাঙ্গালিনী হইবে! প্রাণের সহোদরা অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে!—নগেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে সেই রাত্রিতেই বাড়ী যাওয়ার অভিপ্রায় স্থির করিয়া বিকাল-বেলা সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। সুরেশের এবার এম্, এ, পরীক্ষা, বড় অধিক দিন বিলম্ব নাই।

নগেন্দ্রকে দেখিয়া সুরেশ বলিল ;—"পরীক্ষার আর দুই এক দিন বাকী আছে কি না, তাই বুঝি খেলাইয়া বেড়াইয়া দিন কাটাইতেছ?"

কিন্তু পরক্ষণেই নগেন্দ্রের বিষাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কি হইয়াছে, তোমাকে এত ব্যাকুল দেখিতেছি কেন?"

নগেন্দ্র কিছু বলিল না; সরমার চিঠীখানি তাহার হাতে দিল। চিঠী পড়িয়া সুরেশ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ চিন্তা-বিষাদব্যাকুল হইল। কিছুকাল উভয়ে নীরব হইয়া রহিল।

নগেন্দ্র বলিল ;—

"এখন উপায় ?"

সুরেশ শুধু চাহিয়া রহিল।

নগেন্দ্র। "এখন উপায় কি ?"

সুরেশ। "তোমাকে আমি বহুবার বলিয়াছি।"

নগেন্দ্র। "বলিয়াছ বটে, কিন্তু সকল দিক্ ভাবিয়া দেখিয়াছ ?"

"তুমি কি আমাকে বালক মনে করিয়াছ; না, আমার কথা রহস্যের মধ্যে ধরিয়াছ ?"

"তোমাকে বালক অথবা অবোধ মনে করি না। তোমার কথা যে তোমার হৃদয়ের কথা তাহাও জানি।—"

"তবে ?"

"তবে, বিষয় গুরুতর; অনেক চিন্তার, অনেক ভাবনার বিষয়।"

"আমি অনেক চিন্তা, অনেক ভাবনা করিয়াছি। তুমি জান, আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন ইহার উপর নির্ভর করে।"

"জানি; কিন্তু তোমার মাতার অভিপ্রায় হইবে না।"

"যাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তাহার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস, আমি বুঝাইয়া বলিলে মার অমত থাকিবে না। আমাকে কৃতনিশ্চয় দেখিলে তিনি স্বীকার হইবেন।"

"যদি তাঁহার মত না হয়, তবে কি করিবে।"

"তুমি তো জান, আমাদের প্রিন্সিপাল্—স্কুলের হেডমাষ্টারের পদ আমাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। পরীক্ষায় পাশ না

হইলেও ইচ্ছা করিলে সে পদ আমি লইতে পারি। মাসে এক শত টাকা পাওয়া যাইবে; তাহাতেই আমার চলিবে।”

“মাতা, আত্মীয়, কুটুম্ব, সমাজ—সকল ছাড়িতে পারিবে?”

“সকল ছাড়িতে হইবে না।—প্রয়োজন হয়, ছাড়িব।”

“কেন এ সকল ছাড়িতেছ?”

“বলিব?—সংসারে আমার একমাত্র যে কামনার বস্তু তাহা পাইব।”

নগেন্দ্র ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল;—

“সরমা যদি স্বীকার না হয়?”

প্রশ্ন শুনিয়া সুরেশচন্দ্র পার্শ্বস্থ কেদারায় বসিয়া পড়িল। সরমা যদি স্বীকার না হয়! এরূপ সন্দেহ সুরেশের হৃদয়ে সময় সময় উপস্থিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল উজ্জ্বলকারী সেই মহাজ্যোতির্ম্মন প্রবল প্রেমোৎসাহের নিকট সে সন্দেহের অস্ফুট ছায়া স্থান পায় নাই। নগেন্দ্রের প্রশ্নে আজ সে সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সুরেশ বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল;—

“অস্বীকার হইবেন না।—হইবেন কি?”

“তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা কেমন করিয়া বলিব?”

সুরেশ দাঁড়াইয়া নগেন্দ্রের দুই হাত নিজ হাতে ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল;—

“ভাই, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। অনেক দিন হইতে এই আশা আমি হৃদয়ে পুষিয়া আসিতেছি। একবার সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছিলাম; জীবন উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল; সংসার শূন্য—চারিদিক অন্ধকার দেখিয়াছিলাম। পুনরায় আশার স্নিগ্ধ জ্যোতি আমার হৃদয় মৃদু মৃদু আলোকিত করিতে আরম্ভ করিল; সংসার পুনরায় আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়াছে। আজ অনেক কথা তোমাকে বলিতেছি; এতদিন বলি নাই।”—বলিতে বলিতে সুরেশ নগেন্দ্রের হাত ধরিয়া পার্শ্বস্থ চৌকিতে

বসাইল, নিজেও বসিল।—"অনেক দিন হইতে তুমি আমাকে জান; আমার আশা, কামনা—প্রার্থনা, তাহাও তুমি জান। এখন এ বিষয়ে তোমার কি মত, আমাকে সরল চিত্তে বল।"

"আমার মতও তুমি জান। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম; কোনরূপেই কৃতকার্য্য হই নাই।"

"এখন তোমার অভিমত কি?"

"তোমাকে আমার অভিমত জানাইতে হইবে?—অভাগিনীর অদৃষ্ট মন্দ, তাই এ সুখ সৌভাগ্যের ভরসা হয় না।"

"তুমি চেষ্টা করিবে?—সরমাকে বুঝাইয়া বলিবে?"

"যাহাতে সরমার যন্ত্রণা যায়, সরমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হয়, তাহার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

"তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা—পরিবারের কাহারও অভিমত হইবে না; জানিতে পারিলে তাঁহারা এ কাজ হইতে দিবেন না। অধিকন্তু সরমার যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে।"

"তাহা আমি জানি।—সরমার চিঠী পড়িলে; অভাগিনী হঠাৎ কি করিয়া বসে, কেমন করিয়া বলিব? আমি আজ রাত্রিতেই বাড়ী যাইব।"

"আজই যাইবে! তুমি পরীক্ষা দিবে না?"

"আমার মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে;—সরমা লিখিয়াছে, যদি আমি শীঘ্র বাড়ীতে না যাই, তবে আমার সঙ্গে দেখা হইবে না।"

"ভয়ানক আশঙ্কার বিষয় বটে; কিন্তু তুমি আজ না গেলেও বোধ হয় হইতে পারে। পরীক্ষা অন্তেই সরমা তোমাকে যাইতে লিখিয়াছে। ভাল করিয়া বুঝাইয়া সরমার কাছে চিঠী লেখ। আশা দিয়া লেখ; পরীক্ষা-অন্ত-দিবসই যাইবে, লেখ। তোমার চিঠী পাইলে সরমা অবশ্যই আশ্বস্ত হইবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তাহা হইলে

তোমার পরীক্ষা দেওয়াও হইবে। মনের আবেগে সরমা এ চিঠী লিখিয়াছেন; কিন্তু এবার তোমার পরীক্ষা দেওয়া না হইলে সরমা আরও দুঃখিত হইবেন। বিশেষতঃ তাঁহার জন্যই যে পরীক্ষা দেওয়া হইল না, এ কথা ভাবিয়া সন্তপ্ত হইবেন। তুমি আজই চিঠী লিখিয়া দাও। লেখ, বাড়ী যাইয়া একটী উপায় নিশ্চয়ই করিবে।”

“চিঠীতে কাজ হইবে?”

“হইবে।—আমি আগামী কল্য আমাদের প্রিন্সিপাল্ সাহেবের নিকট স্কুলের পদটীর জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে বলিব।”

অনেক কথা হইল। শেষে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের বাড়ী যাওয়া স্থগিত রাখাই স্থির হইল।

নগেন্দ্র বাসায় আসিয়া পরামর্শমত সরমার কাছে চিঠী লিখিল। সুরেশচন্দ্র যে শারীরিক ভাল আছেন, তাঁহার এম, এ, পরীক্ষাও যে অতি নিকট এবং সরমার চিঠী যে তাঁহাকেও দেখান হইয়াছে, চিঠীতে তাহাও লিখিল।

বলা বাহুল্য যে এই চিঠী পোষ্টমাষ্টার বাবুর প্রসাদাৎ প্রথমতঃ অনন্ত বাবুর হস্তগত হইয়া পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। সরমা চিঠী পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহা পাঠ করিল। কি করিবে হঠাৎ তাহা স্থির করিতে পারিল না। দাদার আশ্বাসবাক্যে সরমার মন ফিরিল। সুরেশচন্দ্র শারীরিক ভাল আছেন, তিনি শীঘ্রই এম, এ, পাশ করিবেন, সরমা বহুবার সে অংশটুকু পাঠ করিল। আত্মীয়, কুটুম্ব কিংবা প্রীতিশ্রদ্ধাভাজন কাহারও উন্নতি হইলে কে না আহ্লাদিত হয়? সুরেশচন্দ্রের শুভ সংবাদে অভাগিনীর চিত্তও স্বতঃ উৎফুল্ল হইল।—দাদা কেন তাহার চিঠী সুরেশচন্দ্রকে দেখাইলেন, চিঠী পড়িয়া তিনি কি মনে করিলেন; সরমা তাহাও অনেক ক্ষণ চিন্তা করিল। সংসারে আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী— মন, প্রাণ, যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও যাহা লোকে পাইতে ইচ্ছা করে, এমন

জিনিশও আছে; কিন্তু, জগদীশ্বর, তুমি লোকের হস্ত এবং সেই আকাঙ্ক্ষার বস্তুর মধ্যে কত দুর্লঙ্ঘ্য নদনদী পর্ব্বত পারাবার ব্যবধান রাখিয়াছ! এজীবনে যাহা পাইব না তাহার প্রতি কেন এ দুর্দ্দমনীয় আবেগময় আকাঙ্ক্ষা?

সরমা মরিল না।
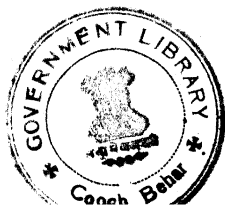
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আশা ও উদ্যোগ।

যে দিন পরীক্ষা শেষ হইল নগেন্দ্র সেই দিনই বাড়ীতে রওয়ানা হইল। বিমাতা, ভ্রাতৃবধূ, এমন কি, নগেন্দ্রের পিতাও নগেন্দ্রকে কিছু ভয় করিয়া চলিতেন। সে কাহারও সঙ্গে কোন বিষয় লইয়া ঝগড়া করিত না, কিন্তু তাহার স্থির দৃষ্টি, গম্ভীর ভাব দেখিয়া সকলেই কিছু নরম হইয়া চলিতেন। বিমাতা ও ভ্রাতৃবধূ নগেন্দ্রের নিকট যে পরিমাণ ভীরুতা দেখাইতেন, নগেন্দ্র বাড়ী হইতে গেলে তাঁহারা সরমার উপর তাহার চতুর্গুণ কঠোরতা প্রদর্শন করিতেন। নগেন্দ্র কলিকাতায় থাকে; কালেজে পাশ পাইয়াছে; বয়সেও সে ছেলে মানুষ নহে; বাড়ীর ভবিষ্যৎ ভরসার স্থল; সুতরাং বিমাতা এখন হইতেই তাহাকে মানিয়া চলিতেন। স্বামী পল্লীগ্রামবাসী, অক্ষম অশিক্ষিত; সুতরাং উজ্জ্বলা উপযুক্ত দেবরকে ভয় করিয়া চলিত। নগেন্দ্র বাড়ী আসাতে সরমা বিমাতা ও উজ্জ্বলার প্রকাশ্য তাড়না হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু সরমা নগেন্দ্রের কাছে কোন্ কথা বলে, কি জানায়, বধূ ও শাশুড়ী দিবারাত্রি তাহার অনুসন্ধান রাখিতেন।

সরমা দাদার কাছে বেশি কিছু বলিল না। কি বলিবে? কতলোকে কত কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু নিজের কষ্টের কথা বলিয়া কয়জন অন্তরঙ্গের মনে যন্ত্রণা দিতে চায়? কিন্তু নগেন্দ্র সকলই বুঝিতে পারিল। সরমার

অবেণীবদ্ধ রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ দেখিয়া বুঝিল; তাহার ভীত, চকিত দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিল; তাহার উৎসাহ উদ্যমশূন্য নীরব বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বুঝিল, তাহার জলভরপরিনম্র করুণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। বুঝিল, এ গৃহে সরমার তিষ্ঠান অসম্ভব। সুরেশ যে প্রস্তাব করিয়াছে, নগেন্দ্র তাহা সরমাকে জানাইল না। যে আশার তৃপ্তিপক্ষে শতবিঘ্ন আছে, তাহার ভরসা দিয়া অভাগিনীকে উজ্জীবিত করা সঙ্গত বিবেচনা করিল না। তবে সুরেশ যে ভাল আছে, পরীক্ষায় সে যে নিশ্চয় পাশ হইবে, তাহার যে চাকুরি যুটিয়াছে, তাহা বলিল। তার পর অতি স্নেহে, অতি আদরে, মৃদু দৃঢ়তার সহিত সরমাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। সরমা নীরবে কাঁদিল, মৌন হইয়া রহিল। তখন নগেন্দ্র সুরেশের কাছে কলিকাতায় চিঠি লিখিল।

"আগামী শুক্রবার রাত্রিতে আমরা রওয়ানা হইব, বর্দ্ধমান হইতে সকালে যে গাড়ী ছাড়ে সেই গাড়ীতে যাইব। শনিবার দশটার পূর্ব্বে বাসায় পৌঁছিব; প্রস্তুত থাকিবে। ইতি।"

বৃহস্পতিবার বিকাল বেলায় নগেন্দ্র সুরেশের চিঠি পাইল।

"আমি শুক্রবার রাত্রিতে বর্দ্ধমান পৌঁছিব। শনিবার সকালে আমাকে ষ্টেসনেই পাইবে। এক মাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়া বাড়ী ঠিক করিয়াছি, এক জন প্রাচীনা ঝি রাখিয়াছি। আমি আজ নিয়োগপত্র পাইয়াছি। ইতি।"

একয় দিন সরমা অতি সাবধানে দিন কাটাইল। মুক্তি নিকট, কিন্তু তাহার মনের ভাব বাড়ীর কেহ জানিতে পারিল না। বিমাতা ও বৌঠাকুরাণী একয় দিন শান্তমূর্ত্তি ধরিলেন। শুক্রবার বিকাল বেলায় নগেন্দ্র গ্রামে বেড়াইবার ছলে একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিতে গেল। সরমা হবিষ্যান্তে শয়নগৃহে বিশ্রাম করিতেছিল। শারীরিক বিশ্রাম, কিন্তু তাহার মনপ্রাণ বিষম ব্যস্ত সমস্ত! বাড়ী ঘর, পুকুর

বাগান, পিতা মাতা, উজ্জ্বলা বিনী, রেল পথ, কলিকাতা,—সুরেশচন্দ্র! কত কিছু, কতজনের কথা, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সরমা মাথা গরম করিয়া তুলিতেছিল। তেলিবৌ আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল ;—

"কি করিতেছ দিদিমণি ?"

অতর্কিত সম্বোধনে সরমা চমকিয়া উঠিল। তাহার নিয়ত মলিনশ্রী মুখ আকর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল। আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিয়া সরমা বলিল ;

"তেলিবৌ এসেছিস্, বোস্, বোস্।"

তেলিবৌর অনুসন্ধায়ী চক্ষু সকলই বুঝিল। এই মানসিক ব্যস্ততা, তাহা লুকাইবার বৃথা চেষ্টা—তেলিবৌ সহজেই বুঝিল ; মনে মনে কহিল ;—

"খাঁচার পাখি, উড়ু উড়ু করিতেছ! পালক যে কাটা পড়িয়াছে, তা বুঝিতে পারনি ?"

সরমা আবার বলিল ;—

"বোসছিস্ না যে, তেলিবৌ ?"

তেলিবৌ। "বসিব বৈ কি, বাছা, সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুখানি পা আর আছে কি ?"

সরমা। "তা তুই অত হাঁটিস্ কেন ?"

তেলিবৌ। "হাঁটিয়া খাটিয়া দুপয়সা না আনিলে চলে কিসে ? এই তো সকাল বেলা দত্তদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম ; তাহাদের ছোট বৌ ধরিয়া বসিল, তার বাপের বাড়ী পশ্চিম পাড়া যাইতে হইল। তার পর, বোসেদের বড় বৌ চিঠি লিখিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ডাক ঘরে দিয়া এই একবার তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

সরমা। "তেলিবৌ, তুই কিন্তু আমার বড় উপকার করিয়াছিস্!"

তেলিবৌ। "তোমার আবার কি উপকার করিলাম, দিদিমণি ?"

সরমা। "সেই যে সে দিন আমার চিঠি খানা ডাক ঘরে দিয়া ছিলি। ছোট দাদা সেই চিঠি পাইয়াইতো বাড়ীতে আসিয়াছেন।"

তেলিবৌ। "তা এটা আর উপকার কি? একখানা চিঠি ডাকঘরে দেওয়া বৈ ত নয়!"

সরমা। "তা, তেলিবৌ, তোর কোন উপকার তো আমার দ্বারা হইবে না; আমার জন্য যা করিস্, তা সুধু আপনা ভাবিয়াই করিবি।"

তেলিবৌ। "তবে বুঝি তোমাকে পর ভাবি? তা পরই বা না কেন? তোমরা ভদ্র লোকের মেয়ে; তোমাদের ঘর সংসার, মা বাপ, ভাই ভাইবৌ; আর আমি কি? তোমাদের দাসী বাঁদী হইলে আমাদের সম্মান। ছুটা মিষ্টি কথা বল, তাই তোমাদের বাড়ী ঘরে আসিতে সাহস পাই।"

সরমা। "তুই আর রহস্য করিস্ না। তা যাক্; যদি কখনও দিন—সে দিন আসিবেও না, আমার দ্বারা তোর কোন উপকারও হইবে না।"

তেলিবৌ। "একটা কথা মনে পড়িল, দিদিমণি। দত্তদের ছোট বৌ কলিকাতা হইতে কি এক রকম সুন্দর চুড়ি আনিয়াছে, তার নাম জানি না; জানিয়া আসিব। তা, দিদিমণি, তুমি যদি গঙ্গা স্নানে টানে কলিকাতা যাও, তা হলে আমার ভাইঝির জন্য সেই রকম এক জোড়া চুড়ি আনিতে হইবে।"

সরমা। "সে চুড়ির কি নাম, তা আমাকে বলিস্।"

তেলিবৌ যাহা জানিতে আসিয়াছিল, তাহা জানিল। নগেন্দ্রের চিঠি এবং সুরেশের উত্তর সকলই অনন্ত বাবু পাঠ করিয়াছিলেন; তথাপি অবস্থা জানার জন্য অনন্তবাবু তেলিবৌকে পাঠাইয়াছিলেন। তেলিবৌ আর দুই এক কথার পর তথা হইতে উজ্জ্বলার কাছে গেল।

তেলিবৌ । "বৌঠাকরুণ, তোমার ননদের আজ এভাব দেখিতেছি কেন ?"

উজ্জ্বলা । "কি ভাব দেখ্‌লি ?

তেলিবৌ । "কেমন যেন স্ফূর্ত্তির ভাব, হাসি হাসি মুখ !"

উজ্জ্বলা । "ছোট দাদাকে পাইয়াছে, তাই হাসি খুসি । লজ্জাখাকী দিন রাত দাদার কাণে মন্ত্র দিতেছে—কেবল আমার নিন্দা !"

তেলিবৌ । "কলিকাল কি না ? লোকের ভাল করিলে মন্দ সহিতে হয় ।"

উজ্জ্বলা । "কেন সহিব ? যাক্ দুদিন, 'প্রাণের দাদা' একবার কলিকাতা গেলে হয় ; তখন দেখিব ।"

তেলিবৌ । "ছোট দাদাবাবু কবে কলিকাতা যাইবেন ?"

উজ্জ্বলা । "ঠিক জানিনা, শুনিয়াছি সাত আট দিনের মধ্যেই যাইবে ।"

তেলিবৌ দেখিল, নগেন্দ্র যে সরমাকে লইয়া আজ রাত্রিতেই কলিকাতা যাইবে, বাড়ীর কেহ তাহা জানিতে পারে নাই । তেলিবৌ তার পর অনন্তবাবুর বাড়ীতে গেল ।

নবম পরিচ্ছেদ।

কুসুম ও কুলিশ।

নগেন্দ্রদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে বৃহৎ পুকুর। পুকুরের পূর্ব্ব ও উত্তর পারে আম কাঁঠালের বৃহৎ বাগান ; এই বাগান বাড়ীর উত্তর ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাড়ীর দক্ষিণ দিয়া বিস্তৃত সদর পথ। এই পথ পুকুর পারের বাগানের পূর্ব্ব দিক দিয়া বরাবর উত্তর মুখে গিয়াছে। খিরকীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পুকুর পারের বাগানে যাওয়া যায়। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা এই দরজা দিয়া পুকুরে যাইত ; স্নান, বাসন মাজা, জল আনা—সকল কাজ করিত। পুকুরের দক্ষিণ পারে সদর পথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ফুলের বাগান।

শুক্রবার দিন রাত্রি আটটার সময় পুকুরপারের উত্তরপূর্ব্ব কোণে বাগানের গাছপালার ছায়ায় একখানা ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল।

রাত্রি নয়টার সময় নগেন্দ্র আহারাদি করিয়া সরমার সঙ্গে দেখা করিল। একটা কার্পেটের ব্যাগে নিজের কয়েকখানা কাপড়, পুস্তক এবং সরমার দুই তিন খানা সাদা থানের ধুতি রাখিল। কয়েকটা টাকা নিজের পকেটে রাখিল। এমন সময় নগেন্দ্রের পিতা নগেন্দ্রকে ডাকাইলেন। যাইবার সময় নগেন্দ্র সরমাকে বলিল ; "একটুকু শুইয়া থাক্, রাত্রিতে গাড়ীতে ভারি কষ্ট হইবে। আমি শুনিয়া আসি।"

সরমা শয্যায় শয়ন করিয়া স্থিরচিত্তে দাদার প্রতীক্ষা করিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। তাহার হৃদয় শত প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল,—আকাঙ্ক্ষা নিরাশা, উৎসাহ অবসাদ, সুখ দুঃখ; চিন্তা ভয়, লজ্জা অভিমান! কখনও বা আশার স্নিগ্ধ সুরম্য আলো তাহার হৃদয়-কক্ষ উদ্ভাসিত করিতে লাগিল; কখনও বা নিরাশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে তাহার অন্তরক্ষেত্র বিভীষিকাময় হইতে লাগিল। ফুল্ল কুসুম সৌরভ-বাহী মৃদু মলয় স্পর্শে কখনও বা তাহার হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হইতে লাগিল; কখনও বা শিলাবজ্র সম্পাতভীষণ প্রবল ঝটিকাভিঘাতে সে হৃদয় সন্ত্রস্ত হইতেছিল।

নগেন্দ্র পিতার শয়ন ঘরে গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আলোর নিকটে অতি গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিলেন; ঘরে আর কেহ ছিল না। নগেন্দ্র উপস্থিত হইলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একখানা পত্র তাহাকে পাঠ করিতে দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল;—

"আপনি গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন এবং প্রাচীন। আপনার গৃহে, আপনার পরিবার মধ্যে কোন কলঙ্কের ঘটনা হইলে আমরা সকলেই মনোকষ্ট পাইয়া থাকি। একটী অতি ভয়ানক কথা আপনার নিকট লিখিতেছি; লেখকের প্রতি রাগ না করিয়া, যাহাতে লিখিত বিষয়ের প্রতিবিধান হয়, তাহা করিবেন।

আপনার বিধবা কন্যা সরমার সম্বন্ধে নানারকম কথা আমরা শুনিতে পাই। সে সমস্ত আপনাকে জানাইয়া আপনার মনে কষ্ট দিতে চাহি না। আপনার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছেন, বিশেষ সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার রীতিনীতি সমাজবিরুদ্ধ হওয়া বড় দুঃখের বিষয়। সুরেশ নামক তাঁহার একটী বন্ধুর সহিত বিধবা ভগিনীর পুনরায় বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া নগেন্দ্র বাড়ীতে আসিয়াছেন। অদ্য রাত্রিতে ভগিনীকে লইয়া গোপনে

কলিকাতা যাইবেন। বন্ধুটী বর্দ্ধমানে অপেক্ষা করিতেছেন। আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করিবেন। ইতি

জনৈক পরম শুভাকাঙ্ক্ষী।”

পত্র পাঠ করিয়া নগেন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল; নগেন্দ্র চক্ষে অন্ধকার দেখিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“চিঠি পড়িয়াছ?”

“পড়িয়াছি। কোন দুষ্টলোক, আমাদের কোন ভয়ানক শত্রু, সরমার সম্পূর্ণ মিথ্যা দুর্নাম করিয়া লিখিয়াছে। আপনি এ চিঠি কেমন করিয়া পাইলেন?”

“কেমন করিয়া পাইলাম,বলিয়া লাভ নাই; যে লিখিয়াছে, সে শত্রু কি মিত্র, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। সত্যকথা লিখিয়াছে কি না?

“সরমা সম্বন্ধে ভয়ানক মিথ্যা কথা লিখিয়াছে।”

“তুমি কি আজ রাত্রিতে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়াছ?”

নগেন্দ্র উত্তর দিতে বিলম্ব করিল; শেষে বলিল;—

“আজই যাওয়া স্থির করিয়াছি।”

“তোমার সঙ্গে সরমার যাইবার কথা আছে?”

নগেন্দ্রের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“সরমাও কি তোমার সঙ্গে যাইবে?”

“আমি তাহাকে সঙ্গে নিতে চাহিয়াছিলাম।”

“ভাল; গ্রহণটা আসিতেছে, সে একবার গঙ্গাস্নানটা করিয়া আসিত। তা আমাকে জানাও নাই কেন?”

“বলিতে সাহস পাই নাই।”

“বলিতে সাহস পাও নাই; না বলিয়া তাহাকে গোপনে লইয়া যাইতে সাহস করিয়াছ!”

নগেন্দ্র নিরুত্তর। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন ;—

"তুমি কলিকাতা অথবা অন্য যেখানে ইচ্ছা, যাও ; আজ রাত্রিতেই যাও। সরমা তোমার সঙ্গে যাইতে পারে না ; আমি সমাজছাড়া হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না।—সরমার সঙ্গে দেখা করার আবশ্যক নাই।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চিঠিখানি বালিশের নীচে রাখিলেন ; নগেন্দ্রের দিকে বিদায়দানসূচক দৃষ্টি করিয়া তামাক আনিবার জন্য ভৃত্যকে ডাকিলেন। নগেন্দ্র শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কঠোর ভর্ৎসনা করিতেন, তাহা হইলে নগেন্দ্র তত বিপর্য্যস্ত হইত না। পিতার প্রচ্ছন্নক্রোধোদ্দীপ্ত গম্ভীর মুখ দেখিয়া, অবিচলিত ধীর স্থির আদেশ শুনিয়া নগেন্দ্র একবারে স্তম্ভিত হইল ; তাহার মুখে বাক্য সরিল না। পিতা পুনরায় বলিলেন ;—

"যাও, সরমার সঙ্গে দেখা হইবে না। এ বাড়ীতে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হয়, কোন দিন বাড়ীতে আসিও ; না হয়, আসিও না।"

অবসন্ন দেহ, ঘূর্ণায়মান মস্তক লইয়া নগেন্দ্র বাহির বাড়ীতে আসিল। তখন চাঁদ উঠিতেছিল। ফুল বাগানে অল্প অল্প চাঁদের আলো পড়িয়াছিল। গাছের পাতা চিক্ চিক্ করিতেছিল। শীতল বাতাস বহিতেছিল। কোন কোন গাছে ফুল ফুটিয়াছিল। গাছের ডালে আঁধারে থাকিয়া দুই একটা কোকিল ডাকিতেছিল। নগেন্দ্র সেই বাগানে প্রবেশ করিয়া শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর বসিয়া পড়িল। কোথায় সেই চাঁদের আলো, কোথায় সেই শীতল বাতাস, কোথায় সেই ফুল্ল, ফুটন্ত ফুল! নগেন্দ্র ভাবিল, কি করিতে কি করিলাম ; খাল হইতে তুলিতে যাইয়া ভগিনীকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইলাম!—দেখা করিয়া, দুকথা বুঝাইয়া যাইব? কি বুঝাইব? কি আশা দিব?—অভাগিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিব?

নগেন্দ্র ফুলের বাগান পরিত্যাগ করিয়া সদর পথে গেল। শেষে চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বৰ্দ্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে বিমাতা ও ভ্রাতৃবধূ পাশের ঘরে থাকিয়া সকল কথা শুনিয়াছিলেন। এত রাত্রিতে নগেন্দ্রের ডাক! দুজনেই ব্যাপার কি জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া উভয়েই পিতা পুত্রের কথা শুনিলেন; কথার ভাবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্রোধ ও নগেন্দ্রের ভীতসঙ্কুচিত ভাব বুঝিলেন; নগেন্দ্রকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেও দেখিলেন। তখন শাশুড়ী স্বামিগৃহে প্রবেশ করিলেন চিঠিতে কি লেখা ছিল, উজ্জ্বলা তাহা জানিতে পারে নাই; কিন্তু তাহাতে যে সরমার বিশেষ নিন্দার কথা ছিল এবং গোপনে সরমাকে লইয়া যে আজ রাত্রিতেই নগেন্দ্রের কলিকাতা যাইবার কথা ছিল, উজ্জ্বলা তাহা বুঝিয়াছিল। তখন যথেষ্ট কল্পনা এবং অনুমানের সাহায্যে একটী পুর্ণ ইতিহাস রচনা করিয়া উজ্জ্বলা সরমার শয়ন গৃহের দিকে গেল।

বারান্দায় পদশব্দ শুনিতে পাইয়া সরমা বলিল;—

"দাদা এসেছ?"

উজ্জ্বলা উত্তর করিল;—

"দেরি আর সয় না যে, ও কালামুখি! দিন নাই, রাত নাই, এই জন্য বুঝি চিঠি লেখালেখি! সকল কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দেশ ভরিয়া কথা ছড়াইয়াছে। দাদা চলিয়া গিয়াছে; ঠাকুর বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। দাদার সঙ্গে চুপে চুপে কলিকাতা যাওয়ার পরামর্শ হইয়াছিল! কলিকাতায় গেলে সব দুঃখ যাইবে;—যে যা চায়, সেখানে গেলেই তা পায়! চোক্ খেয়ে বসে আছ, পোড়ামুখি, ঘরের কোণে পুকুর, দেখিতে পাও না; দড়ি কলসী খুঁজে পাও না!"—

উজ্জ্বলা আরও অনেক কথা বলিল। কথাস্রোতের মধ্যে জ্বলদগ্নি রাশি ঢালিয়া দিল। তাহার পর সে নিজ শয়ন গৃহে গেল।

ব্যাধনিক্ষিপ্ত-শাণিত-শরবিদ্ধা হরিণী যেমন নিভৃতে লতাগুল্মের অন্তরালে আশ্রয় লইয়া প্রাণান্ত প্রতীক্ষা করে; অভাগিনী সরমা তেমনি—মর্ম্মাহতা, বাক্যহীনা—শয্যাস্তরণে সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করিয়া শয্যার এক কোণে পড়িয়া রহিল।

জগদীশ্বর, তোমার এই বিচিত্র সংসারে কায়মনোবাক্যে কতজন মৃত্যু কামনা করে, তাহাদের প্রাণ বাহির হয় না; কিন্তু দশজনে যাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণ ধারণ করে,—বৃদ্ধ পিতার হাতের যষ্টি, মাতার চক্ষুর মণি, স্ত্রীর সর্ব্বস্ব—এমন লোকও সকলকে কাঁদাইয়া, নিজে কাঁদিয়া চলিয়া যায়!
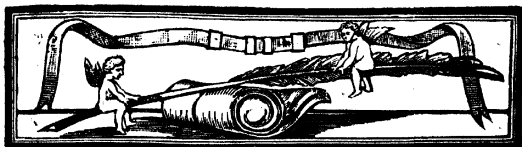
দশম পরিচ্ছেদ।

পতঙ্গ ও বহ্নি।

পর দিন সরমার যন্ত্রণা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। বিমাতা বালিশের নীচ হইতে চিঠিখানি সাময়িক প্রয়োজনে বাহির করিয়া উজ্জ্বলার সাহায্যে তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিলেন। তখন দুইজনে মিলিয়া উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে চোক্ চোক্ বাক্যবাণে সরমাকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন।

সে দিন মধ্যাহ্নে তেলিবৌ আসিল।

উজ্জ্বলা। "তেলিবৌ আসিয়াছিস্, বো'স, বো'স। নূতন কথা শুনিয়াছিস্?"

তেলিবৌ। "বোসেদের বড় বৌর কাণ্ড কাহিনীর কথা?"

উজ্জ্বলা। "মরুক্ গিয়া বোসেদের বড়বৌ! ঘরের যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, পরের খবর কে রাখে?"

তেলিবৌ। "তোমাদের ঘরে আবার কি যন্ত্রণা, বৌঠাকরুণ?"

উজ্জ্বলা তখন একে দশ করিয়া গত রাত্রের সকল ঘটনা বিবৃত করিল।

তেলিবৌ। "বল কি, বৌঠাকরুণ? এত দূর গড়াইয়াছে! তা তোমাদের বড় ঘরের কথা, কে জানে, আর কেই বা বলে? আমা-

দের গরীবের ঘরে এমন কেলেঙ্কারী হইলে তিলে তাল হইত; জাতি সমাজ যাইত; হাটে বাজারে ঢোল পড়িত!—ভদ্রলোকের মেয়ে, কুলের ঝি, দেখিতে শুনিতে অমন শান্ত; ভিতরে ভিতরে এতদূর!"

উজ্জ্বলা। "মিট্‌মিটে শয়তান, ঘর জালানে দড়! নেকি বাহিরে দেখান,—কত শান্ত, কত শিষ্ট; মুখে কথা নাই, চোক তুলিয়া চাওয়া নাই, ভিতরে ভিতরে—!"

তেলিবৌ। "চুপ কর, বৌঠাকরুণ; ঘরের কথা অমন করিয়া বলিতে হয়?—যাই, একবার দেখা করিয়া যাই। একরত্তি মেয়ে, তার সাহস কত!"

উজ্জ্বলা। "যা, দেখ্‌গিয়া; গাল ফুলিয়ে সাবিত্রী সাজিয়া বসিয়া আছে!—চোক্‌খাকীকে দড়ি কলসী আর পুকুর পারটা দেখাইয়া দিয়ে যাস্।"

উজ্জ্বলা এই কথাগুলি সরমাকে শুনাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিল।

তেলিবৌ তথা হইতে সরমার ঘরে গেল। সরমা শয্যায় শুইয়া ছিল, চক্ষুর জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতেছিল। তেলিবৌ ধীরে ধীরে শয্যার পাশে গেল, এবং অতি মৃদু মিষ্টস্বরে বলিল;—

"কি পাপে এঘরে জন্মেছিলে, দিদিমণি? মানুষের সৎমা ও হয়, ভাইবৌও থাকে; কিন্তু এমন সৎমা এমন ভাইবৌ তো দেখি নাই। বেলা গেছে, দিদিমণি, উঠ। কপাল মন্দ, কাঁদিয়া কি করিবে?"

সরমা বিষম মর্ম্ম বেদনায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; উঠিল না। তেলিবৌ বলিল;—

"এমন ভাইবৌও হয়! পরে রুষ্ট কথা বলিলে কোথায় তার দমন করিবে; না, যতরাজ্যের অনাসৃষ্টি কথা সাজাইয়া

ঘরের ঝির কুৎসা করিয়া বেড়াইবে ;—দড়ি কলসী দেখাইয়া দিবে !” তখন সরমা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল ;—

“তেলিবৌ, বলিস্, দড়ি কলসী আর দেখাইয়া দিতে হইবে না।”

তেলিবৌ। “সে কি, দিদিমণি ?”

সরমা। “বৌঠাকুরাণী আত্মীয়ের কাজ করিয়াছেন। অন্ধকারে যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই তো আত্মীয়। যন্ত্রণা হইতে মুক্তির তো উপায় দড়ি আর কলসী ! আজ হউক, কাল হউক, সেই পথই ধরিব।”

তেলিবৌ। “অমন কথা বলিতে নাই, মনে ভাবিতে নাই !—বলি, ছোট দাদাবাবু কি তোমাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল ?”

সরমা। “তেলিবৌ, সে কথা আর তুলিস্ না।”

তেলিবৌ। “তুমি চলিয়া গেলে ঘরের শতকোটি খুটিনাটি কাজ কে করে ? ছেলে মেয়ে কে টানে ? তোমার যে ভাইবৌ ! কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিল ; তাই তোমার যাহাতে যাওয়া না হয়, তার ফন্দি করিয়াছে।”

সরমা। “আমিও সব ঠিক করিয়াছি।”

তেলিবৌ। “আত্মহত্যা ! দিদিমণি, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে ; ও কথা মুখে আনিতে নাই, মনে ভাবিতে নাই। কলিকাতায় ছোট দাদা বাবু কি মনে করিবেন ?—আর কোন উপায় কি নাই ?”

কলিকাতা, দাদাবাবু,—! অভাগিনীর কৃতনিশ্চয় হৃদয় পুনরায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল ; বলিল ;—

“কি উপায় আছে ?”

তেলিবৌ। “কেন দাদাবাবুর কাছে যাওয়াই তো ইচ্ছা ?”

সরমা। “আর ইচ্ছা নাই।”

তেলিবৌ। "ইচ্ছা আছে; উপায় দেখিতেছ না।"

সরমা কথা বলিল না।

তেলিবৌ। "আমি অনেকবার তোমাকে বলিয়াছি, যদি কোন দিন কোথায়ও যাইতে ইচ্ছা হয়, সঙ্গে যাইবার মানুষ না পাও, আমাকে জানাইও। কলিকাতায় যাইবে, তাহার জন্য চিন্তা? আজই আমি তোমাকে লইয়া যাইব। ভয় কি, দিদি? সেখানে তোমার দাদার বাড়ীর ঠিকানা তো জান?"

তার পর তেলিবৌ সরমাতে আরও অনেক কথা হইল।

আত্মহত্যা বড় কঠিন কাজ। যে ব্যক্তি অহর্নিশি মৃত্যু কামনা করে, হাতের কাছে দড়ি কলসী পাইলেও সে তাহা গলায় বাঁধিয়া সহজে জলে ঝাঁপ দেয় না। স্বভাবনম্রা, ভীরুহৃদয়া সরমা মিষ্ট কথায়, মুক্তির আশায় অগ্র পশ্চাৎ ভাবিল না। মর্ম্মপীড়িতা অভাগিনী পিতার গৃহ ছাড়িয়া বিশ্বাসী সুহৃদ তেলিবৌর সঙ্গে কলিকাতা যাইতে স্বীকার করিল।

রাত্রিতে বাবুদের বাড়ীর ঘড়িতে যখন বারটা বাজিবে, তখন সরমা খিরকির দরজায় যাইয়া তেলিবৌর সঙ্গে মিলিত হইবে, সদর পথে ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করিবে; বর্দ্ধমান হইয়া রেল পথে কাল সকালে কলিকাতা!

যাইবার সময় তেলিবৌ গোপনে উজ্জ্বলাকে বলিয়া গেল;—

"রকম ভাল নহে; পাখী উড়ু উড়ু হইয়াছে; একটু দৃষ্টি রাখিও"

উজ্জ্বলা বলিল;—

"চিন্তা নাই; ডানা ভাঙ্গা পড়িয়াছে।"

তেলিবৌ তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া স্মিতমুখে, চঞ্চল চরণে অনন্ত বাবুর বাড়ীর দিকে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুবর্ণ ও অগ্নি।

কলিকাতা; জোড়াসাঁকো,—রোড,—নম্বর বাড়ী। রাস্তার উপরে দ্বিতল প্রশস্ত ঘর। ঘরের মেজে মাদুরে আচ্ছাদিত; তাহার উপর কার্পেটের গালিচা—সুরঞ্জিত, সুকোমল; এক পাশে সুন্দর খাট, তাহার উপর পুরু গদি, দুগ্ধশুভ্র আস্তরণ, মক্‌মলের বালিশ; উপরে রেশমের মশারি; নীচে রূপার পিকদানী; নিকটে চৌকিতে পাণের বাটা। দেরাজের উপরে স্বর্ণোজ্জ্বল ফ্রেমে সুবৃহৎ আরশী, কত গন্ধদ্রব্য, সুচিক্কণ চিরুণী, মুখশ্রী-উজ্জ্বলকারী সুগন্ধি শ্বেতচূর্ণ, সুরঙ্গ সুবাসিত তৈলপূর্ণ বোতল। নিকটে আলনায় রুমাল, তোয়ালে; ঢাকাই, শান্তিপুরে, ফরাসডাঙ্গার কত রকম সাড়ী; আলনার পদতলে স্ত্রীজনপদযোগ্য ক্ষুদ্র, মসৃণ, সুদৃশ্য শ্লিপার। সুচিত্রিত দেয়াল; তাহাতে দেয়ালগিরি, উপরে মনোমুগ্ধকর বিলাস-চিত্র, মহাসুরভি ফুলের মালা প্রতি ডাল হইতে বিলম্বিত। মধ্যস্থলে শ্বেত প্রস্তরের টেবিল; তাহার উপর মূল্যবান্ আধারে পুষ্পগুচ্ছ, লেখনি, মস্যাধার, আবলুসের ক্ষুদ্র বাক্সে চিঠির কাগজ, চিঠির খাম; নিকটে বহুমূল্য আলোকাধার।

ভোগবিলাসের লীলাক্ষেত্র এই প্রকোষ্ঠের এক কোণে, যেখানে গালিচার আস্তরণ ছিল না, যেখানে জানালার আলো সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রতিভাত হইতেছিল, সেই কোণে বসিয়া এক বালিকা স্ত্রীমূর্ত্তি। পরিধানে থানের মলিন ধুতি, মস্তকে অসংযত রুক্ষ কেশরাশি আবরিত করিয়া আসীমন্ত বস্ত্রাঞ্চল, চক্ষুতে চকিত ভীত দৃষ্টি, শূন্যকরকর্ণকণ্ঠা সরমা নয়নজলে গণ্ড, বক্ষ, পদপ্রান্ত অভিষিক্ত করিতেছিল।

তেলিবৌ সেই ঘরে উপস্থিত হইল।

সরমা। "তেলিবৌ, কখন্ আমি সে বাড়ীতে যাইব? বেলা যে অনেক হইল।"

তেলিবৌ। "আহা দিদিমণির ক্ষুধা পাইয়াছে!"

সরমা। "না তেলিবৌ, ক্ষুধা পায় নাই। এবাড়ী ছোটদাদাদের নয় জানিয়া তখনি আমি যাইতে চাহিয়াছিলাম; তুমি বলিলে, এবাড়ী তোমার আপনার লোকের, একটু আরাম করিয়া তথাতে আমাকে লইয়া যাইবে। আমরা তো দুই ঘণ্টা কলিকাতা আসিয়াছি। কলেজ ষ্ট্রীট কত দূর?"

তেলিবৌ। "অনেক দূর, সহরের আর এক পাশে। এতো পাড়া গাঁ নয়; কলিকাতা সহর; একপাশ হইতে আর এক পাশ দিনের পথ।"

সরমা। "তবে, তেলিবৌ, এখন আমাকে লইয়া চল্; দাদা গাড়ী ভাড়া দিবেন।"

তেলিবৌ। "অত অধীর হইও না; এত কোন অস্থানে পড় নাই। দু এক দিন এখানে থাক, তার পর ইচ্ছা হয়, সেখানে যাইও।"

সরমা। "এখানে থাকিব! বল কি, তেলিবৌ? আমার প্রাণ যে চমকিয়া উঠে। এ কার বাড়ী, আমি এখানে কেন থাকিব?"

তেলিবৌ। "তোমাকে আগেই বলিয়াছি। এবাড়ী আমার আপনা লোকের। তোমার কোন চিন্তা নাই, দিদিমণি।"

সরমা। "চিন্তা নাই! ভয়ে যে আমি অস্থির হইতেছি। তেলিবৌ, তুই আমার মাতৃতুল্য; আমাকে শিগ্‌গীর করিয়া দাদার কাছে লইয়া চল্।"

তেলিবৌ। "আমি কি তোমাকে পর ভাবি, দিদিমণি! এত কষ্ট করিয়া তোমাকে লইয়া আসিয়াছি; যাহাতে তোমার ভাল হয়, কোন কষ্ট না হয়, আমি তাই করিব। এই ঘর বাড়া, খাট বিছানা, কাপড় চোপড় যত কিছু,—সকলই তোমার জন্য।"

সরমা। "তেলিবৌ, তেলিবৌ——"

তেলিবৌ। "কেন এ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিবে?"

তেলিবৌ একখানা শান্তিপুরে বুটাদার সাড়ী আলনার উপর হইতে আনিল। ধীরে ধীরে সরমার মাথার কাপড় সরাইয়া আলুলায়িত কেশ রাশিতে হাত দিয়া বলিল;—

"তেল মেখে দি, দিদিমণি, স্নান করিবে।"

সরমা। "আমি স্নান করিব না, খাইব না। তেলিবৌ, আমাকে শীঘ্র দাদার বাড়ীতে লইয়া চল। তোমার পায়ে পড়ি, তেলিবৌ, আমি এক দণ্ডও এখানে থাকিব না।"

এমন সময় মাণিকলাল চাকর বাহিরে সাড়া দিল।

তেলিবৌ। "ভয় কি, দিদিমণি? যা'তে তোমার সকল কষ্ট যায়, তা করিব। তুমি স্থির হইয়া বসো। না হয়, দিদি, এই এদিকে এস, বিছানা পাতা রয়েছে, একটুকু শুয়ে থাক। আহা, এ কচি বয়সে কত কষ্ট আর সহিবে! এস, এস।"

সরমা নড়িল না; কাপড় চোপড় সারিয়া আরও কোণের দিকে জড়সর হইয়া বসিল।

তেলিবৌ। "ভয় করিও না, দিদি, তোমার মন্দ আমি করিব? বসো, আমি আসিতেছি।"

তেলিবৌ বাহিরে গেল। মাণিকলাল বলিল,—"জামা তো ঠিক করিতে পারিলাম না; তিনটা আনিয়াছি, যেটা খাটে, রাখ।"

সাচ্চা শলমা চুম্‌কীর কাজ করা সিল্কের তিনটা জ্যাকেট মানিকলাল তেলিবৌর হাতে দিল।

তেলিবৌ। "ঔষধ যে ধরে না; পাখী পোষ মানে না। অনেক দেখিয়াছি, এমন দেখি নাই। কিছুতেই পড়ে না!—কি করি—"

(সুমতি কি সময় পাইল?)

মাণিক। "তা তুমি জান; এ কাজে আমি না।"

তেলিবৌ। "যখন একবার হাত দিয়াছি, তখন অল্পে ছাড়িব না। এই পাড়াগেঁয়ে কচি খুকির নিকট হার মানিব?"

(না, কুমতির পূর্ণ অধিকার!)

তেলিবৌ জামা তিনটী লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

সরমা। "তেলিবৌ, এখন চল্; অনেক বেলা হইল। তোর পায়ে পড়ি, এখন চল্।"

তেলিবৌ। "তা যেও এখন, এত ব্যস্ত হইলে কেন? দেখ দেখি, দিদিমণি, এর কোনটা তোমার গায়ে ভাল সাজে।"

তেলিবৌ তিনটা জামা-ই খুলিয়া সরমার সম্মুখে ধরিল। সরমা বলিল;—

"কখনো কি আমাকে জামা পরিতে দেখিয়াছিস্ তেলিবৌ?—আমি——

তেলিবৌ। "তা মানুষের সকল কালই কি সমান যায়? এস, দিদি; তা এখন তো আর পরিবে না; এখন একটুকু গায় দিয়ে দেখ, কোন্‌টা তোমার গায় ঠিক লাগে।"

সরমা। "তেলিবৌ, তোকে আমি মা বলিয়া ডাকিয়াছি, তুই আমার মা; আমাকে শিগ্‌গীর করিয়া এখান থিকে লইয়া যা। আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমি দু চোখে অন্ধকার দেখিতেছি।"

তেলিবৌ। "আহা, দিদিমণি, তাতো হবেই। কাল সারা রাত্রি অনিদ্রা; আজ এত বেলা স্নান আহার নাই। তা তুমি বসো। আমি কিছু খাবার জোগাড় করিয়া আসি। স্নান করিয়া কিছু খাও; তোমার ইচ্ছা হয়, তোমায় রাখিয়া আসিব।"

সরমা। "আমার স্নানাহারে কাজ নাই, তেলিবৌ, এখনি যাব।"

তেলিবৌ। "আমার বিলম্ব হইবে না। তোমরা ভদ্র ঘরের লোক, তোমরা তো বাজারে-মেঠাই খাইবে না, আমি কিছু ফল মূল সন্দেশ লইয়া আসি।"

সরমা। "আমি——"

তেলিবৌ। "আমি এই আস্‌চি।"

তেলিবৌ চলিয়া গেল। ঘরের বাহিরে দরজায় কুলুপ আঁটিয়া গেল। সরমা উঠিয়া দাঁড়াইল; ঘরের মূল্যবান সাজসজ্জার দিকে তাকাইল না। তাহার মনে ঘোর ভয়, ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত। কোথায় আসিলাম, কেমন করিয়া পলাইব! পল্লীগ্রামের মেয়ে, ছল চাতুরী জানে না, সাহস কম। জানালার নিকট দাঁড়াইয়া খড়খড়ির অন্তরাল দিয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টি করিল। কত লোক যাইতেছে, আসিতেছে; কথা বলিতেছে, চীৎকার করিতেছে; হাসিতেছে, ঝগড়া করিতেছে। হরি! হরি! অভাগিনী কাহাকেও চিনে না; কাহাকে ডাকিবে, কে উদ্ধার করিবে? ভয়ে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই; চীৎকার করিতে চাহিল, মুখে স্বর ফুটিল না। অভাগিনী তখন ঘরের এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল, ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। চক্ষুতে অশ্রু নাই, মুখের ভাব ভীতিজনক; সরমা কি পাগল হইল?

এমন সময় কে যেন ভিতরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার খড়খড়ি উচু করিল। ভয়ে সরমা কোণের দিকে পলাইল। কে যেন বলিল ;—

"ও গো ঘরে কে গা ?"

সরমা উত্তর দিল না।

আবার বাহির হইতে কে যেন বলিল ;—

"তুমি কে গা ?"

কথার স্বরে সরমা বুঝিল—এ স্ত্রীলোক ; প্রায় প্রাচীনা। প্রাচীনার স্বর কর্কশ নহে, স্বরে যেন একটুকু মায়া আছে, একটুকু যেন দয়া আছে। সরমা সাহস করিল, একটুকু অগ্রসর হইল, বলিল ;—

"মা, আমি অসহায়া বালিকা ; মা, আমাকে বাঁচাও।"

প্রাচীনা। "তুমি কি আজ এবাড়ীতে আসিয়াছ ? কোথা হইতে আসিয়াছ ?"

সরমা। "কলিকাতায় আমার দাদা আছেন। আমাকে তাঁহার কাছে আনিবে বলিয়া তেলিবৌ আমাকে এখানে, এবাড়ীতে আনিয়াছে। আমাদের বাড়ী কাঞ্চনপুর, বৰ্দ্ধমান। মা, তুমি আমার মা, আমি তোমার সন্তান, আমাকে বাঁচাও, মা।"

প্রাচীনা। "কাঞ্চনপুর! এবাড়ীতে তুমি ইচ্ছা করিয়া এস নাই ?"

সরমা। "না, মা ; আমার সহোদর ভাই দাদার কাছে আসিব বলিয়া কলিকাতা আসিয়াছি।"

প্রাচীনা। "এ বাড়ীতে থাকিবে না ?"

সরমা। "না, মা ; এক দণ্ডও না।"

প্রাচীনা। "তেলিবৌ তোমাকে আনিয়াছে ?"

সরমা। হাঁ ; এখন আমাকে রক্ষা কর, মা।"

বৃদ্ধা তখন খড়খড়ি বন্ধ করিয়া বলিল ;—"হা হতভাগি, তাই বলিতেছিলি—'ঔষধ যে ধরে না, পাখী পোষ মানে না!' তোর পাপের

ভরা এখনো পূর্ণ হয় নাই! কত লোককে তুই এমন করিয়া ডুবাইবি!” —পরে খড়খড়ি উচু করিয়া বলিল ;—

“বাছা, তোমার দাদা কোথায় থাকে ?”

সরমা। “কলেজ ষ্ট্রীট,—নম্বর বাড়ী। মা, আমাকে রক্ষা কর। এ বাড়ী কোন রাস্তায়, কত নম্বর ?”

প্রাচীনা। “এ বাড়ী জোড়াসাঁকো,—রোড,—নম্বর। আমার মনে থাকিবে না ; তোমার দাদার কাছে কিছু লিখিয়া দাও, বাড়ীর নম্বর লিখিও।”

সরমা টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ দেখিয়াছিল, তাড়াতাড়ি লিখিল ;—

“দাদা, আমাকে উদ্ধার কর। তোমার কাছে আনিবে বলিয়া তেলিবৌ আমাকে জোড়াসাঁকো—রোড,—নম্বর বাড়ীতে আজ সকালে আনিয়াছে। এ বাড়ীর সম্মুখে জলের কল, একটা মিঠাইর দোকানও আছে। লাল রঙ্গের বাড়ী। এখনি এস।

অভাগিনী সরমা।”

শিরোনামায় নগেন্দ্রের নাম, রাস্তা ও বাড়ীর নম্বর লিখিয়া প্রাচীনার হাতে দিল, বলিল ;—

“আমি তোমার পেটের সন্তান, আমাকে বাঁচাও, মা। গাড়ী করিয়া যাও ; গাড়ীভাড়া দাদা দিবেন।”

প্রাচীনা। “বাছা, আমি চলিলাম। সাবধান, এ বাড়ীতে কিছু খাইও না ; জল টুকুও মুখে দিও না। জলের মধ্যেও বিষ থাকে ; বিষের চেয়েও ভয়ানক জিনিশ থাকে, তাহাতে নেশা হয়। সাবধান, সাবধান! আমি চলিলাম।”

প্রাচীনা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সরমা সদ্য পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় সেই ঘরে ছটফট করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ?

প্রাচীনা দ্বিতল হইতে নামিয়া যখন বহির্দ্বারে গেল, মাণিকলাল তাহাকে বাহিরে যাইতে বারণ করিল। তেলিবৌ বাহিরে যাইবার সময় মাণিককে বলিয়া গিয়াছিল,—কেহ যেন বাড়ী হইতে বাহিরে চলিয়া না যায়। প্রাচীনা তাহার নিষেধ শুনিয়া হাসিল। তেলিবৌ প্রাচীনাকে পাগ্‌লী বলিয়া ডাকিত, মাণিক তাহা শুনিয়াছিল, বিশেষতঃ প্রাচীনার স্কন্ধে গামোছা দেখিয়া তাহার গঙ্গাস্নান বারণ করিতে ইচ্ছা করিল না। মাণিকের বিশ্বাস,—সরমা কোনরূপে বাড়ী হইতে চলিয়া না যায়, তেলিবৌ সেই জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া গিয়াছে।

পাগ্‌লী—আমরা তাহাকে প্রাচীনা বলিতেছি—প্রাচীনা নহে; তাহার বয়স চল্লিশের উপরে হইবে না। তাহার জীবনী এক ইতিহাস, আমরা তাহা এখানে লিখিতেছি না। এক রাত্রিতে লোক পক্ককেশ হইতে পারে; এক দিনের মানসিক যন্ত্রণায় লোক আমরণ ক্ষুণ্ণ ক্ষীণ হইয়া থাকে; এক দিনের স্মৃতি মনে আজীবন জীবন্ত থাকিতে পারে। আর, আমাদের এমনি সমাজ যে, পিচ্ছিল পথে অতি সন্তর্পণে, অতি সাবধানে চলিতে চলিতেও যদি এক দিন কোন রমণীর পদস্খলন

হয়, নিজের দোষে নহে, নিজের ইচ্ছায় নহে—বিশ্বাসী বলিয়া, সুহৃদ্ বলিয়া যাহার মুখের দিকে চাহিয়া চলে, সেই সুহৃদই যদি বলপ্রয়োগে পঙ্কে ফেলিয়া দেয়, সমাজে আর তাহার স্থান নাই; অনুতাপ প্রায়শ্চিত্তে আর তাহার পরিশুদ্ধি নাই; গঙ্গার পবিত্র জলে আর তাহার পঙ্কলেপ ধৌত হয় না!

পাগ্‌লীর তাহাই ঘটিয়াছিল! তাহার নাম পূর্ণা, সে তন্তুবায় কন্যা। কাঞ্চনপুরের নিকট এক গ্রামে তাহার পিত্রালয়। কাঞ্চনপুরে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বার বৎসর বয়সে অভাগিনী বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে থাকে; অনেক কষ্টে, অনেক যন্ত্রণায় থাকে; শারীরিক, মানসিক বাচনিক নানা যন্ত্রণা, যন্ত্রণা শেষে অসহ্য হয়। তেলিবৌ সে গ্রামে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিত। শ্বশুরালয়ে পূর্ণার স্বামীর এক বৃদ্ধা পিসী ছিল। পূর্ণা তাহার আশ্রয়ে কাঞ্চনপুর আসিল। তখন তাহার বয়স ২২ কি ২৩ বৎসর। তেলিবৌ প্রতিবেশিনী। তেলিবৌ তাহাকে বড় যত্ন করিত, বড় ভাল বাসিত, সময় সময় অযাচিতভাবে তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব দুর করিত; বলিয়া কহিয়া এপাড়া ওপাড়া বেড়াইতে লইয়া যাইত। একবার বাবুদের বাড়ীতে যাত্রাগান শুনাইবার জন্যও তাহাকে লইয়া গিয়াছিল।

একবার গঙ্গাস্নানের কি একটা বড় যোগ আসিল। কাঞ্চনপুর এবং তাহার পার্শ্বস্থ বহু গ্রামের বহুলোক দলে দলে সে বার গঙ্গাস্নানে গেল। মহাসুহৃদ তেলিবৌ পূর্ণার পুণ্যকার্য্যের সহায় হইল। বৃদ্ধা পিসী স্থবিরা, প্রায় চলৎ শক্তিহীন, সে যাইতে পারিল না। বড় বেশি হইলে ফিরিয়া আসিতে পূর্ণার পাঁচ দিন হইবে। তেলিবৌর কথায় ঐ পাঁচ দিনের জন্য বৃদ্ধার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আর এক জন প্রতিবেশিনী গ্রহণ করিল। পাঁচ দিন বৈত নয়, এমন সুযোগ কি আর ঘটিবে? একটা ডুব দিয়া আসি।—বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া, যত্নরক্ষিত তুলসীতলায়

দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া আশ্বস্তচিত্তে পূর্ণা গঙ্গা-স্নানে কলিকাতায় গেল।

কলিকাতায় কোথায় কাহার বাড়ীতে উঠিবে? সুহৃদ তাহাকে পরিচিত এক বাড়ীতে লইয়া গেল। অকলঙ্কশুভ্রকুসুমহৃদয়া পূর্ণা সেই পুণ্যযোগে পবিত্র গঙ্গাস্রোতে স্নান করিয়া আপনাকে মহাভাগ্যবতী মনে করিল। তখন বিকাল বেলা, বাসায় আসিয়া সুহৃদ তাহাকে সুখাদ্য সন্দেশ আহার করিতে দিল। পথকষ্ট, রেল গাড়ীর কষ্ট; পূর্ণা তাহার পর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল। সারা রাত্রি নিদ্রা, তন্দ্রা, স্বপ্নাবেশে কাটিয়া গেল। অভাগিনী প্রভাতে জাগিয়া দেখিল,—তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; তাহার সেই ছিন্ন মলিন বসনাঞ্চলবদ্ধ, রোগ-শোকদুঃখে অনিদ্রাঅনাহারে অবিক্রিত মহামূল্য রত্ন হারাইয়াছে; জ্ঞানোদয় কাল হইতে কায়মনোবাক্যে বহুযত্নে রক্ষিত মণিনিধি নিষ্ঠুর দস্যু কর্তৃক বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। তখন অমানুষিক বিকট এক আর্ত্ত চীৎকারে সেই পাপ পুরী বিকম্পিত করিয়া অভাগিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তিন দিন তাহার চেতনা হইল না। যখন চেতনা হইল, তখন তাহার চক্ষুতে বিভ্রম দৃষ্টি, আর মুখে সময়ে সময়ে হৃদয়ভেদী অব্যক্ত আর্ত্তনাদ। তখন তাহার ভয়ানক জ্বর হইল। অনন্তবাবু ও তেলিবৌ তাহার চিকিৎসা শুশ্রূষা করাইল। সেই জ্বরে তিন মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া পূর্ণা উঠিল; কিন্তু আর সে রূপ, দেহ, শক্তি, মন পাইল না। সে বৃদ্ধা হইয়া উঠিল; তাহার মাথার চুল পাকিয়াছে, শরীরের মাংস লোল, চর্ম্ম শ্লথ হইয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, হস্তপদ অলস হইয়াছে; তাহার মন অব্যবস্থিত হইয়াছে। সে আজ চৌদ্দ পোণের বৎসরের কথা। সেই হইতে বৎসরে প্রায় ছয় মাস সে পাগল! যখন পাগল থাকে তখন বাড়ী হইতে বাহির হয় না, কাহারও সঙ্গে বড় কথা বলে না। কেহ কিছু দিলে, বড় ক্ষুধা পাইলে খায়; নতুবা অনাহারে

থাকে। ক্বচিৎ নিদ্রা যায়, কেবল দিবারাত্রি আপন মনে কি যেন বলে, আর সময় সময় সেই অব্যক্ত অস্ফুট আর্ত্তনাদ। যখন ভাল থাকে, তখনও নিদ্রা কম, কথা কম, এক বেলা আহার, দুই বেলা গঙ্গাস্নান।

পূর্ণা আর কাঞ্চনপুর গেল না। রোগশয্যা হইতে উঠিয়া শুনিল যে, তাহার অভিভাবিকা পিসীর মৃত্যু হইয়াছে। কাহার কাছে যাইবে? কোথায়ই বা যাইবে? তেলিবৌ অনন্তবাবুকে বলিয়া সেই বাড়ীতেই তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিল। দুই তিন বৎসর পূর্ণা সেই বাড়ীতেই থাকিল। পরে জোড়াসাঁকোতে অনন্তবাবু যখন একটা নূতন বাড়ী ক্রয় করিলেন, তখন পূর্ণাকে সেই বাড়ীতে নীচের একটী ঘরে থাকিতে দিলেন। অন্নাচ্ছাদনের জন্যও কিছু কিছু দিতেন। পূর্ণা সেই হইতে সেই বাড়ীতেই থাকে। সে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইত না, দুই এক জন দ্বারবান তথায় থাকিত। প্রয়োজন বশতঃ অনন্ত বাবু সময় সময় সে বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন। কিন্তু পূর্ণার সঙ্গে তাঁহার প্রায় দেখা হইত না। এ বাড়ী ব্যতীত কলিকাতায় তাঁহার আরও বাড়ী ছিল।

লোকে পূর্ণার পরিচয় কিছু জানিত না; সকলে তাহাকে পাগ্‌লী বলিয়া ডাকিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাল্ ও কলিকাতা।

পূর্ণা রাস্তায় বাহির হইয়া দ্রুতপদে দক্ষিণ মুখে চলিল। তাহার শরীরে যেন বল আসিয়াছে; মনের বহুদিনের নষ্ট তেজ যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল;—কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে না। একখানা গাড়ী যাইতেছিল; গাড়োয়ানকে ডাকিল, সে গাড়ী ফিরাইল না, চলিয়া গেল। পূর্ণার যে বেশ, তাহাকে দেখিয়া সে যে ভাড়ার পয়সা দিতে পারিবে গাড়োয়ানের এ বিশ্বাস হইল না। পূর্ণা অগ্রসর হইতে লাগিল। আর একখানা গাড়ী দেখিয়া তাহার চালককে ডাকিল।

চালক। "তুমি পয়সা দিতে পারিবে?"

পূর্ণা। "পারিব।"

চালক। "কোথায় যাইতে হইবে?"

পূর্ণা। "কালেজ ষ্ট্রীট,—নম্বর বাড়ী।"

গাড়োয়ান স্বীকার করিল। পূর্ণা সেই গাড়ীতে উঠিয়া কালেজ ষ্ট্রীটে গেল। গাড়োয়ান অনুসন্ধানে বাড়ী ঠিকানা করিল। তখন

বেলা একটা হইয়াছে। কাজকৰ্ম্ম সারিয়া ঝি বাসায় যাইবে, এমন সময় গাড়ীর ভিতর হইতে পূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল ;—

"ওগো, এ বাড়ীতে নগেন্দ্রবাবু কেহ আছেন ?"

ঝি। "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?"

পূর্ণা। "জোড়াসাঁকো,—হইতে আসিতেছি।"

ঝি। "ওগো, তবে এ বাড়ীর নগেন্দ্রবাবু নয়। এ বাবু তেমন ছেলে নয় গো।"

পূর্ণা। "এটা—নম্বর বাড়ী না ?"

গাড়োয়ান। "এই তো—নম্বর বাড়ী ;—পাগল নাকি ?"

পূর্ণা। "এই নগেন্দ্র বাবুই বটে ; একবার ডাকিয়া দাও না, গা।"

ঝি। "মর্ পোড়ামুখি, নগেন্দ্র বাবু তোদের ওদিকে যায় না ; তুই চলে যা।"

বাড়ীর সম্মুখে গোলমাল শুনিয়া নগেন্দ্র উপরের বারান্দা হইতে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কে ডাকিতেছ নগেন্দ্রবাবুকে ?"

ঝি। "বাবু, তুমি শুনিও না। কলিকাতা সহর, কত অলক্ষ্মী, ডাইনে মানুষ ডাকিয়া নেয়, তা কি শোন নাই ?"

পূর্ণা। "ওগো বাবু, নগেন্দ্র বাবুর নামে একখানা চিঠি আছে, তাঁহাকে ডাকিয়া দাও।"

নগেন্দ্র। "চিঠি আছে ?—ও ঝি, চিঠিখানা আন তো।"

ঝি। (পূর্ণার দিকে চাহিয়া) "চিঠি আনিয়াছিস্ ? দে।—হত-ভাগীরা লেখা পড়াও শিখিয়াছে !"

ঝি চিঠি লইয়া উপরে গেল। চিঠি পাঠ করিয়া নগেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চটিজুতা ছাড়িয়া বাহিরের জুতা পরিল, একটা

জামা পরিল, উড়ুনি লইবার সময় পাইল না ; বালিসের নীচে কয়েকটা টাকা পয়সা ছিল, তাহা পকেটে লইল ; এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে নীচে আসিয়া সেই গাড়ীতে উঠিল ; জোরে হাঁকাইতে বলিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

বুদ্ধিমতী ঝি নগেন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিত ; সে গালে হাত দিয়া ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিল ; ভাবিল ;—"হইল কি ?—কলিকাল ! কলিকাল !"

গাড়ী—ষ্ট্রীটে গেল ; সেখানে—স্কুল। নগেন্দ্র সুরেশের কাছে গেল, সুরেশ সেই স্কুলের পোষাকেই নামিয়া আসিয়া নগেন্দ্রের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল।

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল ;—

"এখন কোথায় যাইতে হইবে ?"

নগেন্দ্র। "জোড়াসাঁকো,——ষ্ট্রীট।"

গাড়োয়ান। "কত নম্বর ?"

নগেন্দ্র। "———নম্বর।"

গাড়োয়ান। "লাল রঙ্গের বাড়ী ?"

নগেন্দ্র। "হাঁ, লাল রঙ্গের বাড়ী। সে বাড়ী জান ?"

গাড়োয়ান। "সাম্‌নে জলের কল ?—সে বাড়ী জানি। আজ হাবড়া হইতে সে বাড়ীতে সোয়ার আনিয়াছি।"

নগেন্দ্র। "হাবড়া হইতে সোয়ার ?—কে কে আসিল ?"

গাড়োয়ান। "আমি চিনি না। একজন পুরুষ, বোধ হয় চাকর ; আর দুই জন স্ত্রীলোক।"

নগেন্দ্র। "হাবড়া হইতে বরাবর এই বাড়ীতে আসিয়াছে ?"

গাড়োয়ান। "হাঁ, বরাবর এই বাড়ীতেই আসিয়াছে। হাবড়া ষ্টেসনে গাড়ী ভাড়ার সময়ই এই রাস্তা, এই বাড়ীর কথা বলে।—তবে

বাড়ীর সাম্‌নে আসিলে কি কথাবার্ত্তার পর যেন ছোট স্ত্রীলোকটী নামিতে আপত্তি করে, বড়টী অনেক বলিয়া কহিয়া পরে তাহাকে নামাইয়াছিল।”

নগেন্দ্র। “গাড়োয়ান, খুব জোরে হাঁকাও।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিপত্তি ও মধুসূদন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে তেলিবৌ ফিরিয়া আসিল; হাতে শালপাতার চেঙ্গারিতে সন্দেশ। নীচের ঘরে মাণিককে জিজ্ঞাসা করিল;—"কেহ তো বাড়ী হইতে বাহিরে যায় নাই?"

মাণিক। "না, কেবল পাগ্‌লী গঙ্গাস্নানে গিয়াছে।"

তেলিবৌ। "পাগ্‌লী গিয়াছে! ফিরিয়াছে কি?"

মাণিক। "এখনো ফিরে নাই।"

তেলিবৌ। "তা, ফিরবে এখন। এদিকে এই একরত্তি মেয়েটার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না! চীৎকার কান্দাকাটি করিয়া বা একটা গোলযোগ উপস্থিত করে। রাস্তার উপরের ঘরে আর রাখিতেছি না।—বর্দ্ধমানের গাড়ী বিকালে কয়টার সময় হাবড়া আসে?"

মাণিক। "বিকালে ৪ টায় আসে, ৫ টায় আসে, ৬ টায় আসে; সকল সময়ই আসে।"

তেলিবৌ উপরে গেল। বাড়ীর ভিতরে একটা ছোট উঠান। উঠানের দক্ষিণে কোন ঘর নাই; পূর্ব্বে বৈঠকখানা ঘর, সে ঘরে সরমা রহিয়াছে। উত্তরের দিকে ছোট দুইটী ঘর; পশ্চিমে একটী বড় ঘর।

তাহার দক্ষিণ ও পশ্চিম বদ্ধ, পূবে দরজা, উত্তরে জানালা। তেলিবৌ সেই ঘরে আসন পাতিয়া জলখাবার স্থান করিল, ঘরের এক কোণে সাদা থানের একখানি ধুতি, একখানি গামোছা, এক ভাঁড় গঙ্গাজল রাখাইল। তাহার পর সরমা যে ঘরে ছিল, কুলুপ খুলিয়া সেই ঘরে গেল।

কপাট খোলার শব্দে সরমা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের কোণে গিয়া বসিল; তেলিবৌকে দেখিয়া বলিল;—

"তেলিবৌ, এখন যাইব?"

তেলিবৌ। "তুমি যখন দুটো দিন এখানে থাকিতে চাও না, তোমাকে তো আর জোর করিয়া রাখিব না। এস, বেলা গেল; স্নান করিয়া কিছু জল খাইয়া লও; তোমাকে তোমার দাদার বাড়ীতে রাখিয়া আসি!"

সরমা। "তেলিবৌ, মা, আমাকে এখনি লইয়া চল্; আমি স্নান করিব না।"

তেলিবৌ। "সে কি! তোমার দাদা কি বলিবে? এত বেলায় স্নান আহার না করিয়া গেলে তোমার দাদা যে আমাকে গালি দিবে। চল, আমি গাড়ী আনিতে পাঠাই, এদিকে তুমি স্নানটা সারিয়া লও। এস, লক্ষ্মীদিদি, এস।"

সরমা উঠিল, স্নান করিবে বলিয়া নহে, একবার সেই কারাগৃহ হইতে বাহিরে আসিবার জন্য। তেলিবৌ তাহাকে লইয়া উত্তরের বারান্দা হইয়া বরাবর পশ্চিমের ঘরে গেল। সেখানে স্নান ও জলখাবার সমস্ত আয়োজন ছিল; দেখাইয়া দিয়া তেলিবৌ বলিল;——

"স্নান কর, একটুকু জল টল্ খাও; একটুকু আরাম কর। অত অস্থির হইলে কেন? এখানে তোমার কোন ভয় নাই।"

সরমা। "তেলিবৌ, আমার মন যেন কেমন অস্থির করিতেছে,

আমি স্নান করিব না। একখানা গাড়ী আনাও; আমি এ বাড়ীতে স্নান আহার করিব না।”

তেলিবৌ। “কেন, এ বাড়ী কি মন্দ? তুমি এখানে যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। জন্মাবধি তোমার কষ্ট; কয়েকটা দিন এখানে সুখ সুবিধায় থাকিয়া দেখ না। তোমার কোন কষ্ট হইবে না। দেখিতেছ না, এ বাড়ীর বাবু তোমার জন্য কত কি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তিনি খুব বড়মানুষ। সোণা বল, গহনা বল, টাকা কড়ি, খাট বিছানা——”

সরমা। “তেলিবৌ! তেলিবৌ!——”

তেলিবৌ। “কাপড় চোপড়, চাকর চাকরাণী——”

সরমা উঠিল, দরজার দিকে অগ্রসর হইল। তেলিবৌ দরজা চাপিয়া বসিয়াছিল; সরমার বাহির হইবার উপায় ছিল না। সরমা বলিল;—

“পথ ছাড়, আমি যাইব।”

তেলিবৌ। “কোথায় যাইবে?”

সরমা। “দাদার কাছে যাইব।”

তেলিবৌ। “কে লইয়া যাইবে? আমার তো এখন অবসর নাই।”

সরমা। “দরজা ছাড়; আমি একা যাইব।”

তেলিবৌ। “পথ চিনিবে?—অবোধ মেয়ে, কোথায় আসিয়াছ জান না? এ যে——; এখান হইতে বাহির হইতে দেখিলে তোমাকে কি আর ভদ্র গৃহস্থ মেয়ে বলিয়া কেহ বলিবে? তোমার কি আর জাতি কুল থাকিবে?”

সরমা। “বলিস্ কি তেলিবৌ! তুই কি আমার সর্ব্বনাশ করিবি?”

তেলিবৌ। “তা যদি বল, তবে তা তো যখন এ বাড়ীতে ঢুকিয়াছ, তখনই হইয়াছে। কচি খুকি কি না, কিছুই বুঝেন না!”

সরমা জোর করিয়া দরজা খুলিতে চেষ্টা করিল।

তেলিবৌ। “বলি, সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়! খাট না খেটে

চোখের জলে নাকের জলে এক হইত।—সৎমা, ভাইবৌয়ের ঘরে বড় সুখে ছিলে ? তাই এ জায়গা তোমার ভাল লাগ্‌ছে না !"

সরমা। "দরজা ছেড়ে দে, আমি এখনি চলিয়া যাইব।"

সরমা কপাট ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। "তবে থাক্, কপালখাকী ; অনেক সহিয়াছি, আর না। অই তো চুনোপুটী, তার সাহস দেখ ! পারিস্ তো যা।"—বলিয়া তেলিবৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া বাহিরে শিকল আঁটিয়া দিল। সরমা প্রাণপণে দরজা খুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল।

তেলিবৌ। "কাঁদ্, কেঁদে দেয়াল ফাটিয়ে দে ; কেউ শুন্‌তে পাবে না ! গলায় ফাঁদ পরেছ ; এখনো দেখনি ? খিদে পায়, ঘরে খাবার আছে, খাবি ; নতুবা চেঁচিয়ে গলা শুকিয়ে মর্‌বি।"

তখন সরমা হাত যোড় করিয়া কাঁদিল ; "মা বিপদ্‌হারিণী দুর্গা, দাসীকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, মা। বিপদভঞ্জন হরি, হে অনাথের নাথ, হে দীনবন্ধু, মধুসূদন, এ বিপদে দুঃখিনীকে রক্ষা কর, প্রভু !"

তখন নীচের দিকে বড় গোলযোগ শুনা গেল। তেলিবৌ বলিল ;—

"নীচে কিসের গোল ?"

মাণিকলাল বাড়ীতে নাই ; প্রাচীন দ্বারবান্ বলিল ;—

"কে দুটো বাবু উপরে যেতে চায়।"

তেলিবৌ। "ওগো বাবুরা, এ বাড়ী নয় ; আপনারা চলে যান্।"

দ্বার। "বাবুরা মান্‌ছে না, উপরে যাবে।"

তেলিবৌ। "তোমরা কেমন ভদ্রলোক গা, নিষেধ মান না ! যাও।"

দ্বার। "যায় না ; উপরে উঠ্‌ছে।"

তেলিবৌ। "উপরে উঠ্‌ছে ! মাতাল নাকি ? বের করে দে, গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দে। কোথাকার অলোপ্‌পেয়ে, হতভাগা নচ্ছার লোক গা !"

তেলিবৌ সিঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। "ওগো দরওয়ানজী, পুলিশ ডাক না। বদমাস্ ছু—টা—কে—ওকে! ছোট দাদাবাবু নাকি? কোথা থেকে আস্‌ছ? এস, এস।"

গায়ের কাপড় সারিয়া, কথার স্বর বদলাইয়া তেলিবৌ বৈঠকখানা ঘরের দিকে নগেন্দ্র ও সুরেশকে লইয়া যাইতে চাহিল।

নগেন্দ্র। "সরমা কোথায়?"

তেলিবৌ। "কি?"

নগেন্দ্র। "সরমা কোথায়?"

তেলিবৌ। "অই যে, অই ঘরে; স্নান করিতে দিয়ে আস্‌ছি। এই একটুকু জল খাওয়াইয়া তোমাদের ওদিকে লইয়া যাচ্ছিলেম।"

নগেন্দ্র। (সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) "এখানে কেন? এ বাড়ী কার?"

তেলিবৌ। "এবাড়ী আমার এক জন আত্মীয়ের। অনেক দিন পরে আস্‌ছি, তাই একবার দেখা করে যাচ্ছিলেম। তা তোমরা বোস গিয়া, আমি দিদিমণিকে নিয়ে আস্‌ছি।"

যে ঘর হইতে অস্ফুট কান্নার শব্দ আসিতেছিল; নগেন্দ্র তাড়াতাড়ি সেই দিকে গেল। তেলিবৌ আগে যাইয়া দরজা খুলিয়া বলিল;—

"এখনো স্নান হয় নাই, দিদিমণি! এই তোমার ছোটদাদা এসেছেন, আমি এখনি লইয়া যাইতাম; তা চল, দাদাবাবুর সঙ্গেই যাবে।"

সরমা বারান্দায় বাহির হইয়া নগেন্দ্রের পদতলে পড়িল। নগেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া সিঁড়ীর দিকে লইয়া চলিল।

তেলিবৌ বলিল;—

"একটুকু বসিবে না, দাদাবাবু?"

নগেন্দ্র কিছু না বলিয়া সরমাকে লইয়া নামিয়া গেল।

সুরেশ একটুকু বিলম্ব করিল। তেলিবৌ সুরেশের দীর্ঘ বলবান

শরীর, কাল কোট গায়, টুপি পেণ্টালুন পরা দেখিয়া তাহাকে দারোগা সাব্যস্ত করিয়াছিল ; বলিল ;—

"তুমি এখানে কেন, বাবু? চুরি হয় নাই, ডাকাতি হয় নাই ; গেরস্ত বাড়ীতে তোমরা কেন ?"

সুরেশ কোন উত্তর করিল না ; কিন্তু তাহার বিশাল নেত্রে প্রধূমিত রোষাগ্নি দেখিয়া তেলিবৌ ভীত হইল, একটুকু পশ্চাৎপদও হইল ; তথাপি বলিল ;—

"বাসাখরচে ঠেকেছ ? আর এক দিন এসো।"

নগেন্দ্র সরমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া সুরেশকে ডাকিল ; সুরেশ গাড়োয়ানের নিকট কোচবাক্সে গিয়া বসিল। তখন গাড়ী দ্রুত বেগে চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুর ও পত্রোদ্গম।

বর্দ্ধমান হইতে দুই বন্ধু অবসন্ন চিত্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিল। সকল আশা, সকল কল্পনা, সকল পরামর্শ মিছা হইল।

সুরেশ রেলগাড়ীতে উঠিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল;—

"কেমন করিয়া কথা প্রকাশ হইল?"

নগেন্দ্র। "তোমাকে তো বলিয়াছি।—সমস্ত ঠিক করিয়াছিলাম, গাড়ী পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিল। বাবা যেন কোথা হইতে এক চিঠি পাইলেন, তাহাতে সকল কথা প্রকাশ হইল।"

সুরেশ। "এ চিঠি কে লিখিয়াছিল, কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র। "না। যে ব্যক্তি এ চিঠি লিখিয়াছিল, সে কিন্তু আমার নিকট তোমার চিঠি এবং তোমার নিকট আমার চিঠির মর্ম্ম জানিত।—তাহাই বা কেমন করিয়া জানিল?"

সুরেশ। "ডাকঘরে তোমাদের কোন শত্রু লোক আছে?"

নগেন্দ্র। "এক পোষ্টমাষ্টার, আমাদের সঙ্গে কোন শত্রুতা নাই; আমার সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ই নাই।"

সুরেশ। "আমার কাছে তুমি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলে, তাহার

মর্ম্ম কেমন করিয়া অন্যে জানিল?—সরমার চিঠি পত্রও কি কেহ খুলিত?"

নগেন্দ্র। "জানি না।"

অগ্রিম ভাড়া দিয়া যে বাড়ী স্থির করা হইয়াছিল, তাহার আর প্রয়োজন ছিল না। দুই চারি দিনে ভাড়াটেও যোটে না। সুরেশ সে বাড়ীতে তালা দিয়া রাখিয়াছিল। তাহার নিজের স্কুলের দ্বারবানের ভ্রাতাকে সে বাড়ীর দ্বারবান নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাকে অবসর দিয়াছিল। যে একটী প্রাচীনা চাকরাণী স্থির করিয়াছিল, তাহাকে বিদায় দিয়াছিল। চৌকী মাদুর, বিছানা পত্র, আসন বাসন, যাহা যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছিল, সে সমস্ত অমনি পড়িয়া রহিল। যে দেবীর জন্য মণ্ডপ সজ্জিত হইয়াছিল, তাঁহার শুভাগমন হইল না; ভক্তহৃদয় দমিত হইয়াছিল। সুরেশ আর সে বাড়ীর অভিমুখে যাইত না।

আজ নগেন্দ্রের নিকট সংবাদ শুনিবামাত্র দ্বার খুলিয়া সেই বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া প্রস্তুত থাকিবার জন্য আদেশ দিয়া সুরেশ নগেন্দ্রের গাড়ীতে উঠিয়াছিল। জোড়াসাঁকো হইতে গাড়ী বরাবর সেই বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল।

সুরেশ গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি আগে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। দৌড়াদৌড়ি সকলগুলি ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিল। নগেন্দ্র সরমাকে ধরিয়া নামাইল; ধীরে ধীরে পরম যত্নে ভগিনীকে উপরে উঠাইল। সরমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল। সারাদিন ঘোর বিপদে তাহার ধৈর্য্য ছিল; এখন নিরাপদ স্থানে আসিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সুরেশ তখন দ্রুতপদে কাছে গেল। দুই বন্ধু ধরাধরি করিয়া সরমাকে শয্যায় শয়ন করাইল, নগেন্দ্র তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। স্বভাবতঃ ধীরচিত্ত, বয়োজ্যেষ্ঠ, বুদ্ধিমান সুরেশ কি করিবে, স্থির করিতে

পারিল না। মাথার টুপি দূরে নিক্ষেপ করিল; গায়ের কোট খুলিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিল; নিজের মাথার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল; শেষে নগেন্দ্রের পৃষ্ঠে ঘন ঘন হাত বুলাইতে লাগিল! নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া বলিল;—

"কর কি? জল আন; মুখে মাথায় ছিটিয়ে দাও।"

সুরেশ তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে পাশের ঘর হইতে বৃহৎ এক কলসী জল লইয়া আসিল; সরমার মুখে কতক জল ছিটাইয়া দিল; পরে প্রায় অর্দ্ধ কলসী জল নগেন্দ্রের মাথায় ঢালিয়া দিল!

হঠাৎ শৈত্যস্পর্শে সরমার চৈতন্য হইল, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সরমা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। ভীতির চিহ্ন তখনও চক্ষু হইতে যায় নাই। নগেন্দ্র বলিল;—

"ভয় কি, সরো? এই তো আমি তোমার কাছে; আর সুরেশ।"

(সুরেশেরও তখন চৈতন্য হইয়াছে। সার্ট পেণ্টুলান পরা সুরেশ তখন ঘরের দূর কোণে গেল, এবং পরিত্যক্ত কোটটা গায়ে পরিল।)

"দাদা, আমাকে সে বাড়ী হইতে আনিয়াছ?"

"হাঁ; এখানে কোন ভয় নাই। এ বাড়ী তোমার জন্যই ঠিক করিয়াছিলাম। তুমি একটুকু চুপ করিয়া শুইয়া থাক।"

সরমার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। অকূল সমুদ্রে ভাসমানা কি কূল পাইল?

রাস্তার কষ্ট, রেলের কষ্ট, সারা দিনের অকথ্য মনোকষ্ট, অস্নান, অনাহার যে সরমার অবসন্নতার কারণ, তাহা সুরেশ, নগেন্দ্র উভয়েই বুঝিয়াছিল। কিছু আহার না করাইলে সরমা সুস্থ হইবে না। নগেন্দ্র যে ছাত্রাবাসে থাকিত, তাহা অতি নিকট। দ্বারবানকে পাঠাইয়া শুশ্রূষাকার ঝিকে ডাকাইয়া আনিল, সে সমস্ত আয়োজন করিল। সুরেশ সংবাদ দিয়া পূর্ব্বনিযুক্তা প্রাচীনা চাকরাণীটীকে আনাইল।

নগেন্দ্রের জামা কাপড় জলে সিক্ত দেখিয়া সরমা জিজ্ঞাসা করিল ;—

"দাদা, তোমার জামা কাপড় কেমন করিয়া ভিজিল ?"

নগেন্দ্র। (হাসিয়া) "তোমার মুখে মাথায় জলের ছিটা দিতে বলিয়াছিলাম ; সুরেশ ব্যস্ততাবশতঃ প্রায় এক কলসী জল আমার মাথায় ঢালিয়া দিয়াছে ; নিজের মাথার কতকগুলি চুলও বুঝি টানিয়া ছিঁড়িয়াছে !"

সরমা। "কেন ?"

নগেন্দ্র। "তোমাকে অজ্ঞান দেখিয়া সুরেশের বুদ্ধিও বুঝি লোপ হইয়াছিল ; তাহা না হইলে সে সময় আমার পিঠে অমন করিয়া হাত বুলাইল কেন ?"

সেই দুঃখের দিনে সরমার রাহুক্লিষ্ট শশিমুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল ;—"তিনি তো খুব ধীর ও স্থির ; তিনি এমন চঞ্চল হইয়া পড়িলেন ?"

নগেন্দ্র। "ধীরতার খুব পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রোগীর কাছে এমন শুশ্রূষাকারী থাকিলে সব প্রতুল !"

সরমা। "তিনি কি চলিয়া গিয়াছেন ?"

নগেন্দ্র। "না ; ও ঘরে আছে। ডাকিব ?"

সরমা। "না।—ডাকিবে কেন ?—আমি—আমি প্রণাম করি নাই।"

নগেন্দ্র তখন সুরেশকে ডাকিল। সুরেশ দৌড়িয়া আসিল। (এখন আর তাহার স্কুলের পোষাক নাই, ধুতি সার্ট পরিয়াছে।)

সুরেশ। "কেন, আবার কি ?"

নগেন্দ্র। "না ; সরমা ভাল আছে। তোমাকে প্রণাম করে নাই বলিয়া লজ্জিত হইয়াছে।" সরমা উঠিয়া আসিল। সুরেশ বলিল ;—"তোমার দুর্ব্বল শরীর, তুমি বোসে থাক।" সুরেশের স্বর

যেন কেমন সঙ্কুচিত! সরমা তাহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া নতমুখে বলিল ;—

"আপনি ভাল আছেন ?"

সুরেশ। "খুব ভাল আছি।—আমাকে আপনি বলিতেছ কেন? তুমি তো বরাবর আমাকে তুমি বলিতে!"

সরমা। "আপনি বলায় দোষ কি ?"

সুরেশের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। পূর্ণপাত্র জল যেমন মৃদুবায়ু সংস্পর্শে কাঁপে, তেমনি কাঁপিতে লাগিল!

সুরেশ। "এখন ভাল আছ ?"

সরমা। "এখন ভাল আছি।"

সুরেশ। "আচ্ছা, তুমি একটুকু আরাম কর।—নগেন্, আমি দেখি গিয়া আর কিছুর দরকার আছে কিনা।"

সুরেশ মৃদুপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া চাহিতে সাহস হইল না। যদি চাহিত, তাহা হইলে সরমার সাগ্রহচকিত দৃষ্টি বা দেখিতে পাইত!

কি বলিলে, সুরেশ,—তুমি খুব ভাল আছ?—কই, তোমার সে উৎসাহ উদ্যম কোথায়? তোমার বলিষ্ঠ দেহের সে উদ্দীপ্ত লাবণ্য কোথায়? তোমার গৌরদেহে এ মালিন্য কেন? গভীর রাত্রিতে যখন সমস্ত নগরবাসী নিদ্রায় অচেতন, তখন তুমি বিনা কাজে জাগিয়া থাক কেন?—তবে কি আজ তোমার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে?

সে দিন সরমা সন্ধ্যার পর স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল মাত্র। উপবাস তাহার অভ্যাস ছিল।

আহারান্তে নগেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া সুরেশ নিজের বাসায় চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে দ্বারবান্‌কে বিশেষ সাবধান থাকিতে বলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পক্ষ ও বিপক্ষ।

রাত্রি প্রভাতে উজ্জ্বলা সরমাকে ডাকিল; কোন সাড়া পাইল না। দরজা ভিতর হইতে বদ্ধ নহে, ঘরের ভিতরে গেল; সরমা ঘরে নাই। বিনী (উজ্জ্বলার কন্যা) ও বৃদ্ধা চাকরাণী গোপালের মাতার নিদ্রা তখনও ভঙ্গ হয় নাই। উজ্জ্বলা ভাবিল, সরমা পুকুরের ঘাটে গিয়াছে, সেখানে অনুসন্ধান করিল, পাইল না। তাহার জিহ্বার কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইয়াছে; রাত্রিশেষে জাগিয়া সে প্রভাতের পালা প্রস্তুত করিয়াছে, সরমাকে না পাইয়া তাহা শুনাইতে পারিতেছে না! বিনী উঠিল, সে কিছু জানে না। গোপালের মা উঠিল; সে বলিল, সরমা নিত্য যেমন শুইয়া থাকে, সেদিনও তেমনি শুইয়াছিল; কখন বাহিরে গিয়াছে, তাহা জানে না। বিমাতা উঠিলেন; শাশুড়ী বধূতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এ ঘর ও ঘর, পুকুরের ঘাট, পুকুরের পার, ফুলের বাগান, আমের বাগান—কোথায়ও সরমা নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অবস্থা শুনিলেন, তিনিও খুঁজি-লেন। পল্লীময় কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল,—চাটুর্য্যেদের বাড়ীর সরমাকে পাওয়া যায় না। তখন মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল।

স্ত্রীমহলেই বেশী গোলযোগ, বেশী তর্ক আলোচনা। যাহারা উজ্জ্বলার পক্ষ, তাহারা বলিল,—এতো জানা কথা; দুদিনে হউক, দুমাসে হউক, এ তো হইবারই কথা! মায়ের বাধ্য না, বড় ভাই বৌয়ের বাধ্য না, সারাদিন চিঠিপত্র লেখা,—এসব কি আর ভদ্র গৃহস্থ বিধবার সাজে? খুঁজিলে কি আর পাওয়া যাইবে? ঘরে ফিরিবে বলিয়া কি আর বাহির হইয়াছে! যাহারা সরমার পক্ষ, তাহারা বলিল,—এ তো জানা কথা; দুদিনে হউক, দুমাসে হউক, এ তো হইবারই কথা! অত যন্ত্রণা, অত গঞ্জনা, উঠিতে বসিতে লাঞ্ছনা, কত সহিবে? রক্তমাংসের শরীর, কতই বা সয়! দেখ গিয়া, গলায় দড়ি দিয়া কোথায় ঝুলিতেছে, গলায় কলসী বাঁধিয়া কোন্ পুকুরে ডুব দিয়াছে!

ঘর দুয়ার, বন জঙ্গল, পুকুর থানা ডোবা দেখা হইল, কোথায়ও নাই। বাবুদের বাড়ী পর্য্যন্ত সংবাদ গেল। অনন্তবাবু—গ্রামস্থ বড়মানুষ, গ্রামের ভাল মন্দতে পায়—লোক জন চাকর চাকরাণী পাঠাইয়া অনুসন্ধান করাইলেন, জীবন্ত কি মৃত সরমাকে পাওয়া গেল না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার পর দিন কলিকাতায় নগেন্দ্রের কাছে লিখিলেন;—"গতকল্য হইতে সরমাকে পাওয়া যাইতেছে না, পরশ্ব শেষ রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, পাই নাই। কোন বন জঙ্গলে যাইয়া যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তবে ভালই করিয়াছে।" নগেন্দ্র পিতার চিঠিখানা সাবধানে অতি গোপনে রাখিয়া দিল। সরমাকে বাসায় আনিয়া নগেন্দ্র পিতার নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল—সরমা কলিকাতা আসিয়া তাহার নিকট আছে; চিন্তার কারণ নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নগেন্দ্রের চিঠির কোন উত্তর দিলেন না।

ঘটনার চারি পাঁচ দিন পরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডাকে এই চিঠি পাইলেন;—

"আপনার কন্যা সরমা আত্মহত্যা করে নাই। কুলোকের পরামর্শে এবং সাহায্যে শেষ রাত্রিতে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া পর দিন কলিকাতা জোড়াসাঁকো এক * * বাড়ীতে আসিয়াছিল। আপনার পুত্র নগেন্দ্র এবং তাহার বন্ধু সুরেশ জানিতে পারিয়া অনেক চেষ্টায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে। তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। আপনি বিজ্ঞ লোক, এ কন্যাকে পুনরায় গৃহে, সমাজে লওয়া সম্বন্ধে আপনি অবশ্যই বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। আমার অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্র নগেন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং লিখিলেন,—"পাপীয়সী আমার কুলে কালি দিয়াছে, সে আমার কেহ নহে। যে তাহাকে আশ্রয় দিবে সেও আমার কেহ নহে।"

নগেন্দ্র পিতাকে চিনিত; হাজার লিখিলেও কিছু হইবে না। ভগিনী নিরপরাধিনী, পিতা তাহা শুনিবেন না। দেশলাই জ্বালাইয়া চিঠিখানি পোড়াইয়া ফেলিতে চাহিল; কাঠি জ্বলিল না। কি ভাবিয়া যেন শেষে পূর্ব্ব চিঠির সঙ্গে একত্রে এখানিও সাবধানে গোপনে রাখিয়া দিল। আগুনে পোড়াইয়া ফেলিলেই ভাল করিত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

'যদি' ও 'তবে'!

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সুরেশ প্রতিদিন সকালে একবার নগেন্দ্রদের তত্ত্ব লইতে আসে। বিকালে স্কুলের পর প্রতিদিন সেই বাড়ীতে আসিয়া নগেন্দ্রের সঙ্গে দেখা শুনা করিয়া যায়। সরমার সঙ্গে দেখা করিবার কোন প্রয়োজন দেখিত না, সুতরাং তাহাকে বড় দেখিতেও পাইত না। কিন্তু স্কুলের সময় অস্ত হইলেই প্রতিদিন সরমা জানালার খড়খড়ি তুলিয়া বসিয়া থাকে; কাহাকে যেন খোঁজে; কাহার আগমন যেন সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করে। কাহাকে আসিতে দেখিলে যেন তাহার মুখ প্রফুল্ল হয়, চক্ষু স্মিতবিভাসিত হইয়া উঠে।

ভাল জিনিস দেখিলে সকলের চিত্তই প্রফুল্ল হয়। কিন্তু যাহা তোমার নহে, তাহার আকাঙ্ক্ষা কি ভাল? মনের পাপ, বড় পাপ। কিন্তু মন বশীভূত রাখা যোগীর কর্ম্ম; দণ্ডী, পরম হংসের কার্য্য। মনোবৃত্তির পরিস্ফুটনে স্বাভাবিক যে নিষ্কলঙ্ক প্রথম কামনা, স্বতঃপ্রসূত আকাঙ্ক্ষার যে তরুণ প্রবাহ, তাহা বারণ রাখিতে কয় জন পারে? পাপ পুণ্য ঈশ্বর জানেন। লোক সমাজে যাহা পাপ, তোমার আমার চক্ষে যাহা বিগর্হিত; অন্তর্য্যামীর নিকট হয়ত তাহা সহজ ক্ষমাযোগ্য, রক্ত-

মাংসগঠিত দুর্ব্বল মনুষ্যসুলভ কার্য্য মাত্র। সমাজ খড়্গহস্ত হইতে পারে; কিন্তু যিনি পূর্ব্বাপর দেখিয়া বিচার করেন, যিনি অন্তরতম দেশ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন, যিনি তোমার আমার গঠিত নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন, তিনি হয়ত অসহায় দীন কাঙ্গাল দেখিয়া শ্রীহস্ত তুলিয়া ক্ষমা করেন।

সরমা এখন ভাবিল;—দাদা যখন কলিকাতা আনিবার জন্য এত করিলেন, তখন কেন আসিলাম না? সেই আসিলাম, তখন কেন আসিলাম না? যদি আসিতাম!

এ সংসারে কোটি কোটি লোক দিবারাত্রি অনুশোচনা করে, হরি! হরি!—মাথা কুটিয়া মরে,—যদি করিতাম, যদি হইতাম; যদি "না" বলিতাম, যদি "হাঁ" বলিতাম!—যদি! যদি!

বসন্ত সমাগমে স্ফুটনোন্মুখ কুসুমকলি যখন শিলাসম্পাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তখন আমরা ভাবি;—আহা, যদি বাড়িতে পাইত, যদি অকালে দলিত না হইত, তবে নয়নমনোমুগ্ধকর কত শোভাই না তাহার হইত, চিত্তপ্রফুল্লকারী কত মধুগন্ধই না তাহা হইতে ক্ষরিত হইত!

মানুষের জীবন কেবল "যদি"ময়!

এক দিন বেলা একটার সময় নগেন্দ্র তাড়াতাড়ি উপরের ঘরে যাইয়া সরমাকে বলিল;—

"পরীক্ষার ফল জানিতে পারিয়াছি; সুরেশ পাশ হইয়াছে!"

অনেক দিন সরমার মুখে এমন হাসি কেহ দেখিতে পায় নাই; উচ্চ অসংযত কলহাস্য নহে, হৃদয়ের অন্তস্তল আলোকিত করিয়া যে হাসি সমস্ত মুখ প্রভাসিত করিয়া তোলে, এ সেই নীরব হাসি। সরমা জিজ্ঞাসা করিল;—

"এ সংবাদ তিনি শুনিয়াছেন?"

নগেন্দ্র। "এত ক্ষণ অবশ্যই শুনিয়াছে। তবে এরূপ পাশে সুরেশ সুখী হইবে না।"

সরমা। "কেন, কেন?"

নগেন্দ্র। "ক্লাসের মধ্যে সুরেশ খুব ভাল ছেলে। সকলে মনে করিয়াছিল; সে প্রথম কি দ্বিতীয় হইবে। তাহা হয় নাই, বড় নামিয়া পড়িয়াছে, সুরেশ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ হইয়াছে।"

সরমা। "কেন এমন হইল?"

এ কয় দিন নগেন্দ্র বড় গোলযোগে পড়িয়াছে। সরমার পাণিগ্রহণ যে সুরেশের জীবনের এক মাত্র ব্রত তাহা নগেন্দ্র জানিত। সুরেশের কথায়, কার্য্যে, ব্যবহারে তাহা নগেন্দ্রের নিকট অনুক্ষণ পরিস্ফুরিত হইত। কিন্তু কেমন করিয়া ভগিনীর নিকট সে কথা উপস্থিত করিবে; সুরেশের সে আবেগময় আকাঙ্ক্ষার, কাতর প্রার্থনার প্রসঙ্গ কেমন করিয়া ভগিনীর নিকট উপস্থিত করিবে, তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। সরমা মুখ ফুটিয়া কোন কথা তাহার নিকট বলে নাই; প্রাণ থাকিতে বলিবেও না। কিন্তু নগেন্দ্র সকলই জানিত। তাহার নিজের ও সেই ইচ্ছা। তিনেরই এক বাসনা। কিন্তু বাসনা মনে মনে পুষিয়া রাখিলেই কি সফল হয়? আজ নগেন্দ্র এক সূত্র পাইল; বলিল,—

"কেন এমন হইল?—তুমিই ইহার কারণ।"

সরমা। "আমি! দাদা, বল কি!"

নগেন্দ্র! "আমরা ভাই বোন্; তোমার কাছে কোন কথা কোন দিন গোপন করি নাই। একটী কথা তোমাকে বলি নাই। বলিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি, বলিতে পারি নাই। আর কেহ বলিবার নাই, তাই আমি বলিতেছি। তুমি এখন আর বালিকা নও, বড় হইয়াছ; আমি যে কেন ইতস্ততঃ করিয়াছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। মানুষের বাসনা ফলবতী হওয়া পক্ষে শত বিঘ্ন। প্রথমে

যে দিন তোমাকে কলিকাতা আনিতে চাহিয়াছিলাম,—তোমাকে এখানে আনিবার জন্যই আমি বাড়ী গিয়াছিলাম,—তুমি আসিতে স্বীকার হইলে না ; অদৃষ্টলিপি বলিয়া চিত্তকে বুঝাইলে ; যাহা হইবার হইল। বিষম মনোকষ্ট হইল ; আর একজনও বড় কষ্ট পাইল। পুনরায় তোমাকে আনিবার জন্য গিয়াছিলাম, তুমিও স্বীকার হইলে ; কিন্তু তোমাকে আনিতে পারিলাম না। বিষম মনোকষ্ট পাইলাম ; আর একজনও বড় কষ্ট পাইল।—সুরেশের হৃদয় সেই প্রথম বার হইতেই দমিয়া গিয়াছিল ; শেষ বারে নিরাশ হইয়া সে একেবারে শরীর ছাড়িয়া দিয়াছে। পরীক্ষার পূর্ব্বে পড়িতে পারে নাই, অবসন্ন দেহমন লইয়া পরীক্ষা দিয়াছে ; ফল আর কেমন করিয়া ভাল হইবে ?”

সুরেশের স্বর ক্ষীণ, ক্রমে অস্ফুট হইয়া উঠিল ; সুরেশ থামিল। সরমার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা বহিতেছে ; অভাগিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, কিন্তু সেই অনিবার গলদশ্রুরাশি তাহার অঞ্চলপ্রান্ত সিক্ত করিতেছে, টস্ টস্ করিয়া বক্ষে পড়িতেছে। নগেন্দ্র বলিল ;—

“সুরেশ আবার আশায় বুক বাঁধিয়াছে। তোমাকে সকল কথা বলিলাম ; আমি তোমার বড় ভাই, আমারও সেই অভিলাষ। ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়, শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। তুমি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিও। যাহাতে তোমার সকল কষ্ট যায়, তোমার সুখ হয়, স্বাচ্ছন্দ্য হয়, সুরেশ প্রাণপণে তাহা করিবে।—আমি এখন চলিলাম।”

নগেন্দ্র সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। সরমা ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। যখন হৃদয়ের অন্তস্তলদেশ উদ্বেলিত করিয়া জীবনের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, ভূত ভবিষ্যৎ যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন লোক নির্জ্জন স্থান কামনা করে।

কাঁদ, সরমা, কাঁদ। পড়ে, পড়ুক ; অবিরল অশ্রুধারা পড়ুক।

হৃদয়মন ধৌত, স্নাত, পবিত্র, পরিশুদ্ধ হইবে; নিরাশার শুষ্কতা চলিয়া যাইবে; আকাঙ্ক্ষার আবেগ চলিয়া যাইবে। পার তো, অভাগিনি, তখন সেই পবিত্র ক্ষেত্রে নবজীবনের অবিচলিত মহার্ঘ বীজ বপন করিয়া অস্তকাল প্রতীক্ষা করিও। তোমার ভাগ্য মন্দ, পারিবে কি?
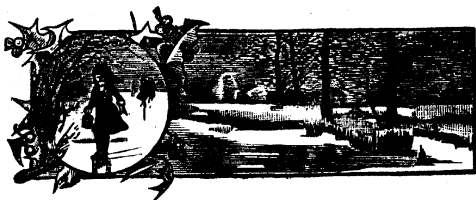
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মেঘ আকাশ ও নির্ঘাত বজ্রপাত।

বিকালবেলায় সুরেশ আসিল। পরীক্ষার ফলের কথা কিছু আলোচনা হইল। তার পর নগেন্দ্র বলিল ;—

"সুরেশ, আজ সরমাকে বলিয়াছি।"

কথার ভাবে সুরেশ বুঝিতে পারিল ; বলিল ;—

"বলিয়াছ! কি উত্তর পাইলে ?—ভাল করিয়া বলিতে পারিয়াছিলে তো ?"

নগেন্দ্র। "অনেক দিন হইতে বলিব বলিব করিতেছি, বলিতে পারি নাই ; আজ বলিয়াছি।"

সুরেশ। "তুমি কথার উত্তর দিতেছ না ; কি উত্তর পাইলে ?"

নগেন্দ্র। "তুমি পাগল। এ কি একটা ইতিহাসের প্রশ্ন নাকি, যে যেমন জিজ্ঞাসা, অমনি উত্তর ?"

সুরেশ। "তুমি শুধু কথা কাটাইতেছ। সরমার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিলে ?"

নগেন্দ্র। "তাহার মনের ভাব তো অনেক দিন হইতে জানি।"

সুরেশ। "তুমি কি আমার মন পরীক্ষা করিতেছ ?"

নগেন্দ্র। "শোন, সুরেশ; তোমার মন বুঝিতে আমার বাকী নাই। তোমার মনের কথা, তোমার প্রার্থনার কথা তাহাকে বলিয়াছি। প্রথমবারে যখন তাহাকে আনিতে যাই, তখন তোমার মনের ভাব যাহা ছিল, তাহা বলিয়াছি। এবার যখন আনিতে গিয়াছিলাম, তখনও যে তোমার সেই ইচ্ছা, তাহা বলিয়াছি। এখনো যে তোমার সেই ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা, তাহাও জানাইয়াছি।"

সুরেশ কাতর দৃষ্টিতে উত্তরপ্রার্থী হইয়া চাহিয়া রহিল।

নগেন্দ্র। "তুমি অধীর হইও না; আমি সকলই বলিয়াছি। সরমা সকল কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল; আমি তখনই তাহার উত্তরের আশা করি নাই। তাহার মনের ভাব আমি জানি—মুখে কিছু বলিবে না। এখন তোমার কথা। তোমার মা স্বীকার হইবেন ?"

সুরেশ। "আমি খুব ভরসা করি, এখন তাঁহার অমত হইবে না। আমার স্থির প্রতিজ্ঞার কথা এখন তিনি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন; তবে তিনি তখন উপস্থিত থাকিবেন না।"

নগেন্দ্র। "তাহাতে তোমার কষ্ট হইবে না ?"

সুরেশ। "সে আমার নিজের কথা। আমাকে সুখী দেখিলে মা সুখী হইবেন।"

নগেন্দ্র। "আচ্ছা, এখন সকল কথা স্থির হইতেছে; কার্য্য শীঘ্র হওয়া কি তোমার ইচ্ছা ?"

সুরেশের মুখে সুধু হাসি দেখা দিল।

নগেন্দ্র। "ভাল, এক মাস মধ্যে সকল ঠিক কর।"

সুরেশ কাগজ কলম লইয়া তখনই বাড়ীতে চিঠি লিখিল; দ্বারবান ডাকিয়া তখনই চিঠি ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল।

সে দিন বড় বিলম্ব করিয়া বিকাল বেলায় সরমা শয়নঘর হইতে বাহির হইল। তখন তাহার মুখে হাসিও নাই, বিষাদও নাই। চক্ষুতে চঞ্চলতা নাই, অশ্রুও নাই। স্থির শান্ত পবিত্র গম্ভীর মূর্ত্তি। বৃদ্ধা চাকরাণী বলিল ;—

"তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে, দিদিবাবু?"

সরমা। "না, ঝি।"

বৃদ্ধা। "তবে মুখখানি অমন ভার ভার দেখাচ্ছে কেন?"

সরমা। "অবেলায় শুইয়াছিলাম, তাই ওরকম হইয়া থাকিবে।"

সে রাত্রিতে সুরেশ নগেন্দ্রদের বাড়ীতে আহার করিল। সে দিন আর সরমার সঙ্গে তাহার দেখা হইল না। প্রতিদিন সরমা নিজে বিকালে তাহাদের জলখাবার আয়োজন করিয়া দিত; কোন কোন দিন কাছে বসিয়া দুই একটী কথাও বলিত; আজ আর আসিল না। সুরেশ আশা করিয়াছিল, আহারের সময় সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহাও হইল না। তখন অনেক রাত্রি। সুরেশ নগেন্দ্রের নিকট বিদায় হইল; যাইবার সময় বলিল ;—

"এ বাড়ী এক মাসের জন্য ঠিক করা হইয়াছিল না?"

নগেন্দ্র। "হাঁ।"

সুরেশ। "এই বাড়ীই রাখা যাইবে, আগামীকল্য আরও ছয় মাসের জন্য এগ্রিমেণ্ট করা যাইবে।"

তখন ভূত বর্ত্তমান, ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া, কালে চিরবসন্ত, পুষ্পে নন্দনপারিজাত, সৌরভে স্বর্গমালতি, শোভায় চন্দ্রমা, স্থানে অমরাবতী, নারীদেহে দেবীমূর্ত্তি কল্পনা করিতে করিতে সুরেশ সেই আলোকিত রাজপথে নিজের বাড়ী অভিমুখে চলিল। তখনও রাস্তায় লোক চলাচল একেবারে থামিয়া যায় নাই; দুপার্শের সকল দোকান পশার বন্ধ হয় নাই; কিন্তু সুরেশের স্মিতপ্রফুল্ল

নেত্রে তাহা কিছুই পড়িল না। দূরে "বেলফুল" "বেলফুল" ডাক তখনও শুনা যাইতেছিল, সুরেশের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। হৃদয়ে যাহার স্বর্গীয় মহামহোৎসব ঘটা, বাহ্য বস্তু কি তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়?

এ দিকে নগেন্দ্র দ্বারবানকে ডাকিয়া বলিল, সুরেশ বাবু তাহার ঘড়ি ফেলিয়া গিয়াছে, দৌড়িয়া গিয়া তাহা দিয়া আসিতে হইবে। দ্বারবান ঘড়ি লইয়া সুরেশের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। রাস্তায়ই সুরেশের দেখা পাইবে আশায় দ্বারবান দ্রুতপদে চলিল। কিছু দূর যাইতেই চীৎকার শুনিল;—"পাহাড়াওয়ালা, পাহাড়াওয়ালা, ধর ধর; পালাচ্ছে, খুন করিয়া পালাচ্ছে!"

অনতিদূরে বড় কোলাহল। সেই মুহূর্ত্তে বিশাল এক লাঠি হস্তে, মালকোচা মারা ভীমকায় একজন বলবান লোক দ্বারবানের নিকট দিয়াই দৌড়াইয়া যাইতেছিল। দ্বারবান শিক্ষিত পালওয়ান; মুহূর্ত্ত মধ্যে কায়দা করিয়া পলায়নকারীকে এমন এক পদাঘাত করিল যে, লোকটা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িয়া গেল। দ্বারবান একেবারে তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসিয়া গলা চাপিয়া ধরিল। তখন পাহাড়াওয়ালা আসিল, রাস্তার লোক আসিল; সকলে মিলিয়া লোকটাকে বান্ধিয়া ফেলিল। তাহার পর যে দিকে গোলযোগ হইতেছিল; পাহাড়াওয়ালা দ্বারবান সহ সেই লোকটীকে সেখানে লইয়া গেল।

দ্বারবান অগ্রসর হইয়া দেখিল একটী দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ রক্তাক্তকলেবরে অচেতন অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে; অনেক লোক তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, কি যেন বলাবলি করিতেছে; কেহ কেহ তাহার চৈতন্যসম্পাদনের চেষ্টা করিতেছে। নিকটে যাইয়া দ্বারবান চীৎকার করিয়া উঠিল;—

"এ যে আমাদের সুরেশ বাবু!"

পাহাড়া। "তুমি ইহাকে চেন?"

দ্বারবান। "চিনি; এইমাত্র ইনি আমাদের বাড়ী হইতে আসিতেছেন।"

পাহাড়া। "কতদূর সে বাড়ী?"

দ্বারবান। "——নম্বর, ঐ মোড়ের নিকট।"

পাহাড়াওয়ালা তখন একখানি পাল্কী আনাইয়া ভাল পরিচয় জন্য আহত ব্যক্তিকে পাল্কীতে উঠাইয়া নগেন্দ্রদের বাড়ীর সম্মুখে আনিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক আসিল, গোলমাল শুনিয়া নগেন্দ্র নীচে আসিল এবং দেখিয়া শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবী ও মানবী।

পাহাড়াওয়ালা থানায় সংবাদ দিয়াছিল। কনষ্টেবল, জমাদার, ইনস্‌পেক্টর প্রভৃতি পুলিশের লোক আসিল। তাহারা সুরেশকে পুলিশ হাসপাতালে লইতে চাহিল; নগেন্দ্র স্বীকৃত হইল না। বাড়ীতেই উপযুক্ত চিকিৎসক দিয়া তাহার চিকিৎসা করাইবে বলিয়া সুরেশকে হাসপাতালে লইয়া যাইতে দিল না। নগেন্দ্র যে ছাত্রাবাসে ইতিপূর্ব্বে থাকিত সেখান হইতে অনেকে আসিল, সুরেশের বাসা হইতে অনেকে আসিল, চিকিৎসক আসিল, ঔষধ আসিল, বরফ আসিল, রোগীর শুশ্রূষা চিকিৎসা আরম্ভ হইল। অবশেষে পুলিশের লোক উপস্থিত মত দ্বারবানের জবানবন্দি, ঘটনার সময় উপস্থিত লোকজনের জবানবন্দি, নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া আসামীকে থানায় লইয়া গেল।

রাত্রিতে আর সুরেশের চৈতন্য হইল না। জীবন ও মরণের প্রভেদশূন্য সন্ধিস্থলে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত সময়ে কিছু কিছু জ্ঞান হইল; কিন্তু তাহা কেবল শারীরিক বিষম যন্ত্রণাজ্ঞাপক মাত্র। তথাপি তাহাতে চিকিৎসক এবং আত্মীয় বন্ধুগণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। সুরেশের যে জ্ঞান হইবে, সুরেশ যে বাঁচিবে, রাত্রিতে এ ভরসা কাহারও হয় নাই। তাহার যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট কাতর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও নগেন্দ্রের বড় মধুর লাগিল। নগেন্দ্র সে ঘর হইতে অন্য ঘরে গেল।

সে ঘরে সরমা ছিল। রাত্রিতে একবার মুহূর্ত্তমাত্র সরমা সুরেশকে দেখিয়াছিল। নীচ হইতে যখন সকলে ধরাধরি করিয়া সুরেশকে উপরে আনিয়াছিল, তখন অদম্য আবেগভরে সরমা একবার সে ঘরে গিয়াছিল। তখন সুরেশের সংজ্ঞা ছিল না; রক্তস্রোত নিবারণ জন্য তাহার মস্তক আর্দ্রবস্ত্রে আবৃত, তাহাও রক্তে লাল, গায়ের জামা, পরিধানের ধুতি সমস্ত রক্তময়। সে দৃশ্য দেখিয়া সরমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল। তখনই সকলে আসিল, পুলিশ আসিল, চিকিৎসক আসিল, সহাধ্যায়ীরা আসিল। সরমা অন্য দ্বার দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজ শয়ন ঘরে আসিল।

সমস্ত রাত্রি সরমা উঠিয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, হাঁটিয়া হাঁটিয়া কাটাইয়াছে। তাঁহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু লাল, অবদ্ধ কেশরাশি আলুলায়িত। অন্তরের যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে। সুরেশ তো তাহার কেহ নহে, তবে কেন এ মর্ম্মযাতনা; তবে কেন চিত্তের এ ব্যাকুলতা? রমণীহৃদয় স্বভাবতঃই স্নেহপ্রবণ, তাই কি এ ব্যাকুলতা? —অথবা সুরেশ কি তাহার নারীহৃদয়ের নিগুঢ় নিভৃতদেশবাসী কেহ?

নগেন্দ্র ঘরে আসিলে সরমা আকুল চক্ষে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল। নগেন্দ্র বলিল;—

"সুরেশের জ্ঞান হইতেছে; জগদীশ্বর রক্ষা করিবেন।"

(এতক্ষণে সরমার শুষ্ক চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল!)

—"রাত্রিতে আর সে ভরসা করি নাই; এখন জ্ঞান হইতেছে, ঈশ্বর। আশীর্ব্বাদ করিলে রক্ষা পাইবে; আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি তুমি অধীর হইও না; ভগবানের নাম কর। আমি যাই।"

নগেন্দ্র বাহিরে আসিল; সরমা একটুকু অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে দাদাকে ডাকিল।

নগেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া বলিল;—

"না, সরমা ; তুমি এখন ওঘরে যাইতে পারিবে না। ঘরে যাও, আমি আবার আসিয়া সংবাদ বলিয়া যাইব।"

নগেন্দ্র চলিয়া গেল।

সরমা তখন হাত যোড় করিয়া ভগবানকে ডাকিল ;—

"দীনবন্ধু, রক্ষা কর।" কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিল ;—"অভাগিনীর মন্দভাগ্য ; যে আমার শুভ কামনা করে, তাহারই কি বিপদ হইবে! ভগবান্, আমার কপাল মন্দ ; জীবনে আমার সুখ নাই ; তবু বাঁচাও, তবু বাঁচাও।"

ক্রমে সুরেশের জ্ঞান হইল ; কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই। মস্তকে বিষম বেদনা ; নির্ঘাত প্রহারে মস্তকের অস্থি এক স্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। বহুভাগ্যে আঘাত এক পার্শ্বে সরিয়া স্কন্ধে লাগিয়াছিল, তাহাতেই জীবন রক্ষা হইয়াছিল। বেলা দু প্রহরের সময় চিকিৎসক বলিলেন, প্রথম আশঙ্কা কমিল বটে, কিন্তু রাত্রির মধ্যে প্রবল জ্বর হইবে, তখনই বড় বিপদ। সেই জ্বর পরিত্যাগের সময়ই বড় আশঙ্কার সময়। অতি সাবধানে নিয়ম মত ঔষধ সেবন করাইতে হইবে ; অতি সাবধানে শুশ্রূষা করিতে হইবে।

শুশ্রূষাকারীর অভাব ছিল না। আজিকালি অনেকেই বিদেশপ্রবাসী শিক্ষার্থী ছাত্রগণের বহু দোষের সমালোচনা করিয়া থাকেন ; তাহারা উদ্ধতপ্রকৃতি, তাহাদের রসনা সংযত নহে, তাহারা গুরু লোকের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না,—শত দোষ। কুসংসর্গ এবং কুশিক্ষার অনেক দোষ, সন্দেহ নাই। অনেক শিক্ষার্থীর চরিত্রে এ সকল দোষ দৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বহু ছাত্রের জীবনে দেবচরিত্রের পুণ্যময় প্রতিকৃতি প্রতিভাত হয়। ছাত্রজীবনের একতা, উৎসাহ, পবিত্রতা, স্বার্থশূন্যতা, পরদুঃখে কাতরভাব পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি প্রতিফলিত করে। সহবাসীর মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তাহার অবিরাম নিঃশঙ্ক শুশ্রূষা, তাহার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা, অবিচলিত যত্ন,

প্রাণপণ পরিশ্রম যিনি দেখিয়াছেন, তিনি জানেন শিক্ষার্থীর চরিত্র কত মহৎ, কত উদার, কত পূজার্হ। সহাধ্যায়ী, সহবাসীরা প্রাণপণে সুরেশের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

বেলা দু প্রহরের সময় সুরেশের যন্ত্রণার যেন কিছু লাঘব হইল, ক্রমে তাহার নিদ্রা হইল। রাত্রি নয়টার পর জ্বরের সূচনা হইল; বারটার সময় জ্বর প্রবল হইল। প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টায় ঔষধ চলিতে লাগিল। চিকিৎসক বলিলেন, শেষ রাত্রি অথবা প্রভাত সময়ে জ্বর ত্যাগের সময়; সে সময় নিরাপদে কাটাইতে পারিলে অনেকটা ভরসা হয়। সরমা পাশের ঘর হইতে সকলই শুনিল। তাহার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চিত্ত সংযত রাখিতে পারিল না—একবার দেখিবে। নগেন্দ্রকে ডাকাইল; রোগীকে একবার দেখিবার প্রার্থনা করিল। তখন সুরেশের বিকারের সূচনা হইয়াছে। সময় সময় কথার বৈলক্ষণ্য হইতেছে, সময় সময় জ্ঞানলোপ হইতেছে, ভ্রম হইতেছে। নগেন্দ্র বড় ইতস্ততঃ করিল। শেষে একবার সরমাকে লইয়া সে ঘরে গেল। সরমাকে দেখিয়া শুশ্রূষাকারীরা তথা হইতে সরিয়া গেল।

সুরেশ চক্ষু মেলিয়া সরমাকে দেখিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; চিনিতে পারিল কি না বুঝা গেল না। নগেন্দ্রের উপদেশ মত রোগীর শিয়রের পাশে বসিয়া শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা, অবদ্ধকুন্তলা পবিত্রাঙ্গী সরমা পাখা লইয়া কোমল হস্তে সুরেশের মস্তকে বাতাস দিতে লাগিল। একদৃষ্টে কতকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিল;—

"তুমি—তুমি সরমাকে চেন?"

নগেন্দ্র ইঙ্গিত করিয়া সরমাকে উত্তর দিতে বারণ করিল।

"—আমি চিনি। কিন্তু সরমা মানুষী নয়, দেবী।—তাহাকে ছুঁইতে পার: যায় না,—মানুষে ছুঁইতে পারে না।—আমি অনেক চেষ্টা করিয়া ছ—পারি নাই! পারি নাই!"

সুরেশ কাঁদিয়া ফেলিল, সরমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল।

সুরেশ তখন উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আবার বলিতে লাগিল,—

"দেখ, দেখ—অই যে সরমা বসিয়া রহিয়াছে! (সরমা সঙ্কুচিত হইয়া অন্য দিকে চাহিল।)—অই যে সরমা বসিয়া রহিয়াছে, সোণার সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছে—সোণা মণি মুক্তায় তাহার গা ঝল্‌মল্‌ করিতেছে—নিশ্বাসে পদ্মগন্ধ বাহির হইতেছে—গা দিয়া স্বর্গের জ্যোতি বাহির হইতেছে।"—(উচ্চতর স্বরে)—"সরমা কথা কহিতেছে, ডাকিতেছে—আমাকে ডাকিতেছে!—এই আসিতেছি!" বলিয়া সুরেশ শয্যা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিল। ক্ষিপ্রগতি নগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সাবধানে ধরিয়া তাহাকে শয়ান রাখিল। বরফের জলে তাহার ললাটস্থ কাপড়ের পটি পুনরায় ভিজাইয়া দিল, ঔষধ সেবন করাইল। কম্পিত কণ্টকিত কলেবরে অশ্রুমুখী সরমা বাতাস করিতে লাগিল, তাহার জলভরপরিনম্র চক্ষুতে আর দৃষ্টি শক্তি রহিল না। সুরেশ বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে নীরব হইল।

নগেন্দ্র দেখিল সরমাকে সে ঘরে আনিয়া ভাল করে নাই। সুরেশের প্রলাপোক্তি তাহার বিষম আন্তরিক যন্ত্রণার কারণ হইবে; বিশেষতঃ তখন চিকিৎসককে সে ঘরে আনার বিশেষ প্রয়োজন। নগেন্দ্র সরমাকে সে ঘর হইতে যাইবার ইঙ্গিত করিল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, চক্ষু ভরিয়া একবার দেখিয়া সরমা বিদায় হইল।

নিজের ঘরে যাইয়া, ভূমিতে পড়িয়া সরমা কাঁদিতে লাগিল;—

"—দেবী?—ঘোর পাপীয়সী! জন্মজন্মান্তরের সহস্র কোটি পাপের ভরা লইয়া নারীজন্ম লইয়াছিলাম!—আমাকে ছুঁইতে পারা যায় না?—হায়! হায়! পদের প্রান্তভাগ দ্বারা যদি একটীবার এ দেহ স্পর্শ করিতে!—সে ভাগ্য আমার নাই।—তোমার পদধূলির এক কণা হইবার যোগ্যও আমি নই!"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সূচিব্যূহ ও ব্যূহভেদ।

যে লোকটা সুরেশকে আহত করিয়াছিল, থানায় তাহার পরিচয় হইল। তাহার নাম বিশে (বিশ্বনাথ) বাগদী, পুরাতন পাপী। ইতি-পূর্ব্বে দুইবার পুলিশ কোর্টের বিচারে তাহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। পুলিশের শাসনে বিশ্বনাথ সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সেই রাত্রিতেই একজন জমাদার বরাবর বর্দ্ধমান ষ্টেসনে চলিয়া গেল; তথাতে যাইয়া কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আগত প্রত্যেক রেল গাড়ীতে অনু-সন্ধান আরম্ভ করিল। হাবড়া ষ্টেসনে সবইন্‌স্পেক্টর ও কনেষ্টবল মোতায়েন হইল, তাহারা সতর্ক ভাবে প্রত্যেক আপ্‌ট্রেনের যাত্রীগণকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘটনার দিন রাত্রি দুইটার সময় হইতে চারি জন কনষ্টেবল জোড়া-সাঁকো—ষ্ট্রীটে—নম্বর বাড়ীর সম্মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বাড়ীর সম্মুখে পায় চারি করে, বাহিরে রোয়াকে বসে; অধিক দূরে যায় না।

বাড়ীর ভিতর দোতালা বৈঠকখানা ঘরে অনন্ত বাবু। আজ তাঁহার নিদ্রা হইতেছে না। রাত্রি এগারটা, বারটা, একটা বাজিয়া গেল, অনন্ত বাবুর নিদ্রা নাই! ঘণ্টায় তিনবার করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে-ছেন, জানালার খড়্‌খড়ি তুলিয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, আবার

শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। শেষে ভিতর দিকের কপাট খুলিয়া তেলিবৌকে ডাকিলেন। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, প্রবেশ করিয়া তেলিবৌ জিজ্ঞাসা করিল ;—

"আবার কেন ?"

অনন্ত। "বিশা এখনও ফিরিতেছে না ; কোন কিছু গোলযোগ হইল না কি ?"

তেলিবৌ। "সে আবার কি ! বিশা কি কাঁচা লোক ? সে কাজ শেষ করিয়া আসিবে।"

অনন্ত। "কাজের সময় আজ আর নাই। রাত্রি যে তিনটা বাজে। বিশা যে কোন সংবাদও দিল না।"

তেলিবৌ। "তাই তো ! দুদিন তো দশটা এগারটার সময় ফিরিয়া আসিয়া খবর দিয়া গিয়াছে। হইতে পারে, আজ রাত বেশি হইয়া পড়িয়াছে, এত রাতে তোমাকে জাগাইবে ?—এতক্ষণ সে বাড়ীতে গিয়া শুইয়াছে।"

অনন্ত। "আমার ভাল বোধ হইতেছে না। ঐ খড়খড়িটা খুলিয়া একবার রাস্তার দিকে চাহিয়া দ্যাখ্‌তো ; রাস্তার ওপাশে দাঁড়াইয়া একজন পুলিশের লোক যেন এই বাড়ীর দিকে চাহিয়াছিল, দেখিয়াছি।"

তেলিবৌ জানালার কাছে যাইয়া আস্তে আস্তে খড়খড়ি তুলিল। গ্যাসের আলো জ্বলিতেছিল ; রাস্তার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল এবং পরক্ষণেই ইঙ্গিত করিয়া অনন্ত বাবুকে ডাকিল। অনন্ত বাবু দেখিলেন রাস্তার অপর পার্শ্বে পুলিশের বেশধারী একজন লোক সেই জানালার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এই লোকটাকে তিনি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই স্থানেই পায়চারি করিতে দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে লোকটী কি যেন ইঙ্গিত করিল। যে পাশে অনন্ত বাবুর বাড়ী, রাস্তার সেই পার্শ্ব হইতে সেই রকম আর একজন লোক অপর পার্শ্বে গেল। উভয়ে কি

যেন কথা হইল। দেখিয়া দেখিয়া অনন্ত বাবুর মন বড় চিন্তাকুল হইল।

অনন্ত। "রকম ভাল নহে। বিশা বোধ হয় কোনরূপ গোল-যোগ উপস্থিত করিয়া বসিয়াছে।"

তেলিবৌ। "দাঁড়াও, আমি একবার নীচের ঘর হইতে দেখিয়া আসি।"

তেলিবৌ চলিয়া গেল। অনন্ত বাবুর মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা দিল। টেবলের উপরে একটা বাক্স ছিল তাহা খুলিলেন; তাহার মধ্যে কয়েকখানা কারেন্‌সি নোট ছিল, তাহা এবং নগদ কয়েকটী টাকা সিকি দুআনি ছিল, বাহির করিলেন। এমন সময় তেলিবৌ আসিল।

তেলিবৌ। "একবার নীচে এস।"

অনন্ত। "কেন, কি দেখিলে?"

অনন্ত বাবুর স্বর ভীতিব্যঞ্জক, তাহার শরীরও কিছু কম্পিত হইতে-ছিল। তেলিবৌর সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচের ঘরে গেলেন। সেখানে তেলিবৌর নির্দ্দিষ্ট পথে জানালার ফাঁক দিয়া যাহা দেখিলেন; তাহাতে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। বাড়ীর সদর দরজার দুই পাশে রোয়াকের সিঁড়িতে বসিয়া দুইজন কনষ্টেবল; আর দুইজন নিকটেই রাস্তার উপর পদচারণা করিতেছে। রাস্তার অপর পার্শ্বে পুলিশ বেশধারী সেই লোকটী মিঠাইর দোকানের সিঁড়িতে বসিয়া চুরট টানিতেছে। অনন্ত বাবুর আর বুঝিবার বাকী রহিল না। বিশা অবশ্যই একটা কিছু করি-য়াছে, ধরা পড়িয়াছে, সকল কথা স্বীকার করিয়াছে, সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইয়াছে; পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে, প্রভাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবে! অনন্ত বাবু উপরের ঘরে গেলেন।

অনন্ত। "এখন উপায়?"

তেলিবৌ। "ভয় কি? বিশা ধরা পড়িলেই তোমার কি?"

অনন্ত। "আমার কি! বিশা যদি সকল কথা প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে কি পুলিশ আমাকে ছাড়িবে ?"

তেলিবৌ। "কেন, পুলিশ বাধ্য করিতে পারিবে না ? পুলিশ তো চিরকাল তোমার বাধ্য।"

অনন্ত। "কাঞ্চনপুর হইলে পারিতাম ; কলিকাতায় নয়। আমাকে পলাইতে হইবে।"

তেলিবৌ। "পলাইতে হইবে! কেমন করিয়া পলাইবে?— দরজায় যে পুলিশ বসিয়াছে। তুমি পলাইবে, আমার উপায় কি হইবে ?"

অনন্ত। "তোকে আবার কি করিবে ? তুই মেয়ে মানুষ, কিছু জানিস্‌না বলিস্‌।"

তেলিবৌ। "যদি থানায় লইয়া যায়, অত্যাচার করে ; পুলিশের অসাধ্য কি ?"

অনন্ত। "তোর কিছু করিতে পারিবে না ; আমি তোকে বাঁচাইব। দ্যাখ্‌তো টাকা কতটা আছে।"

তেলিবৌর কাণে কথাগুলি ভাল লাগিল না। অনন্ত বাবু আত্মরক্ষার জন্য পলাইতেছে, টাকা কড়ি লইয়া যাইতেছে ; সে কি আর তেলিবৌর দিকে চাহিবে ?

তেলিবৌ একটা ট্রাঙ্ক খুলিল, তাহার মধ্য হইতে তিন শত টাকার নোট বাহির করিল। অনন্ত বাবু তাহার হাত হইতে নোট গুলি লইলেন।

"নগদ কিছু আছে ?"

তেলিবৌ। "এই সাত টাকা মাত্র।"

অনন্ত। "মোটে এই আছে ? সে দিন তোর কাছে চৌদ্দশত টাকা দিয়াছি ; সব গিয়াছে ?"

তেলিবৌ। "যাইবে না! তোমার খরচ কত, একবার ভাবিয়া দেখনা কেন?"

অনন্ত। "কৈ এ কয়দিনে বেশী খরচ কিসে করিলাম?"

তেলিবৌ। "কেন, এই তো আমার এক ছড়া হার বানাইতে দশ ভরি সোণা লাগিবে বলিয়াছ।"

অনন্ত। "তা সোণা তো আর কেনা হয় নাই।"

তেলিবৌ। "কে বলিল কেনা হয় নাই? সোণা কিনিয়া যে সেঁকরাকে দিয়াছি। অবিশ্বাস হয়, সোণা ফিরাইয়া আনিও।—নগেন্দ্রের বাসার চাকরাণীটাকে বাধ্য করিবার জন্য আহ্লাদীকে পঁচিশ টাকা দিয়াছি। বিশাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়াছি——"

অনন্ত। "তুই আমার সর্ব্বনাশ করিবি!"

তেলিবৌ। "তোমার সর্ব্বনাশ বৈ কি! নিজের কুল মান, ধর্ম্ম পরকাল খাইয়া এতকাল ফরমাইস্ খাটিতেছি; বামুন মানি নাই, শূদ্র মানি নাই; নিজের প্রাণের ভয় করি নাই, ধর্ম্মের ধার ধারি নাই;— তোমার সর্ব্বনাশ করি? নিজের চক্ষু দুটা বশ রাখিতে পার না, লোভটা দমন রাখিতে পার না, টাকার সময় হিসাব!"

অনন্ত। "থাক্, তেলিবৌ, রাগ করিস্ না। সাত টাকা তোর কাছে থাক।"

তেলিবৌ। "সাত টাকায় কি হইবে? এখনি ঘরে পুলিশ আসিবে; রুলের গুতো খাবো?"

পুলিশ! রুলের গুতা! অনন্তবাবু তাড়াতাড়ি তাহাকে আরও দশটা টাকা দিয়া বলিলেন;—

"তেলিবৌ, তোর সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ। কোনবার এমন বিপদে পড়ি নাই; এবার রক্ষা পাইলে আর না।"

তেলিবৌ। "ভাল; আমার উপায়?"

অনন্ত। "তোর সুবিধা করিয়া দিব।"—তখন অনন্তবাবু তেলি-বৌর হাত ধরিয়া পুনরায় বলিলেন ;—"তুই সাবধান থাকিস্ ; পুলিশ ধম্‌কাইলেও কিছু বলিবি না। যদি কোন হাঙ্গামা হয়, ঠিক থাকিস্ ; যত টাকা লাগে আমি দিব।"

এমন সময় রাস্তায় কে যেন সিস্ দিল। অনন্তবাবু তেলিবৌকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"মাণিক কি ফিরিয়াছে ?"

তেলিবৌ। "না।"

"তুই একটুকু অপেক্ষা কর্," বলিয়া অনন্তবাবু সে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তেলিবৌ দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল, অনন্তবাবু মাণি-কের শয়ন ঘরে গেল।

ভবিষ্যতের উপায় সকলেই চিন্তা করে। তেলিবৌ দেখিল, অনন্ত বাবু পলাইতেছে, অবশ্যই একটা কিছু ভাবি বিপদের হেতু উপস্থিত হইয়া থাকিবে। এ সময় কিছু টাকা কড়ি হাতে থাকা ভাল। তেলিবৌ একখানা একশত টাকার নোট গোপন করিল। কিছু কাল পরেই অনন্ত বাবু সে ঘরে আসিলেন। তখন আর তাহার পূর্ব্ব বেশ নাই। নিজের কাপড় জামা ছাড়িয়া অনন্তবাবু মাণিকলালের পরিত্যক্ত ময়লা ধুতি, জামা, কাপড় পরিয়াছেন। গায় মাথায় ধুলি মাখাইয়া সুগন্ধি তৈলসিক্ত চিক্কণ কেশ ও পরিমার্জ্জিত মুখ বিবর্ণ করিয়াছেন। অনন্ত বাবু দেখিতে বড় সুশ্রী পুরুষ ছিলেন না। বসন্তের দাগে তাঁহার স্বাভা-বিক কৃষ্ণ মুখ স্বভাবতঃই কলঙ্কিত ছিল। তাহাতে মলিন বেশ, বিপর্য্যস্ত বেশ, ভীতিশুষ্ক মুখ, আরক্ত চঞ্চল চক্ষু দেখিয়া তেলিবৌ চমকিয়া উঠিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া অনন্তবাবু দেরাজের উপর হইতে একটা বোতল নামাইলেন, (তাহা বহুমূল্য সুরায় পরিপূর্ণ,) তাহা হইতে এক গ্লাস পান করিলেন।

অনন্ত। “আমি এখন যাই, সাত দিন পরে তোর কাছে সংবাদ পাঠাইব।”

তেলিবৌ। “তুমি কোথায় যাইবে?”

অনন্ত। “তা এখন ঠিক্ বলিতে পারি না।”

অনন্তবাবু নোট ও টাকাগুলি আপনার বস্ত্রাভ্যন্তরে বাঁধিয়া লইলেন। তখন পুনরায় তেলিবৌর হাত ধরিয়া বলিলেন ;—

“তেলিবৌ, মনে রাগ রাখিস্ না। তোকে আমি বড় মানুষ করিয়া দিব।”

অনন্ত বাবুর হাতে হীরার অঙ্গুরি জ্বলিতেছিল। তেলিবৌ বলিল ;— “এই বেশে চলিলে ; হাতে কি আর হীরার আঙ্গটী মানাবে?”

অনন্ত বাবু তখন আঙ্গটীটা খুলিয়া তেলিবৌর হাতে পরাইয়া দিয়া আরও কি আদর প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেন, তেলিবৌ সরিয়া গেল।

অনন্তবাবু আর বিলম্ব করিলেন না। তিনটা বাজিল। আস্তে আস্তে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পশ্চিমের ঘরের ছাদে উঠিলেন। সেখান হইতে পাশের বাড়ীর একতালা ছাদে লাফ দিয়া পড়িলেন ; তথা হইতে কোন দিক দিয়া যে কোথায় গেলেন, তেলিবৌ আর দেখিতে পাইল না। সে তখন বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিল।

অনন্তবাবু পলাইলেন। তেলিবৌ ভাবিল,—আমি থাকিয়া কি করিব? অপরাধী হইলে হইবে অনন্ত বাবু, বিশা বাগদী ; আমি স্ত্রীলোক, আমাকে কেন ধরিবে? সে ক্রমে সকলগুলি বাক্স, ট্রাঙ্ক দেরাজ খুলিল ; যেখানে টাকা কড়ি পাইল, একত্র করিল। সেবাড়ীতে তেলিবৌ ধনাধ্যক্ষ ছিল। অনন্তবাবু বড় মানুষ, হিসাবপত্র রাখিতেন না; আবশ্যক হইলে তাহার নিকট হইতে লইয়া খরচ করিতেন। তেলিবৌ টাকা নাই বলিলে, টাকা সংগ্রহ করিতেন। নোট ও নগদে প্রায় এগার শত টাকা একত্র হইল। একটী ষ্টিল ট্রাঙ্কে সেই সমস্ত টাকা,

ভালভাল কাপড়, জামা, চিরুণী, আর্‌সী, রূপার পাণের বাটা, সোণার চেইন বদ্ধ করিল। অভিপ্রায়, প্রভাতে তাহা লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে। জানালা দিয়া দেখিল পুলিশের লোক সেই খানেই আছে। তখন সেঘরের তালা চাবি বদ্ধ করিয়া ট্রাঙ্কটা নিজের শয়নঘরে চৌকির নীচে রাখিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

চোরের পলায়ন ও বুদ্ধির আবির্ভাব।

রাত্রি ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিল। প্রাচীন দ্বারবান রামসিংহ তখনও সদর দরজার পাশের ঘরে নিদ্রিত।

এমন সময় সদর দরজায় আঘাতের শব্দ শ্রুত হইল। অনেক হাঁকা-হাঁকির পর রামসিংহ দরজা খুলিয়া দিল। অমনি দুই জন কনষ্টেবল ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইল, দুই জন দরজার বাহিরে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিল; আর দুই জন ভিতরে অগ্রসর হইয়া রামসিংহকে জিজ্ঞাসা করিল;—

"অনন্তবাবু ভিতরে আছেন?"

"আছেন; খবর দিব?"

"না, খবর দিতে হইবে না; আমরা উপরে যাইতেছি।"

"বিনা অনুমতিতে কাহারও উপরে যাইবার হুকুম নাই।"

"চুপ কর; মোহনলাল, হুসিয়ার থাক। খবরদার, কাহাকেও বাহিরে যাইতে দিও না; কাহাকে ভিতরেও ঢুকিতে দিও না।"

রামসিংহ বড় আপত্তি করিল; তাহাকে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দুই জন উপরে উঠিতে লাগিল। রামসিংহ তখন চীৎকার করিতে লাগিল।

যে দুই জন উপরে উঠিল, তাহার একজন পুলিশের ইনস্‌পেক্টর, অপরটী জমাদার। উপরে উঠিয়া বৈঠকখানা ঘর বাহির হইতে কুলুপ আঁটা দেখিল। তখন উভয়ে বারান্দা দিয়া তেলিবৌয়ের শয়ন ঘরের নিকট যাইয়া ডাকিল ;—

"ঘরে কে আছ ?"

ঘর ভিতর হইতে বদ্ধ দেখিয়া এবং কোন উত্তর না পাইয়া দরজায় জোরে আঘাত করিয়া উচ্চস্বরে আবার ডাকিল ;—

"ঘরে কে আছ, দরজা খোল ; নতুবা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

তখন তেলিবৌ শয্যা হইতে উঠিল এবং চক্ষু মুছিতে মুছিতে দরজা খুলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"আপনারা কে ?"

"আমরা পুলিশের লোক।"

"এখানে কেন ?"

"এ বাড়ীতে অনন্তলাল মুখোপাধ্যায় কেহ আছেন ?"

"——কি নাম বলিলেন ?"

"অনন্তলাল। কোন্ ঘরে আছেন ?"

"অনন্তলাল !—অনন্তবাবু ? তিনি বাড়ীতে নাই।"

"বাড়ীতে নাই ! মিথ্যা বলিতেছ।"

ইনস্‌পেক্টর বাবু জমাদারের হাত হইতে রুলটা লইয়া পুনরায় বলিলেন,—

"মিথ্যা বলিতেছ ; অনন্তবাবু এই বাড়ীতেই আছেন।"

"মিথ্যা বলিব কেন ? খুঁজিয়া দেখুন, দেখা পান, ভাল।—আর আপনারা এখানে কেন ? খবর নাই, বার্ত্তা নাই, আপনারা জোর করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন ; এ কেমন রকম ?"

"রকম ক্রমে বুঝিতে পারিবে।"

"সে কি মহাশয়, এ কি মহারাণীর মুলুক নয়? চুরি না, ডাকাত্তি না, আপনারা গৃহস্থ বাড়ীতে ঢুকিয়া মেয়ে মানুষের অপমান করিতেছেন!"

ইনস্‌পেক্টর তখন মোহনলালকে ডাকিলেন; থানায় বিশ্বনাথের মুখে তেলিবৌর প্রকৃতি ও ব্যবসা সম্বন্ধে ইনস্‌পেক্টর বাবু কিছু কিছু শুনিয়া ছিলেন। মোহনলাল উপরে আসিলে বলিলেন;—

"স্ত্রীলোকটা বড় বজ্জাত; ইহাকে চোখে চোখে রাখিও; সাবধান কোন দিকে যেন না পালায়।"

আদেশ শুনিয়া মোহনলাল দৃঢ় মুষ্টিতে তেলিবৌর নিটোল হাত ধরিয়া ফেলিল। তেলিবৌ চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিল। ইনস্‌পেক্টর বাবু তখন মোহনলালকে তেলিবৌর হাত ধরিতে বারণ করিয়া সাবধানে কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া জমাদারকে সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া ঘরের সকল স্থান আলমারির পশ্চাতে, সিন্ধুকের পশ্চাতে, আলমারির মধ্যে, সিন্ধুকের মধ্যে, আলনার পাশে, খাটের নীচে, চৌকীর পাশে,—কোন স্থানে অনন্ত বাবুকে পাইলেন না। পশ্চিমের ঘর, মাণিকের ঘর, সমস্ত অনুসন্ধান করিলেন; তাহার পর কুলুপ খুলিয়া বৈঠকখানা ঘর বিশেষ করিয়া খুঁজিলেন, নীচের সমস্ত ঘর খুঁজিলেন, উপরের ছাদ, আলিসার কোণ—কোন স্থানেও অনন্ত বাবুকে পাইলেন না। নীচের একটা ছোট ঘরে পূর্ণাকে পাইলেন, তাহাকে এবং দ্বারবান রামসিংহকে উপরে লইয়া গেলেন।

ইনস্‌পেক্টর বাবু তখন তেলিবৌর সাক্ষাতে রামসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"রাত্রিতে অনন্তবাবু এ বাড়ীতে ছিলেন?"

তেলিবৌ চঞ্চল দৃষ্টিতে রামসিংহের দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিতে প্রকৃত কথা গোপন করিতে বলিল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু রুল উত্তোলন করিয়া

তেলিবৌকে সাবধান হইতে বলিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ রামসিংহ ইঙ্গিত বুঝিল না। সে বলিল;—

"ছিলেন।"

"কখন চলিয়া গিয়াছেন?"

"তাহা আমি জানি না।"

"তুমি দ্বারবান, তুমি জান না!"

"সদর দরজা দিয়া তিনি যান নাই।"

"বাড়ী হইতে বাহির হইবার আর কোন দরজা আছে?"

"না।"

রামসিংহ যে সত্য কথা বলিতেছে, ইন্স্পেক্টর বাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন। অনন্ত বাবু যে শেষ রাত্রিতে বাড়ী হইতে পলাইয়াছেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ রহিল না। পশ্চিমের ছাদ হইতে পাশের বাড়ীর ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া যে অনন্ত বাবু পলাইয়াছেন, তাহাও ইন্স্পেক্টর বাবু অনুমান করিলেন। তখন পূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"অনন্তবাবু কোথায়?"

তেলিবৌ বলিল;—"ও পাগল, ও কি বুঝিবে? ইনস্পেক্টর বাবু কর্কশ স্বরে তেলিবৌকে কথা বলিতে বারণ করিলেন; তেলিবৌ তখন চুপ করিয়া রহিল।

ইন। "অনন্ত বাবু কোথায়?"

পূর্ণা চাহিয়া রহিল!

ইন। "দু ঘা লাগাইব? রুলের গুতো খাইলে বোবার মুখ ফোটে।"

তখন রামসিংহ বলিল;—"ও পাগল।"

বাস্তবিক পূর্ণা তখন প্রাকৃতিক সুস্থাবস্থায় ছিল না। সরমার উদ্ধার সাধন কার্য্যে সহায়তা করার পর হইতে তাহার মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। কথা বলে না, খায় না, ঘুমায় না।

ইনস্পেক্টর বাবু দেখিলেন যে, প্রকৃত কথা তেলিবৌ জানে; কিন্তু সহজে তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করা যাইবে না। তখন তথায় আর কালক্ষেপ অনাবশ্যক মনে করিয়া তেলিবৌ ও রামসিংহকে লইয়া বাহির হইলেন। কতকগুলি চিঠি কাগজপত্র যাহা অনুসন্ধানে পাইয়াছিলেন, আবশ্যক বোধে তাহা সঙ্গে লইলেন। একজন কনষ্টেবল ও দুই জন পাহারাওয়ালাকে বাড়ীতে মোতায়েন রাখিয়া আর সকলকে লইয়া থানায় চলিয়া গেলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ইনস্পেক্টর মনে করিলেন, রাত্রি কালেই কেন বাড়ীতে প্রবেশ করি নাই!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ডালে ডালে ও পাতায় পাতায়।

থানায় আসিয়া তেলিবৌর সাহস কমিল। সেই অপরিচিত বৃহৎ অট্টালিকা, মৃদু কথার উচ্চ গম্ গম্ শব্দ, দেখিয়া শুনিয়া তাহার সাহস কমিল। চারিদিকে লাল পাগড়ীধারী, বিশাল শ্মশ্রু গুম্ফ পরিমণ্ডিত মুখ, বিপুলদেহ লোক দেখিয়া তেলিবৌর মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। কোট পেণ্টুলানপরা সঙ্গীনধারী সাহেব সার্জ্জেণ্ট দেখিয়া তেলিবৌর বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়; কতক ভয়ে, কতক নিরাপদে নিষ্কৃতি লাভের ভরসায়; কতক পুরস্কারের লোভে, কতক শারীরিক শাস্তি বিধানের আশঙ্কায়—তেলিবৌ সকল কথা প্রকাশ করিল। কত শিক্ষিত চতুর নগরবাসী সত্য বলিতে যাইয়া মিথ্যা বলিয়া ফেলে; মিথ্যা বলিতে যাইয়া সত্য বলিয়া ফেলে; একে দশ বলে, দশে এক বলে; তা তেলিবৌ তো হাজার হইলেও একজন সামান্য গ্রাম্য স্ত্রীলোক—কোন কথা গোপন রাখিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসায় আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত বলিল।

সরমার প্রতি অনন্তবাবুর দীর্ঘ দিনের লোভ, অনন্তবাবুর উত্তেজনায় সরমাকে পিতৃগৃহ হইতে সরাইবার চেষ্টা, ডাকঘরের বন্দোবস্ত, সরমার চিঠি পত্র অনন্তবাবুকে দেখান, নগেন্দ্রের সঙ্গে সরমার কলিকাতা আশার পরামর্শ হইলে অনন্তবাবুর প্রেরিত বিনামি চিঠি সরমার পিতার নিকট পৌঁছাইয়া সে পরামর্শ ব্যর্থ করা, নগেন্দ্রের নিকট আনিবে বলিয়া অনন্তবাবুর পরামর্শে এবং অর্থসাহায্যে সরমাকে জোড়াসাঁকো—নম্বর বাড়ীতে আনিয়া আবদ্ধ রাখা, তথা হইতে নগেন্দ্র ও সুরেশ কর্ত্তৃক সরমার উদ্ধার—একে একে সকল কথা তেলিবৌ বলিল। সরমা যে সুরেশকে ভালবাসিত, চতুরা তেলিবৌ তাহা জানিত; তাহা, সুরেশের সঙ্গে সরমার বিবাহ দিবার চেষ্টা যে নগেন্দ্র করিতেছিল, তাহা, মাতা পিতা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়াও কেবল সুরেশের পরামর্শ-উদ্যোগে এবং অর্থসাহায্যে যে নগেন্দ্র কর্ত্তৃক সরমা কলিকাতায় আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহা, অনন্তবাবুর অভিসন্ধি সম্পূরণ পক্ষে সুরেশই যে একমাত্র প্রবল অন্তরায়, তৎসমস্ত বলিয়া ফেলিল।

ইনস্‌পেক্টর বাবু তখন বিশার কথা পাড়িলেন। বিশা পূর্ব্বেই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তেলিবৌ এখন গোলযোগ আরম্ভ করিল। সকল কথা জানে না, অথবা জানিয়া প্রকাশ করে না; একবার 'হাঁ' বলে, পরক্ষণেই 'না' বলে। অনেক ইতস্ততের পর জানা গেল যে, অনন্তবাবু বিশ্বনাথকে চারি পাঁচ দিন হইল ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে তেলিবৌ বিশাকে কোন দিন দেখে নাই। অনন্তবাবু আর বিশ্বনাথে কি কথাবার্ত্তা হয়, তেলিবৌ তাহা জানে না। তবে অনন্তবাবুর আদেশমতে তেলিবৌ বিশাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়াছিল। একদিন বিকাল বেলায় এই টাকা দেয়। সেদিন রাত্রি দশটার সময় বিশা অনন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। তাহার পর আর দুই দিন রাত্রি ১০টা ১১টার সময় বিশা অনন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া-

ছিল। কি কথাবার্ত্তা হয়, তেলিবৌ তাহা জানে না। সে গৃহকাজে থাকিত, নিজের ঘরে থাকিত; না ডাকিলে বৈঠকখানায় যাইত না, সুতরাং কথাবার্ত্তা সে শুনে নাই। পূর্ব্ব রাত্রিতে বিশা আর আসে নাই।

তখন ইনস্‌পেক্টর বাবু তেলিবৌকে আর এক কুঠরীর কাছে লইয়া গেলেন। সেখানে বিশ্বনাথ বসিয়াছিল। তাহার হাতে হাতকড়া, পায়ে শিকল। লোহার মোটা মোটা শিক দেওয়া দরজা, দরজার সম্মুখে যম-দূতের ন্যায় বিশালদেহ বন্দুক সঙ্গীনধারী প্রহরী। দেখিয়া তেলিবৌর বুক কাঁপিতে লাগিল। ইনস্‌পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"ইহাকে চিনিতে পার?—ইহার নাম কি?"

তেলিবৌ। "এই যে বিশ্বনাথ বাগ্দী!"

ইনস্। "কত টাকা ইহাকে দিয়াছিলে?"

তেলিবৌ। "আমি টাকা কোথায় পাইব?"

ইনস্। "অনন্তবাবু যে দিতে বলিয়াছিলেন।"

তেলিবৌ। "সেই টাকা? অনন্তবাবুর আদেশে ইহাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়াছিলাম।"

ইনস্‌পেক্টর বাবু তখন তেলিবৌকে পূর্ব্ব পরিচিত ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন;—

"বিশার দশা দেখিলে, সকল কথা ঠিক করিয়া বলিও, কিছু গোপন করিও না।"

তেলিবৌর গা কাঁপিতেছিল, কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল;—

"দোহাই আপনার; আমি সত্য কথা বলিতেছি।"

ইনস্। গত রাত্রির কথা বল। অনন্ত বাবু ওবাড়ীতে ছিলেন কি না, কখন পলাইয়াছেন, কোন দিক দিয়া পলাইয়াছেন, বল।"

তেলিবৌ ইতস্ততঃ করিল, এপাশ ওপাশে চাহিল; শেষে বলিল;—

"গত রাত্রিতে অনন্তবাবু কোথায় ছিলেন আমি জানি না।"—আবার পরক্ষণেই বলিল,—"রাত্রিতে এক বার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন।

ইনস্‌পেক্টর বাবু তখন পার্শ্বস্থ একজন কন্‌ষ্টেবলকে ইঙ্গিত করিলেন। কন্‌ষ্টেবল অল্পক্ষণ মধ্যেই একটা সাঁড়াসী, দুইটা বিলাতী সন্না, এক চোঙ্গা সূচ, আর একটা কাচের কৌটা আনিল। ইনস্‌পেক্টর তখন তেলিবৌকে বলিলেন ;—

"শোন, যাহারা সত্য কথা গোপন করিয়া মিথ্যা বলে, এই সন্না দিয়া পুলিশের লোক তাহাদের চোখের পাতার লোম জোর করিয়া টানিয়া ফেলিয়া দেয় ; এই সাঁড়াসী দিয়া হাত পায়ের আঙ্গুলের ডগা পিষিয়া দেয় ; এই সূচ আঙ্গুলের মাথায় নখের নীচে বিঁধিয়া দেয়।—"

তেলিবৌ। "দোহাই আপনার ; আমি সত্য কথা বলিব।"

ইনস্। "আর দেখ, এই কৌটার দিকে চাহিয়া দেখ। দু হাত বাঁধিয়া তাহাদের খালি পিঠের উপর এই বিছা ছাড়িয়া দেয়। বিছার কামড়ে বড় বিষ ; যাদের গা নরম, মাংস বেশি, কামড় তাহাদের বড় বেশি লাগে।"

কাচের কৌটায় বৃশ্চিকগুলি কিল্‌ বিল্‌ করিতে লাগিল। তেলিবৌ ইনস্‌পেক্টর বাবুর পায় পড়িল, কাঁদিয়া বলিল ;—

"আমি সত্য কথা বলিব ; আমাকে শাস্তি করিবেন না।"

ইনস্। "বল।"

তেলিবৌ। "অনন্ত বাবু ও বিশা বাগ্দীতে যখন যখন কথা হইয়াছে, একদিনও আমি কাছে ছিলাম না। আমি——"

ইনস্। "দেখ তুমি স্ত্রীলোক ; সহজে আমরা স্ত্রীলোককে কষ্ট দেই না। তুমি কথা গোপন করিও না।"

তেলিবৌ। "আমি কিছু গোপন করিব না ; সকল কথা বলি-

তেছি। প্রথম দিন আমি কাছে ছিলাম না। কলিকাতায় অনন্তবাবুর টাকা কড়ি আমার কাছে থাকিত; তাঁহারই আদেশে সেদিন আমি ৪৫ টাকা দেই! পঞ্চাশ টাকা দিবার কথা ছিল; বিশাকে বলিয়া কহিয়া পাঁচ টাকা আমি নিজে রাখি। দ্বিতীয় দিন রাত্রি প্রায় দশ টার সময় বিশা আবার আসে। ব্যাপার টা কি জানিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। আমি জানালার নিকট গোপনে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, অনন্ত বাবু বলিতেছেন,—'আজও কাজ হইল না! তোকে দিয়া এ কাজ হইবে না।' বিশা বলিল,—'এত রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম, দেখা পাই-লাম না। বোধ করি সেই বাড়ীতেই আজ থাকিবে। আমার দোষ কি?' অনন্তবাবু বলিলেন;—'কাল যেন কাজ হাসিল হয়।' 'যে আজ্ঞে' বলিয়া বিশা উঠিল; আমি তাড়াতাড়ি পলাইলাম। তার পরদিন আমি থাকিতে পারিলাম না; অনন্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কোন্ কাজে বিশাকে নিযুক্ত করিয়াছেন?' অনন্ত বাবু আমাকে বলিলেন না; স্ত্রীলোকের শুনিবার আবশ্যক নাই বলিয়া আমাকে চুপ থাকিতে বলিলেন। তখন আমার রাগ হইল; আমি বলিলাম,—'আমাকে অবিশ্বাস? আমি যে অনেকটা জানিতে পারিয়াছি। বিশা কাল পারে নাই, আজ হাসিল করিয়া আসিবে।' তখন তিনি আর গোপন করি-লেন না; বলিলেন,—'নগেন্দ্রকে সরাইতে না পারিলে সরমাকে হাত করিতে পারিতেছি না; তাই বিশাকে নিযুক্ত করিয়াছি।' আমি ভাবি-লাম, নগেন্দ্রবাবুকে ধরিয়া লইয়া কোথায়ও গোপন করিয়া রাখিবে।"

ইন্‌স। "তোমার মনে আর কিছু হয় নাই!"

তেলিবৌ। "না। আমি মিছা বলিতেছি না। তাহার পরদিন রাত্রি প্রায় এগারটার সময় বিশা আবার আসিল, সে পরশ্ব দিন। বিশা আসিলে সে ঘরে আমার যাওয়া নিষেধ ছিল। আমি পূর্ব্বদিনের মত জানালার আড়ালে দাঁড়াইলাম। শুনিলাম, বিশা বলিতেছে;—'তা কি

করিব? ছোঁড়াটা আজ সকাল সকালেই বাহির হইয়াছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গে আরও তিন চারি জন ছিল; একত্রে কথা কহিতে কহিতে চলিল। আমি পাছে পাছে চলিলাম। তার পর তাহারা বাড়ীতে ঢুকিল। আমার অপরাধ নাই। কাল কাজ শেষ করিব।' শেষে বিশা উঠিল, আমিও সরিলাম।"

ইন্‌স। "গত রাত্রির খবর কি?"

তেলিবৌ। "গত রাত্রিতে আমার ঘরে আমি শুইয়াছিলাম। অনন্ত বাবু বৈঠকখানা ঘরেই থাকেন, সেখানেই ছিলেন। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আমাকে ডাকেন। দেখিলাম অত রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। অনন্তবাবুর কথামত জানালার খড়খড়ির ভিতর দিয়া বাড়ীর সম্মুখে তিন চারিজন পুলিশের লোক দেখিতে পাই। তাহার পূর্ব্বেও নাকি ঐরূপ পুলিশের লোক বাড়ীর সম্মুখে ছিল, অনন্তবাবু বলিলেন। নীচের ঘরে নামিয়া জানালার ফাঁক দিয়াও দুই তিন জন কন্‌ষ্টেবলকে বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। তখন অনন্তবাবু বলি-লেন,—'বিশা বুঝি কোন গোলযোগ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে এবং সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে, তাই পুলিশের লোক আমাকে ধরিবার জন্য বাড়ীর সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছে।"

ইন্‌স। "তার পর?"

তেলিবৌ। "তার পর রাত্রি তিনটার সময় তিনি পলায়ন করেন।"

ইন্‌স। "কোন পথ দিয়া পলাইলেন?"

তেলিবৌ। "পশ্চিমের ঘরের ছাদ হইতে লাফাইয়া পাশের বাড়ীর ছাদে পড়েন; তথা হইতে কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমি জানি না।"

ইনস্। "তোমাকে বলিয়া যান নাই?"

তেলিবৌ। "না।"

ইনস্। "কি রকম পোষাকে গিয়াছেন?"

তেলিবৌ। "নিজের কাপড় জামা ফেলিয়া মাণিকের কাপড় জামা পরিয়া গিয়াছেন।"

ইনস্। "মাণিক কে?"

তেলিবৌ। "তাঁহার চাকর।"

একজন কনষ্টেবল বলিল মাণিককে হাজির করা গিয়াছে।

ইনস্। "টাকা কড়ি কিছু সঙ্গে নিয়াছেন?"

তেলিবৌ। "প্রায় পাঁচ শত টাকা নোট ও নগদে নিয়াছেন।"

ইন্‌স। "তোমার চলিবে কিসে?—খরচপত্র দিয়া গিয়াছেন?

তেলিবৌ। "আমাকে দশ টাকা দিয়া গিয়াছেন।"

ইন্‌স। "তোমার খাটের নীচে ট্রাঙ্কে অত টাকা; কোথায় পাইলে?"

তেলিবৌ। "সে টাকা আমার।"

ইন্‌স। "অনন্তবাবু দিয়াছে?"

তেলিবৌ। "শুধু অনন্তবাবু দিবেন কেন? আমার অনেক দিনের টাকা।"

ইন্‌স। "বটে?"

আরও অনেক কথা হইল; ইন্‌সপেক্টর সকল কথা লিখিয়া লইলেন। বলিলেন;—

"কোন ভয় নাই, তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না; কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না। তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে; তোমার নামে শমন হইবে। বিচারের দিন মাজিষ্ট্রেটের নিকট সকল কথা বলিতে হইবে; আজ যেমন বলিলে, তেমনি যথার্থ বলিবে।"

তার পর মাণিক ও রামসিংহ যাহা জানে, বলিল। তখন নিয়মিতরূপ মুচলিকা দিয়া তেলিবৌ, মাণিক ও রামসিংহ থানা হইতে ফিরিল।

তাহার পরদিন সংবাদপত্রে সকল কথা সহরময় প্রচার হইল।

বিশ্বনাথ পুলিশের নিকট যেরূপ বলিয়াছিল, মাজিষ্ট্রেটের নিকটও সেইরূপ স্বীকারোক্তি করিল। চিকিৎসকের জবানবন্দীতে সুরেশচন্দ্রের সঙ্কটাবস্থা এবং তিনি যে শীঘ্র কোর্টে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, তাহা জানিতে পারিয়া মাজিষ্ট্রেট বিচারের দিন আট দিবস পরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বিশ্বনাথ হাজতে প্রেরিত হইল, সাক্ষীদিগের নামে শমন হইল। অনন্ত বাবুর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতার সাধ ও পুত্রের ইচ্ছা।

যথাসময়ে সুরেশের চিঠি মাতার নিকট পৌঁছিল। চিঠির মর্ম্ম অবগত হইয়া মাতা ভাবিয়া অস্থির হইলেন। সুরেশ তাঁহার একমাত্র সন্তান। সুরেশ বড় হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, চাকরী পাইয়াছে। ভাল ঘর, সুন্দরী মেয়ে খুঁজিয়া সুরেশের বিবাহ দিবেন, বধূকে লইয়া ঘর সংসার করিবেন,—কত সাধ! ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে সাংসারিক কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেব সংসার সুখস্বচ্ছন্দে যাহাতে চলে, তালুক ও নগদ সম্পত্তিতে সুরেশের আয় তাহা অপেক্ষা অধিকই ছিল। দিব্য বাড়ী ঘর, পুকুর বাগান; লোকজন, দাস দাসী; ক্রিয়া-কাণ্ড, পূজা অর্চ্চনা—সকলই ছিল। গ্রামে সম্মান, সমাজে প্রতিপত্তিও বেশ ছিল। অনেক দিন হইল মাতা সুরেশের বিবাহের চেষ্টা করিতে-ছিলেন; অনেক সুপাত্রীও পাইয়াছিলেন; কিন্তু সুরেশের আপত্তি—শীঘ্র বিবাহ করিবে না। ক্রমে মাতা জানিতে পারিলেন; পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। মাতা কোন দিন সরমাকে দেখেন নাই; কিন্তু নগেন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন। সুরেশ যে অনেকবার নগেন্দ্রদের বাড়ীতে গিয়াছিল, মাতা তাহা জানিতেন। একবার সুরেশও নগেন্দ্রকে

নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের ব্যবহারে মাতা বড় প্রীত হইয়াছিলেন। মাতা তাহাকে নিজ সন্তানের মত দেখিলেন। নগেন্দ্রের নিকট তাহাদের সাংসারিক সকল কথা শুনিলেন; সরমার কথা শুনিলেন। তখন মাতার মনে প্রকৃত কথার আভাস পরিস্ফুরিত হইল। সরমা যে স্বভাব কুলিনের কন্যা, সুরেশের আকাঙ্ক্ষা যে পরিপূর্ণ হইবার নহে, মাতা তাহা জানিতেন; সুতরাং হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন। কালে সরমার বিবাহ হইল; অদৃষ্টদোষে সরমা বিধবা হইল; মাতা সকলই শুনিলেন। তখন তাঁহার ভরসা হইল। দেখিয়া শুনিয়া অন্য এক স্থানে সম্বন্ধের চেষ্টা করিলেন; সুরেশ অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। যাহা হউক, মাতা মনে করিলেন সুরেশ এখন ক্রমে পথে আসিবে।

কিন্তু পুত্রের চিঠি পাইয়া মাতা একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। বিধবা-বিবাহ! কুল মান যাইবে, সমাজ-প্রতিপত্তি সকল বিসর্জ্জন দিতে হইবে! ঘর-সংসারের এত যে সুখের সাধ, বধূ ঘরে আনিয়া এত যে আমোদ, মাতৃহৃদয়ের নিভৃত পবিত্র কক্ষে সযত্নে পরিপুষ্ট দীর্ঘ দিনের এত যে আকাঙ্ক্ষা,—সকল মিথ্যা হইবে! মাতা ভাবিয়া ভাবিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। একবার ভাবিলেন—চিঠি লিখিয়া বারণ করিবেন; আবার ভাবিলেন—কলিকাতা যাইবেন, সুরেশকে বাড়ীতে লইয়া আসিবেন, কি কাজ বিদেশে চাকরী দিয়া?—বুকের ধন বুকে করিয়া রাখিবেন; দুদিনে বাছা সকল ভুলিয়া যাইবে। ভুলিবে কি?—কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

তাহার পর দিন নগেন্দ্রের চিঠি আসিল। নগেন্দ্র চিঠির শেষ ভাগে লিখিয়াছিল,—"আপনি খুব ব্যস্ত হইবেন না, চিকিৎসকেরা সাহস দিতেছেন; অতি আশঙ্কার সময় কাটিয়া গিয়াছে, কিছু কিছু জ্ঞান হইতেছে; আমরা প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা করিতেছি; সহরের প্রধান ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছি; ঈশ্বর অবশ্যই রক্ষা করিবেন।

তবে, আপনি বিলম্ব করিবেন না।" মাতার মনে হইল সুরেশ আর এ জগতে নাই, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—বিপদভঞ্জন হরি, দীন-বন্ধু, মধুসূদন! দাসীকে সমুদ্রে ভাসাইও না। মা কালি, বিপদনাশিনি দুর্গা! দুঃখিনীর ধনকে রক্ষা কর, মা। তখন নৌকা স্থির হইল, লোকজন ঠিক হইল; মাতা কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার মনে হইল,—যদি বাছাকে জীবিত পাই, যদি বাছা আমার বাঁচিয়া উঠে, তবে আর তাহার ইচ্ছায় বাধা দিব না, তাহার সুখের পথে বিঘ্ন হইব না!

যে গ্রামে সুরেশচন্দ্রের বাড়ী তথা হইতে নৌকা ও রেলপথে কলিকাতা আসিতে তিন দিন লাগে। সুরেশের বিপৎপাতের সাত দিন পরে মাতা কলিকাতা পৌঁছিলেন। নগেন্দ্র নীচের উঠানে ছিল, বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিবার শব্দ শুনিয়া দরজার কাছে আসিল। গাড়ীতে সুরেশের মাতাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া তাহাকে নামাইয়া লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

নগেন্দ্র। "আপনি স্থির হউন; সুরেশের অবস্থা অনেক ভাল। এখন আর কোন ভয় নাই।"

মাতা। "মা দুর্গা!—সুরেশ কোথায়?"

নগেন্দ্র। "দোতালায়;— চলুন।"

মাতা তখন নগেন্দ্রের সঙ্গে কম্পিতকলেবরে উপরে গেলেন। খাটে শুইয়া সুরেশ। অন্যে সহজে চিনিতে পারিত না। সেই বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে; চক্ষুর সে দীপ্ত তেজ নাই; মুখের সে বর্ণ, লাবণ্য নাই; মাথার চুল নাই, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে; শক্তিহীন, দুর্ব্বল, শীর্ণ দেহ শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। মাতা চঞ্চলপদে শয্যার পাশে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। নগেন্দ্র যে মাতাকে সংবাদ দিয়াছে, তিনি যে নিশ্চয়ই আজি কালি পৌঁছিবেন, সুরেশ তাহা জানিত। সে অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল;—

"মা, আসিয়াছ ?"

মাতা। "এই আসিলাম ; বাবা আমার, তুমি বাঁচিয়া আছ !"

সুরেশ। "আমি অনেক ভাল হইয়াছি।"

শয্যার পাশে বসিয়া সরমা বাতাস করিতেছিল। তখন বেলা অধিক হইয়াছে ; অন্যান্য শুশ্রূষাকারীরা চলিয়া গিয়াছে। তাহারা সারারাত্রি জাগরণ করিয়া সুরেশের শুশ্রূষা করে, এখন দিনের বেলায় আর তাহাদের তত দরকার হয় না। নগেন্দ্র এবং সরমাই দিনের অধিকাংশ সময় রোগীর নিকট থাকে। কার্য্যবশাৎ নগেন্দ্র নীচে গিয়াছিল, তাই সরমা একা রোগীর নিকট বসিয়া বাতাস করিতেছিল। মাতাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সরমা বুঝিতে পারিল এবং শয্যা ছাড়িয়া খাটের কোণে নীচে দাঁড়াইল। মাতার আবেগপূর্ণ দৃষ্টি সুরেশের দিকেই পড়িয়াছিল, তিনি সরমাকে লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার আগমনজনিত সাময়িক মানসিক উত্তেজনায় সুরেশের মাথা গরম হইয়া উঠিল ; সুরেশ ক্ষীণ হস্তে ইঙ্গিত করিয়া বাতাস করিতে বলিল। সরমা মৃদুহস্তে তাহার মাথায় পুনরায় বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

মাতা তখন চাহিয়া দেখিলেন,—ক্ষীণমেঘাচ্ছন্ন ম্লানকিরণোদিত-চন্দ্রবিম্ববৎ একখানি সুন্দর গৌর মুখ, দক্ষচিত্রকরাঙ্কিতবৎ বালেন্দুবক্র নিবিড়কৃষ্ণ দুইটী ভ্রু ; সূক্ষ্ম দীর্ঘ ভ্রমরকৃষ্ণপক্ষ্মসমন্বিত দুইটী আনত চক্ষু ; বর্ষাগমে নবীন মেঘখণ্ডবৎ নিবিড়নীল, লঘুভার, জানুবিলম্বী কেশরাশি ; পবিত্র শুভ্র বস্ত্রপরিহিতা স্বভাবক্ষীণা একখানি দেহলতা !

মাতা অনিমেষনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"মা, তুমি কে ?"

নগেন্দ্র বলিল ;—"আমার ভগ্নী, সরমা।"

মাতা। "তুমি সরমা ! কাছে এস, কাছে এস, মা।"

হাত ধরিয়া মাতা সরমাকে কাছে আনিলেন ; সরমা তাঁহার চরণে

মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল। তখন মাতা অতি স্নেহে, অতি আদরে সরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া নগেন্দ্রকে বলিলেন ;—"বাবা, তোমাদের ঋণ পরিশোধের উপায় নাই। তোমরাই আমার বাছার প্রাণরক্ষা করিয়াছ।"

নগেন্দ্র। "আপনি সুরেশের মা, আমাদেরও মা। সুরেশকে আমি জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত দেখি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সুরেশ বাঁচিয়া উঠিয়াছেন।"

সরমার হস্ত হইতে মাতা পাখা লইলেন ; সরমা সেঘর হইতে মৃদু মৃদু চলিয়া গেল। তখন অন্যান্য কথা হইল। নগেন্দ্র অতি সংক্ষেপে সকল কথা বলিল। বিকালে আহারান্তে মাতা নগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"বাবা, চিকিৎসার ব্যয় কেমন করিয়া চালাইতেছ ?"

নগেন্দ্র। "সুরেশের কাছে টাকা ছিল, আমার হাতে সামান্য কিছু ছিল।"

মাতা। "ধারও হইয়াছে ?

নগেন্দ্র। "কতক ধারও করিয়াছি।"

মাতা। "কত ধার হইয়াছে ?"

নগেন্দ্র। "প্রায় আশি টাকা ধার করিয়াছি।"

মাতা তখন পাঁচ শত টাকার নোট নগেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিলেন ;—"ধার শোধ কর ; বাকী টাকা আবশ্যক মত খরচ কর। কোন চিন্তা করিও না, আমার কাছে আরও টাকা আছে ; আবশ্যক হয়, বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া আরো টাকা আনাইব।"

নগেন্দ্র। "টাকা আপনার নিকট রাখুন ; আবশ্যক মত চাহিয়া লইব।"

মাতা। "বাবা, সুরেশ এ কথা বলিত না! তুমিও আমার সন্তান। টাকা তুমি রাখ, ইচ্ছামত খরচ করিও। আমার কাছে হিসাব আনিও না ; আনিলে আমি মনে ব্যথা পাইব।"

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। সুরেশও অতি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। মাতা নগেন্দ্রের দিনরাত্রি পরিশ্রম দেখিতে লাগিলেন। সহাধ্যায়ীদিগের মধুর ব্যবহার, তাহাদিগের সেই স্বার্থশূন্য আপনা-আপনি ভাব দেখিয়া মাতা মুগ্ধ হইলেন। মাতা আর লক্ষ্য করিলেন সরমার সভয়, সাগ্রহ, চকিত দৃষ্টি, মধুর স্ত্রীজনোচিত নম্রতা, আর তাহার অকাতর পরপরিচর্য্যা। এখন সুরেশ সুস্থ হইয়াছে, মাতা নিয়ত রোগীর শয্যাপাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন; সুতরাং সে ঘরে সরমা আর তত যাইত না; ক্বচিৎ কোন সময় পথ্যটুকু লইয়া, আবশ্যক হইলে জলটুকু লইয়া যাইত। কিন্তু মাতা দেখিলেন, বুঝিলেন, যে, সরমা সুধু অপার্থিব নয়ন-মুগ্ধকর রূপরাশি লইয়া সংসারে আসে নাই, তদপেক্ষা মূল্যবান শতগুণে শ্রেষ্ঠ হৃদয়মোহকর গুণরাজি লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিধাতা কি তাহার অদৃষ্টে সুখ লিখিয়াছিলেন?

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অসম্পূর্ণ নথি ও মূলতুবি মোকদ্দমা।

সাত আট দিন চলিয়া গেল; তেলিবৌ অনন্তবাবুর কোন সংবাদ পাইল না। ওয়ারেণ্ট বাহির হওয়ার সংবাদ অবশ্যই কাঞ্চনপুরে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু তথা হইতেও কোন খবর আসিল না। অনন্তবাবুর বহু ঋণ ছিল। দুইটী পুরাতন ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় জমীদারীর অধিকাংশ নীলাম বিক্রয়ের আবধারিত দিন আগতপ্রায়। কোন কোন মহাজন ওয়ারেণ্টের সংবাদ পাইয়া পুরাতন ডিক্রীজারি করিবার উদ্যোগ করিল, কেহ কেহ খরচার টাকার জন্য নালীশ দায়ের করিল। বাবুর বিরুদ্ধে ওয়ায়েণ্ট, বাবু নিরুদ্দেশ;—চেষ্টা করিয়া সম্পত্তি রক্ষা কে করে? আর এই যে কথিত ভয়ানক অপরাধের জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, ইহার মূল কি, কে দেখিবে? কেইবা তদ্বির তালাপি করিবে? অনন্ত-বাবুর সাংসারিক অবস্থার কোন কথা আমরা বলি নাই। বলিবার ইচ্ছাও নাই। মানুষ যদি পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে কোন দুষ্কার্য্যই অসম্ভব থাকে না। অসহ্য অপমান, নিদারুণ অত্যাচার, উৎকট যন্ত্রণা সহিয়া সহিয়া শেষে অনন্ত বাবুর সাধ্বী স্ত্রী আজ দুই বৎসর হইল বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন; তাঁহার একমাত্র সন্তান, সাত বৎসরের পুত্র তাহার ছয় মাস পূর্ব্বে মাতার হৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া

গিয়াছিল। অনন্ত বাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহের বহু সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু বয়স্থা সুন্দরী পাত্রী সহজে মিলিয়া উঠে না; বিশেষতঃ বাবু কতক দিন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক ও স্বাধীন থাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বিতীয়বার বিবাহে বিলম্ব করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে এই বিপদ।

থানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুই দিন পরে তেলিবৌ জোড়াসাঁকোর সেবাড়ী ছাড়িয়া জিনিশ পত্র টাকা কড়ি লইয়া আর এক বাড়ীতে গেল। এই নূতন বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে তেলিবৌর বিশেষ পরিচয় ও ভাব ছিল, উভয়ে উভয়ের কাজ কর্ম্ম ব্যবসায়ের সাহায্য করিত। সে বাড়ীতে আরও স্ত্রীলোক বাস করিত। তেলিবৌ আর কাঞ্চনপুর গেল না; কিন্তু পুলিশের লোক তাহাকে চোখে চোখে রাখিল।

তিন দিন পরে মাণিকলাল কাঞ্চনপুর গেল। অনন্ত বাবুর কার্য্যকারক তাহার মুখে অনেক কথা শুনিলেন। শুনিয়া বাবুর প্রতীক্ষায় অথবা সংবাদের জন্য দুই এক দিন গৌণ করিয়া শেষে টাকা কড়ি লইয়া মোকদ্দমার তদ্বিরে কলিকাতা আসিলেন।

নির্দ্ধারিত দিনে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। হাজত হইতে বিশ্বনাথকে আনা হইল। তেলিবৌ, রামসিংহ, মাণিকলাল নগেন্দ্রের বাড়ীর দ্বারবান, ঘটনা সময়ে উপস্থিত আরও তিন চারি জন লোক উপস্থিত হইল। নগেন্দ্র এবং সুরেশের চিকিৎসকও উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসকের জবানবন্দী হইল। সুরেশ এখনো কোর্টে উপস্থিত হইতে অসমর্থ। কিন্তু উপস্থিত সাক্ষীদিগের জবানবন্দীর জন্য পুলিশ বিশেষ প্রার্থনা করিল। তখন উপস্থিত সকল সাক্ষীরই জবানবন্দী হইল। তেলিবৌ কোন কথা গোপন করিল না। অনন্তবাবুর কার্য্যকারক বিশ্বনাথের পক্ষে একজন উকীল উপস্থিত করিয়াছিলেন। দায়রার মোকদ্দমা দেখিয়া তিনি সাক্ষী দিগের প্রতি জেরা স্থগিত রাখিলেন। কার্য্যকারকটি তেলিবৌকে বাধ্য করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনেক প্রলোভন দেখাইয়া-

ছিলেন, তেলিবৌ কিছুতেই স্বীকার হইল না। পুলিশের লোক প্রায় প্রতিদিন একবার করিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত। সাক্ষীর জবানবন্দীতে বিশ্বনাথের অপরাধ প্রমাণ হইল; কিন্তু সুরেশ চন্দ্রের জবানবন্দী না হইলে নথি পূর্ণ হয় না, সুতরাং মাজিষ্ট্রেট পুনরায় মোকদ্দমার দিন ফেলিলেন। বিশ্বনাথ পুনরায় হাজতে গেল। পর দিন সকল কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ডাকবাবু ও ডিটেক্‌টিভ।

এদিকে পুলিশ নিশ্চেষ্ট ছিল না। বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে প্রমাণ যাহা সংগ্রহ হইয়াছে, পুলিশ তাহা প্রচুর মনে করিয়াছিল, কিন্তু অনন্ত বাবুর সংশ্রব আরও স্পষ্টীভূত করা আবশ্যক, বিশেষতঃ যতশীঘ্র সম্ভব অনন্ত-বাবুকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। তেলিবৌর নিকট পুলিশ অনেক কথা শুনিয়াছিল, নগেন্দ্রের নিকটও কোন কোন কথা শুনিয়াছিল, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া একজন প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ কাঞ্চনপুর চলিয়া গেল।

কাঞ্চনপুর যে মহকুমার অধীন সেই মহকুমার ইনস্‌পেক্টর একদিন কাঞ্চনপুরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে বড় চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল কথা বার্ত্তার পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—

"হাঁ, এইরূপ একখানি চিঠি আমি পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে চিঠি এখন কোথায় আছে, বলিতে পারি না।"

ইনস্। "একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখুন। দুষ্ট দমনে সকলেরই সাহায্য করা উচিত।"

চট্টো। "আমার যাহা হইবার হইয়াছে; আমাকে লইয়া আর টানা টানি কেন?—সে পুত্র কন্যা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।"

ইনস্। "আপনার পুত্র কন্যার কোন দোষ নাই।"

চট্টো। "আছে না আছে, আমি জানি।"

ইনস্। "আপনি জানেন না।"

ইনস্পেক্টর বাবু তখন সরমা সম্বন্ধে অনন্ত বাবুর অসদভিপ্রায়, তেলিবৌর সাহায্যে তাহাকে ছলে স্থানান্তর করা ইত্যাদি সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চমকিত হইলেন। তখন চিঠির অনুসন্ধান করিতে ভিতর বাড়ীতে গেলেন। কালে কস্মিনে কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া উজ্জলা চিঠি খানি নিজের বাক্সে গোপন করিয়াছিল, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তাহা জানিতেন, সুতরাং চিঠি খানি শেষ বাহির হইল। ইনস্পেক্টর চিঠি খানি লইয়া ডিটেক্‌টিভকে দিলেন।

তখন এক দিন ডিটেক্‌টিভ কাঞ্চনপুর পোষ্ট-আফিসে গেলেন।

ডিটেক্। "আপনি কতদিন এ আফিসে আছেন?"

পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিলেন;—"এই চারি বৎসর।"

ডিটেক্। অনন্ত বাবুর যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অবশ্যই জানেন?"

পোষ্ট। "শুনিয়াছি।—আপনি কে?"

ডিটেক্। আমিও গবর্ণমেণ্টের এক জন চাকর। আপনার সঙ্গে অনন্তবাবুর বিশেষ আলাপ আছে?"

পোষ্ট। "তিনি আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তাঁহার অনুগ্রহেই একাজ পাইয়াছি।"

ডিটেক্। "আজ প্রায় এক মাস হইল অনন্তবাবুর অনুরোধে এই গ্রামের ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট একখানা বেনামি চিঠি আপনি লিখিয়া দিয়াছিলেন?"

পোষ্ট। "ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট!—আমার স্মরণ হয় না। আর আপনি কে?—এরূপ প্রশ্ন আমাকে কেন করিতেছেন?"

ডিটেক্‌টিভ তখন এক খানা চিঠি পোষ্টমাষ্টার বাবুর হাতে দিলেন, তাহা ডাক বিভাগের এক জন অতি উচ্চ সাহেব কর্ম্মচারীর আদেশপত্র। কাঞ্চনপুরের পোষ্টমাষ্টার যথাসাধ্য পত্রবাহক পুলিশের ডিটেক্‌টিভ বাবুর কার্য্য সহায়তা করেন, চিঠিতে এই আদেশ ছিল। চিঠি পাঠ করিয়া পোষ্ট মাষ্টার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনি ডিটেক্‌টিভ?"

ডিটেক্‌। "ঠিক অনুমান করিয়াছেন।"

পোষ্ট। "আমার নিকট কি প্রয়োজন?—কি জানিতে চান, জিজ্ঞাসা করুন।"

ডিটেক্‌। "সেই চিঠির কথা। আপনি ঐরূপ একখানা চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন?"

পোষ্ট। "ওরকম কোন চিঠি আমি লিখি নাই। তবে অনন্তবাবু আমাকে অনুগ্রহ করেন, লেখা পড়ার কোন কাজে তিনি আমাকে ডাকিলে তাহা করিয়া দিয়া থাকি।"

ডিটেক্‌। "অবশ্য; না করিলে যে অকৃতজ্ঞতা হয়।"—ডিটেক্‌টিব চিঠি খানি পোষ্ট মাষ্টার বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন;—"দেখুন, এ সেই চিঠি।"

পোষ্ট। "এ লেখা তো আমার নহে, আমার লেখা দেখুন।" এই বলিয়া পোষ্টমাষ্টার বাবু কতকগুলি লেখা কাগজ ডিটেক্‌টিভের সম্মুখে ধরিলেন। ডিটেক্‌টিভ সে গুলির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন;—

"মনে করিয়া দেখুন, এক দিন সকাল বেলায় অনন্তবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া আনন্তবাবুর কথিতমত আপনি এই চিঠি লিখিয়াছিলেন।"

পোষ্টমাষ্টার বাবু মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া বলিলেন;—"এ লেখা আমার নহে; আমার হাতের লেখা অন্যরূপ। আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

ডিটেক্‌। "আপনি ভয় পাইবেন না। এ চিঠির দরুণ আপনার

বিরুদ্ধে কোন চার্জ্জ আসিতে পারে না।” পোষ্টমাষ্টার বাবুর ভয় আরও বাড়িল। তিনি বলিলেন ;—“অনন্ত বাবু বড় লোক, তাঁহার আজ্ঞাধীন কত মুন্সী, কত মুহুরী আছে ; তাহার কাহাকেও দিয়া লেখাইয়া থাকিবেন।”

ডিটেক্‌। “মিছা কথা। এ সকল চিঠি লোকে আমলা কার্য্যকারক দিয়া লেখায় না। যাহারা অবস্থা জানে এবং বিশ্বাসী তাহাদিগের দ্বারাই লেখাইয়া থাকে। আপনাকে অনন্তবাবু খুব বিশ্বাস করেন।”

পোষ্ট। “আমাকে অনুগ্রহ করেন। কিন্তু এ চিঠি আমি লিখি নাই ; এ লেখা আমার নয়।”

ডিটেক্‌। “ভাল করিয়া মনে করুন। এক দিন সকাল বেলায় অনন্তবাবুর বৈঠকখানায় পশ্চিমের ঘরে বসিয়া অনন্তবাবুর কথিত মতে আপনি বাঁ হাত দিয়া লিখিয়াছিলেন। সেখানে তেলিবৌও ছিল।”

পোষ্ট। “আপনি এতদূর জানেন, তবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?”

ডিটেক্‌। “এ চিঠি যে আপনার লেখা তাহাতে আমার তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে আপনি স্বীকার না করিয়া ভাল করিতেছেন না।”

পোষ্ট। “সে কি, মহাশয়! আপনি কোথা হইতে কাহার লেখা কাগজ আনিয়া আমার লেখা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন এবং আমাকে তাহা স্বীকার করিতে বলিতেছেন !”

থানায় তেলিবৌ যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিল, ডিটেক্‌টিভ তখন সংক্ষেপে তৎসমস্ত পোষ্টমাষ্টার বাবুকে জানাইলেন। পোষ্টমাষ্টার বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন যে, বিষয় বড় ভয়ানক ; কে জানে. এই চিঠি যদি তাঁহার লেখা বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে তাহাকে লইয়া বিষম টানাটানি উপস্থিত হইবে! অনন্তবাবু কখনও এই চিঠির কথা কিছু স্বীকার করিবেন না ; এখন তিনি নিজে যদি

কিছু স্বীকার না করেন, তবে শুধু তেলিবৌর কথায় আর কে বিশ্বাস করিবে?

পোষ্ট। "তেলিবৌ বলিয়াছে! অমন সুচরিত্রার কথায় আপনার বিশ্বাস হইল!"

ডিটেক্। "যেমন কাজ, তেমনি লোক। ভদ্রলোকের বৌঝিকে কুলের বাহির করিবার কাজে কি লোকে পরমা সাধ্বী সতী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করে?"

পোষ্ট। "করুক আর না করুক, তাহাতে আমার কি?"

ডিটেক্। "বটে?" (রুক্ষভাষায়) "আর সৎসাধু লোক কি বেনামি চিঠি লিখিয়া গৃহস্থ বৌঝির মিথ্যা কুৎসা রটনা করে?—আপনি সহজে স্বীকার করিলে ভাল হইত; নতুবা কোর্টে উপস্থিত হইয়া স্বীকার করিতে হইবে। একখানা চিঠি লেখার কথা তো সহজ কথা। কোর্টে উপস্থিত হইলে, ভদ্র লোকের বৌঝির নামে ডাকে আপনার আফিসে যে সকল চিঠি আসিত, আপনি যে তাহা তৎক্ষণাৎ বিলি করিতে না দিয়া তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কোন কোন চিঠি প্রথমে অনন্তবাবুকে পাঠ করিতে দিতেন, এবং তিনি পাঠ করিয়া দিলে সেই সকল চিঠি আপনি বিলির জন্য হরকরার হাতে দিতেন; আরও অনেক কথা উকিল ব্যারিষ্টরের জেরায় আপনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তখন চাকুরী থাকা দূরের কথা, আপনি কি বুঝিতে পারেন না যে, সে অপরাধে আপনাকে জেলে যাইতে হইবে?"

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন ভয়ে জড়সড় হইলেন; তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শুষ্কমুখে, কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন;—

"কোন শত্রুলোকে আমার নামে এই সকল মিথ্যা কথা রটনা

করিয়াছে; তেলিবৌ আমার শত্রু, সেই বলিয়া থাকিবে। আমার সহায় সম্পদ কিছু নাই, আপনি আমাকে বিপদে ফেলিবেন না।"

ডিটেক্। "তেলিবৌ মিথ্যা কথা বলে নাই। তবে আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি সত্য কথা শুনিতে আসিয়াছি; এই যে বেনামি চিঠি দেখাইলাম, ইহা অনন্তবাবুর উপদেশ মত আপনি লিখিয়াছিলেন কিনা?"

পোষ্ট। "তিনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন, তাই তাঁহার কথা মত আমি এ চিঠি লিখিয়াছিলাম। কিন্তু এ চিঠিতে যে এত গোল-যোগ হইবে, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

ডিটেক্। "ভাল। আর একটী কাজ করিতে হইবে।"

পোষ্ট। "বলুন।"

ডিটেক্। "আপনার এ আফিসে অনন্ত বাবুর লেখা কোন চিঠি কাহারও নামে ইতিমধ্যে আসিয়াছে কি না?"

পোষ্ট। "না।"

ডিটেক্। "ঠিক বলিতেছেন?"

পোষ্ট। "আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলিব না; কোন কথা আর গোপন করিব না।"

ডিটেক্। "এ আফিসে ডাক কখন আসে? কখন ডাকের ব্যাগ আপনি খুলিয়া থাকেন?"

পোষ্ট। "সকালে সাতটার সময় ডাক আসে। তখনই ব্যাগ খুলিয়া থাকি।"

ডিটেক্। "আগামী কল্য হইতে আমি প্রতিদিন ব্যাগ খুলিবার সময় উপস্থিত থাকিব। চিঠিগুলির শিরোনামা আমি দেখিব। যদি কোন চিঠি বিশেষ করিয়া দেখার আবশ্যক হয়, আপনাকে জানাইব।"

পোষ্ট। "যে অপরাধের জন্য আমাকে জেলখানার ভয় দেখাইতেছিলেন, সেই অপরাধের কার্য্যেই আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছেন!"

ডিটেক্। "আপনার কোন ভয় নাই। উপরওয়ালার চিঠি দেখিতেছেন? আমার কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে।"

পোষ্ট। "আমার তো কোন বিপদ হইবে না?"

ডিটেক্। "কিছু না।"

পোষ্ট। "আপনি যেরূপ বলিলেন, করিব। আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।"

ডিটেক্‌টিভ বাবু চলিয়া গেলেন। ভয়ে, চিন্তায় সে রাত্রিতে পোষ্ট মাষ্টার বাবুর নিদ্রা হইল না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ।

সুচিকিৎসা ও অবিরাম শুশ্রূষায় সুরেশচন্দ্র ক্রমে সুস্থ হইতে লাগি-লেন; ক্রমে উঠিয়া বসিতে পারিলেন, ঘরের মধ্যে, বারান্দায় একটুকু একটুকু হাঁটিতে পারিলেন। শরীরে বল হইতে লাগিল। শেষে চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে নির্দ্ধারিত দিবসে কোর্টে উপস্থিত হইয়া জবানবন্দী দিলেন। মাজিষ্ট্রেট নথি সম্পূর্ণ করিয়া আসামী বিশ্বনাথ বাগদীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন।

অনেক দিন হইতে মাতা কাশী গয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ স্থানে যাইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন; এপর্য্যন্ত যাইবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর; সে সকল ফেলিয়া রাখিয়া দূর তীর্থে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। এখন কলিকাতা আসিয়া মাতার সেই দীর্ঘ দিনের বাসনা বড় প্রবল হইল। কলিকাতা হইতে যাওয়া সহজ; এতদূর আসিয়া একবার সে বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

আরও কারণ ছিল।

সুরেশচন্দ্র ক্রমে যতই সুস্থ হইতে লাগিলেন, সরমার সঙ্গে তাঁহার দেখা ততই কমিতে লাগিল। ক্বচিৎ দুই চারি দিনে এক আধবার দেখা

হইত; আর, কথা তো একেবারেই বন্ধ হইল। পাঠ্যাবস্থায় প্রথম প্রথম সুরেশচন্দ্র যখন নগেন্দ্রের সঙ্গে কাঞ্চনপুর যাইতেন, তখন সরমা দৌড়িয়া আসিয়া কথা বলিত। তাহার পর যখন তাহার কৈশোর কাল আসিতে লাগিল, তখন কাছে ডাকিয়া আনিলে তাহার দুই চারিটী কথা শুনা যাইত। তাহার পর যখন স্ফুটনোন্মুখ কুসুমকলিকার ন্যায় তাহার কোমল ক্ষীণ দেহ ক্রমে বিকাশ পাইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংসার, আত্মপর জ্ঞান হইতে লাগিল;—বালিকা যখন স্বর্গের সরল, স্বার্থশূন্য, মধুময় লীলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া নবীনা নারীমূর্ত্তিতে প্রশান্ত সরসীবক্ষে মন্দপ্রভাতমলয়োৎক্ষিপ্ত বীচিমালাবৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার মৃদুমন্দ আন্দোলন হৃদয়ে লইয়া, লজ্জা ভয় সন্দেহ সমাকুল মর্ত্ত্যের বক্রপথ-মুখে উপস্থিত হইল; তখন হইতেই তো কথা ফুরাইয়াছে! যখন মনের ভাব প্রকাশ করিবার বড় প্রয়োজন, তখনই তো মুখে কথা বাঁধ বাঁধ হয়! অবিশ্রান্ত শুশ্রূষার সময়ও সরমা সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে প্রায় কথা কহিত না, কথা নগেন্দ্রই কহিত। তাহার পর রোগমুক্ত হইবার পরে সুরেশচন্দ্র সেবাড়ী ছাড়িয়া সহাধ্যায়ীদিগের পূর্ব্ব বাড়ীতে গেলেন; মাতা নগেন্দ্রদের বাড়ীতেই রহিলেন।

আর দেখাও নাই, কথাও নাই। দেখা নাই, কথা নাই বটে; কিন্তু শুধু চোখের দেখা, দেখা নহে; কাণের শুনা, শুনা নহে। শত যোজন দূরে থাকিয়া কাম্য বস্তু দেখা যায়; সে দেখা বড় মধুর। অন্তরে আঁকা যে চিত্র, তাহা দেখিবার জন্য বাহ্য চক্ষুর প্রয়োজন হয় না। নির্জ্জন নিভৃত কক্ষে বসিয়া, চক্ষু বুজিয়া, লজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়া সে চিত্র দেখা যায়। আর, বহুদূরে থাকিয়া নিরিবিলি একা একা বসিয়া চিত্তপ্রফুল্লকর কত কথা শুনা যায়; সে কথা কত মধুমাখা! সুরেশ চন্দ্র স্কুলের কাজ পুনরায় আরম্ভ করিলেন। ছুটির পর প্রতিদিন মাতার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, এদিকে ওদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিতেন ; মাতার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে কোন কোন সময় অন্য-মনস্ক হইতেন। সরমার সঙ্গে দেখা হইত না। সুরেশচন্দ্রের আগমনের কোনরূপ ইঙ্গিত পাইলেই সরমা সরিয়া যাইত। সরিয়া যাইত বটে, কিন্তু জানালার আড়াল হইতে দরজার কোণ হইতে কত দিন চাহিয়া দেখিত ; দুএকটী কথা শুনিবার জন্য কত উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত!

মাতা সকলই দেখিতেন ; সকলই বুঝিতেন। পুত্র কি চায়, কি খোঁজে, মাতার চক্ষে তাহা অজ্ঞাত থাকে না। হা বিধাতা, তাই যদি হইতে চলিল, আগে কেন হইল না! তা হইলে তো আমার গৃহ কত সুখের হইত! এমন রূপ, এমন গুণ তো দুর্লভ, এমন বধূ ঘরে আনিয়া আমার সকল সাধ পূর্ণ হইত!—লোকে কি বলিবে? আত্মীয় কুটুম্ব, সমাজ?—ভাবিয়া ভাবিয়া মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেন।

সুরেশচন্দ্র চিঠিতে যে বিষয় লিখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মাতা পুত্রকে এযাবৎ কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু এখন আর না বলিলে চলে না। মাতা অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক ভাবিলেন। সুরেশ তো মরিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে। বহুভাগ্য, যে এ বিপদ সময়ে নগেন্দ্র সরমা কাছে ছিল ; প্রাণপণ যত্নে ইহারাই তো তাহাকে বাঁচাইয়াছে! তাহাকে যখন জীবিত দেখিব আশা কম ছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, যদি বাছা বাঁচে, তাহার সুখের বিঘ্ন হইব না;—এখন কি কথার অন্যথা করিব?—আমার সুখ সুবিধা?—আমি আর কয় দিন বাঁচিব? অনেক দিন তো ঘর সংসার করিয়াছি ; এখনো কি স্বার্থ খুঁজিব?

মাতা একদিন সুরেশচন্দ্রকে বলিলেন ;—

"তোমার চিঠির বিষয়ের কোন কথা এ পর্য্যন্ত কিছু বলি নাই ; এ ভাবে দিন যাওয়া ভাল নয়। একটা কিছু স্থির করা উচিত।"

সুরেশচন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না।

মাতা। "ঘর সংসার, আত্মীয় কুটুম্ব, সমাজ ব্যবহার—সকল কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ ?—বাবা, আমার কিছুনা, আমি কয় দিন বাঁচিব ?—সকলই তোমার জন্য।—এ সকল তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ ?"

মাতার চক্ষুতে জল দেখা দিল।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন "আমি সকল কথা ভাবিয়াছি; সকল পরিণাম চিন্তা করিয়াছি———"

মাতা। "কি, বাবা ?"

সুরেশ। "আমি সকল দিক দেখিয়াছি, সকল বিষয় ঠিক করিয়াছি। শুধু এক কথা———"

মাতা। "বল, বল।"

সুরেশ। "মা, চিঠিতে আমি সকলই লিখিয়াছিলাম। যদি তোমার অনুমতি পাই, তবে আমি আর কোন বাধা বিঘ্ন দেখি না। আর যদি তুমি—তুমি নিষেধ কর, তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিব——"

এবার সুরেশচন্দ্রের স্বর কম্পিত, অবরুদ্ধ হইল। মাতা পুত্রকে কাছে টানিয়া নিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কি বাবা ?"

সুরেশ। "যদি তুমি নিষেধ কর, তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য ; কিন্তু মা, ভবিষ্যতে আর আমাকে ধারও না।"

মাতা। "ধরিব না! ধরিব না কি ?"

সুরেশ। "আমি আর বিবাহ করিব না।"

মাতা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; পুত্রও অবনতমুখে মাতার পদপ্রান্তে চাহিয়া রহিল। মাতা পুত্রকে চিনিতেন। অমন নরম বাধ্য ছেলে কাহারও হয় না ; কিন্তু অমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেলেও প্রায় দেখা যায় না। পূর্ব্ব হইতেই মাতার ভরসা কম ছিল ; যাহা কিছু ছিল, (আহা, মাতৃহৃদয়!) তাহাও গেল। তখন দুই হাতে পুত্রকে বক্ষের কাছে আনিয়া মাতা বলিলেন ;—

"যাতে তোর সুখ হয়, আমি তাতে বাধা দিব! আমার আর কে আছে? আর কাহাকে সুখী দেখিয়া বুক জুড়াইব! আশীর্ব্বাদ করি, তুই পরম সুখে থাক্। সরমাকে আপন সন্তানের মত দেখিয়াছি; তার রূপে, তার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি।—আমি অনুমতি দিতেছি। তোরা সুখে থাকিলেই আমার সুখ।"

জীবনের শত সাধে জলাঞ্জলি দিয়া, ঘর গৃহস্থালীর মায়া বিচ্ছিন্ন করিয়া মাতা যে কেবল পুত্রের সুখ হইবে আশায় অনুমতি দিলেন, পুত্র তাহা বুঝিতে পারিলেন। সুরেশচন্দ্র মাতার চরণে প্রণাম করিয়া, মাতার পদধূলি লইয়া মাথায় দিলেন।

মাতা তখন বাক্স খুলিয়া এক হাজার টাকার নোট সুরেশচন্দ্রের হাতে দিয়া বলিলেন;—

"সোণার এক ছড়া নূতন ধরণের হার, এক জোড়া ভাল ইয়ারিং, আর, আমি মাপ দিতেছি, সেই পরিমাণ খুব ভাল কাজকরা তিন গাছা করিয়া ছয় গাছা চুড়ি আমি চাই; সুন্দর মতি বসান একটা দুলও আনিও। কোন জিনিস যেন খারাপ না হয়; আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

সুরেশচন্দ্র তখন বাহিরের ঘরে গেলেন এবং নগেন্দ্রের কাছে সকল কথা বলিলেন। যে মহা আশঙ্কায় দুই বন্ধু এত কাল উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহা দূর হইল; মাতা অনুমতি দিয়াছেন, সরমার অলঙ্কার ক্রয় করিবার জন্য সহস্র টাকা দিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র ভাবিলেন, এতদিনে অমরাবতীর নিকটস্থ হইলাম; নগেন্দ্র ভাবিল, এতদিনে জন্মদুঃখিনীর ভাগ্য ফিরিল!

এখন আর সরমার সেই আজানুলম্বিত নিবিড় নীল কেশরাশির সে অযত্ন, অনাদর নাই। মাতা আসিয়াছেন অবধি প্রতিদিন সুরভি তৈলসংযোগে তাহার সংস্কার করিয়া দেন। একদিন মাতা অতি-যত্নে সরমার কেশ রচনা শেষ করিয়া বলিলেন;—

"মা, তোর খালি গা আমি চক্ষে দেখিতে পারি না।"

তখন বাক্স হইতে বহুমূল্য স্বর্ণহার বাহির করিয়া মাতা তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন; দ্যুতিমান বৃহৎ হীরকখণ্ডসমন্বিত বহুমূল্য ইয়ারিং সরমার ফুল্লকর্ণিকারকুসুমতুল্য কর্ণমূলে ঝুলাইয়া দিলেন; অত টুকু ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম স্বর্ণবলয়কসংযুক্ত মতিময় দুল তাহার নাসাগ্রে সংসক্ত করিয়া দিলেন; শেষে হীরকমণিরত্নখচিত উজ্জ্বল প্রশস্ত চুড়িগ্রস্থ সরমার সুগোল সুকোমল হস্তে পরাইয়া দিলেন। রত্নালঙ্কারসজ্জিতা সরমার কমনীয় দেহলতা বসন্তসমাগমে নবকুসুমিতা মাধবীলতার মনোহর শ্রী ধারণ করিল।

চিরকাল কবিমুখে শুনিয়া আসিতেছি; নবীনা সুন্দরীর অলঙ্কারের আবশ্যক নাই। যিনি স্বভাবসুন্দরী, প্রকৃতি যে নবীনাকে নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন, ক্রয়বিক্রয়সাধ্য সামান্য মণিমুক্তায় কি তাহার সৌষ্ঠব বাড়ে?—তথাপি বলি, যদি দরিদ্রও হও, স্নেহ কি প্রেম-পাত্রী কেহ থাকে, চেষ্টা করিও; অতটুকু ছোট দুটি দুল তাহার কাণে পরাইয়া দিও, নাসিকার এক রত্তি একটু কিছু দিও; হাতে দুগাছা বালা, পারতো, গলায় অত সরু সামান্য এক ছড়া হার দিও। দেখিবে, শ্রীঅঙ্গের শোভা কত বাড়িবে! নিটোল হাতে সামান্য এক গাছা লোহা, দুগাছা শাঁখা, সীমন্তে এক বিন্দু সিন্দুর, আর পরিধানে রাঙ্গাপেড়ে এক খানা সাড়ী হিন্দুরমণীর লাবণ্যশ্রী কত বৃদ্ধি করে, লক্ষ্মীমূর্ত্তি কেমন বিকসিত করে, তাহা কি দেখ নাই?

সরমা দরিদ্র ঘরের কন্যা। কোনও দিন এত মূল্যবান অলঙ্কার তাহার অঙ্গে উঠে নাই। তাহার পর কাণের যে দুটি ক্ষুদ্র মাকড়ি, নাসিকার যে একটা ক্ষুদ্র দুল, হাতের যে দুগাছা বালা ছিল, ভাগ্যদোষে তাহাও লোপ পাইয়াছিল। শত কষ্টযন্ত্রণায় তাহার নবীন দেহ, কোমল হৃদয় সন্তপ্ত হইয়াছে। অভাগিনী শরীর তো ছাড়িয়া দিয়া-

ছিল ;—হরি! হরি! কি করিবে শরীর দিয়া ? প্রাণ যায় নাই ; বিধাতার বিচার, দুঃখের প্রাণ সহজে যায় না ! যদি যাইবে, দুঃখভোগ কেমন করিয়া হইবে ?

কিন্তু প্রকৃতির মুক্তহস্তে গঠিত, রচিত, চিত্রিত যেরূপ, তাহার বিলয় সহজে হয় না। জীর্ণ, শতগ্রন্থী, মলিন আচ্ছাদন উদ্ভেদ করিয়া তাহা ফুটিয়া উঠে ; শত শোকতাপ, দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে তাহার প্রভা বিস্তারিত হয় ; বিপর্য্যয়কারী বয়সের অধিকারেও তাহার শ্রী প্রস্ফুরিত হয়। কলিকাতায় আসার পর হইতেই তাহার শ্রী ফিরিতেছিল ; তাহার পর সুরেশচন্দ্রের অকস্মাৎ বিপৎপাতে তাহা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়াছিল, তাঁহার আরোগ্য সঞ্চারের পর হইতে আবার সেই শ্রী স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল। এখন তো মাতার স্নেহদৃষ্টিতে তাহা পুনরায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ সে দেহের অপূর্ব্ব শোভা হইল।

অলঙ্কার সমাবেশ শেষ হইলে, মাতা সেই লজ্জাসঙ্কুচিত আনত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে সরমার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন ;

"মা, বিধাতা তোমাকে সুখী করুন ; আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা পরম সুখে সংসার করিও।"

চারি দিন পরে মাতা কাশী যাত্রা করিলেন।

আর একটী স্ত্রীলোকও কাশীতে গেল।

বিশ্বনাথ বাগদীর মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ হইবার পর একদিন বিকাল বেলায় এক জন স্ত্রীলোক নগেন্দ্রদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন বসন, কোটরগত তেজোহীন চক্ষু, তৈলশূন্য জটিল কেশ, শুষ্ক জীর্ণ শরীর। স্ত্রীলোকটী বাড়ীর উন্মুক্ত দ্বারে সভয় দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিল। এমন সময় সুরেশ-চন্দ্র উপস্থিত হইলেন। রুগ্নদেহ প্রাচীনাকে দেখিয়া সুরেশ চিনিতে পারি-লেন না ; অপরিচিত দরিদ্রা ভিখারিণী ভাবিয়া পকেট হইতে একটী

পয়সা বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভিখারিণী পয়সা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ না করিয়া সুরেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরেশচন্দ্র চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু কবে, কোথায় যেন প্রাচীনাকে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।

"কি চাও?—তুমি কে?"

প্রাচীনাও এক দিন সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়াছিল, কিন্তু তিনি যে ইনি তাহা ঠিক করিতে পারিল না। সুরেশচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন;

"তুমি কে?—কাহাকে খুঁজিতেছ?

প্রাচীনা। "এই বাড়ীতে—হাঁ, এই বাড়ীতেই একদিন আসিয়াছিলাম। আপনি এবাড়ীতে থাকেন!"

সুরেশ। "আমি এখন থাকি না; নগেন্দ্রবাবু থাকেন।"

প্রাচীনা। "নগেন্দ্র বাবু!—হাঁ, তিনিই বটেন;—আপনাকেও বুঝি সে দিন দেখিয়াছিলাম।"

সুরেশচন্দ্রের মনে পড়ে পড়ে, পড়ে না!

সুরেশ। "সে কবে?"

প্রাচীনা। "অনেক দিন হইল। জোড়াসাঁকো হইতে একটী মেয়ে—"

বিদ্যুৎপ্রভাবে যেমন ঘোর অন্ধকারময় স্থান আলোকিত হইয়া উঠে, "জোড়াসাঁকো" বলিতেই সুরেশচন্দ্রের মনে সকল কথা বিকসিত হইয়া উঠিল। রুগ্না বৃদ্ধাকে তিনি তন্মুহূর্ত্তে চিনিতে পারিলেন। সরমার উদ্ধার কার্য্যে প্রধান সাহায্যকারিণী, পরমোপকারিণী, পাগলিনী পূর্ণা! পুলিশের তদন্তে পূর্ণাসম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, সুরেশচন্দ্র তাহা জানিতেন।

সুরেশ। "তুমি পূর্ণা! তোমার এদশা! এস, ভিতরে এস।"

পূর্ণাকে নীচের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার সকল কথা শুনিলেন। তেলিবৌ চলিয়া গেলে পূর্ণা কয়েক দিন সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে

ছিল ; পরে সে বাড়ী হস্তান্তর হইলে, তথা হইতে বিতাড়িতা অসহায়া অভাগিনী রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। অতি ক্লান্তি বোধ হইলে যেখানে সেখানে, গাছের তলায়, ফুটপাথের কিনারে, কোন বাড়ীর রোয়াকের কোণে শুইয়া থাকে। কেহ কিছু দিলে খায়, নতুবা উপবাসে থাকে। এই বিপুল সংসারে অভাগিনীর আপন বলিয়া কেহ নাই!—একটুকু স্থান নাই, আপন বলিয়া যেখানে তাহার দুর্ব্বহ দুঃখভারগ্রস্ত দেহ দুদণ্ড বিশ্রাম লাভ করে! শুনিয়া শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল।

কথায় কথায় সুরেশচন্দ্র পূর্ণার কামনা বুঝিতে পারিলেন; কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে অভাগিনী কাশী যাইবে। অন্নপূর্ণার পূণ্যক্ষেত্রে দিনান্তে একমুষ্টি অন্নের অভাব হইবে না; যদি হয়, পরম ধামে মৃত্যু হইলে পরকালে সদ্গতি হইবে!

প্রাচীনা। "মেয়েটী ভাল আছে?"

সুরেশ। "হাঁ; ভাল আছে। তুমিই তাহাকে বাঁচাইয়াছিলে; তোমার ঋণ আমরা জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।"

প্রাচীনা। "ভগবান বাঁচাইয়াছেন।"

সুরেশচন্দ্র পূর্ণার কাশী যাওয়ার সমস্ত খরচ দিলেন এবং অতিরিক্ত কয়েকটী টাকা দিয়া বলিলেন,—

"যদি কোন দিন বড় কষ্টে পড়, যদি কোন প্রকারে অন্নবস্ত্র না যোটে—আমাকে জানাইও।"

পূর্ণা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইল। পূর্ণার সঙ্গে দেখা হইলে, অথবা তাহার কোন প্রসঙ্গ করিলে, সেই ভয়ঙ্কর দিনের স্মৃতি জাগরিত হইয়া সরমার আন্তরিক ক্লেশোৎপাদন করিবে বিবেচনায় সুরেশচন্দ্র একথা আর কাহাকেও জানাইলেন না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৌ ও ব্যারিষ্টার।

বিশ্বনাথ বাগদীর মোকদ্দমা দায়রায় উপস্থিত হইল। তাহার নিজের স্বীকারোক্তি তাহার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ। নগেন্দ্রের দ্বারবান এবং ঘটনা সময়ে উপস্থিত লোকের জবানবন্দীতে তাহার অপরাধ সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইল। চিকিৎসকের জবানবন্দীতে যখম যে গুরুতর হইয়াছিল, সুরেশের যে জীবন সংশয় হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। বিশ্বনাথ যে কি লোভে, কাহার প্ররোচনায় এই ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছিল; এক দিন নয়, দুই দিন নয়, ক্রমাগত চারি দিনের চেষ্টায়; কোন সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ নয়, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সুরেশচন্দ্রকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে যে এই কার্য্য করিয়াছিল; তেলিবৌর সাক্ষ্যে তাহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইল।

অনন্তবাবুর যে কোন সন্ধান হয় নাই, তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশ যে নিলাম বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তেলিবৌ কলিকাতায় থাকিয়াই সকল শুনিয়াছিল। সে ভাবিল;—বাবু তো কোন খবর লইলেন না, তাঁহার বিষয় সম্পত্তিও গেল; তাঁহার বিরুদ্ধে ভয়ানক মোকদ্দমা, ধরা পড়িলে দ্বীপান্তর—প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে; এখন আর তাঁহার অনুকূলে

কোন কার্য্য করিয়া কি লাভ? বিশেষতঃ তাঁহার কৃতকার্য্যের ফল ভোগ তিনি করিবেন, তেলিবৌ তাহার কি করিবে? যা কর, তা কর; খুনখারাপি কেন? অনন্তবাবুর কার্য্যকারক অনেক চেষ্টা করিলেন, তেলিবৌ বাধ্য হইল না। মাজিষ্ট্রেটের কাছে একবার একরূপ বলিয়া ফেলিয়াছে, এখন অন্যরূপ বলিয়া কি সে জেলে যাইবে? আর, অনন্ত বাবুর জন্য জীবন ভরিয়া সে যত খাটিয়াছে, বাবু তাহার কি পুরস্কার, কি উপকার করিয়াছেন? দু চার খানা গহনা? তাহা তো অনেকেই দিয়া থাকে। কত ফরমাইশ খাটিয়াছে, জাতি মান প্রাণের ভয় করে নাই। লাভের মধ্যে এখন দেশে গাঁয় মুখ দেখাইতে পারে না!—আর না। দায়রায় তাহার জবানবন্দী বিশ্বনাথের অত্যন্ত বিরুদ্ধে, অনন্তবাবুর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইল।

অনন্ত বাবুর কার্য্যকারক আসামীর পক্ষে এক জন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নূতন বয়স, নূতন পশার। তেলিবৌর জবানবন্দী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইল দেখিয়া তিনি তাহার বড় কড়া জেরা আরম্ভ করিলেন। তেলিবৌর ধৈর্য্যচ্যুতি করাইতে পারিলে, তাহাকে কিছু রাগাইতে পারিলে সুফলের আশা করিয়া বিশেষ চেষ্টা করিলেন। অমরা তাহার কয়েক দফা জেরার প্রথমাংশের নমুনা মাত্র প্রকাশ করিতেছি।

প্রশ্ন। "তোমার কি নাম?

উত্তর। "একবার তো বলিয়াছি!—আমার নাম বকুল।"

প্রশ্ন। "বকুল—সুন্দরী?"

উত্তর। "সুন্দরী কি না, আম তাহা কেমন করিয়া জানিব?" (আদালতগৃহে অনুচ্চ হাস্য ধ্বনি)—"আমার নাম বকুল কুমারী।"

প্রশ্ন। "বকুলকুমারী!—ভাল। লোকে তোমাকে কি বলিয়া ডাকে?"

উত্তর। " 'তেলিবৌ' বলিয়া ডাকে।"

প্রশ্ন। "কেন ?"

উত্তর। "তবে কি আমাকে 'বামণঠাকুরুণ' বলিয়া ডাকিবে ?" (হাস্যধ্বনি কিছু উচ্চতর হইল)—"জাতিতে তেলি, তাই লোকে 'তেলিবৌ' বলে।"

প্রশ্ন। "তুমি বিধবা ?"

তেলিবৌ মাথা নত করিয়া স্বীকার করিল।

প্রশ্ন। "তোমার পেড়ে সাড়ী, গায় গহনা!—এ সকল কি বিধবার লক্ষণ ?"

উত্তর। "আমরা ছোটলোক; লেখা জানি না, পড়া জানি না, লক্ষণ কেমন করিয়া জানিব ?—কত বামণ ভদ্র লোকের বিধবা বৌ ঝি তো গহনা পরে, পেড়ে কাপড় পরে;—লেখা পড়া শিখিয়া আবার বিবাহ পর্য্যন্ত করে!—তারা তো লক্ষণ জানিয়াই করে!"

প্রশ্ন। "তুমি এখন কাঞ্চনপুরে থাক ?"

উত্তর। "না।—কলিকাতায়ই থাকি।"

প্রশ্ন। "কেন, কাঞ্চনপুর ছাড়িলে কেন ?"

উত্তর। "আমার ইচ্ছা।"

প্রশ্ন। "কলিকাতায় কোথায় থাক ?"

উত্তর। "জোড়াসাঁকো—।"

প্রশ্ন। "সে বাড়ীতে আরও মানুষ থাকে ?"

উত্তর। "থাকে।"

প্রশ্ন। "কি রকম মানুষ ?"

উত্তর। "মেয়ে মানুষ।"

প্রশ্ন। "কি রকম মেয়ে মানুষ ?"

উত্তর। "কি রকম মেয়ে মানুষ!—বুড়া, জোয়ান, কচিখুকি;—
সুন্দরী, কালো, কুৎসিত;—সকল রকমই আছে!"

তখন চারিদিকে অনুচ্চ টিটকারীর ধ্বনি শ্রুত হইল। স্বয়ং ধীর গম্ভীর বিচারক মহাশয় কণ্ঠপরিষ্কারসূচক অব্যক্ত শব্দ করিয়া উর্দ্ধে দিকে দৃষ্টি করিলেন।

ব্যারিষ্টার প্রবর তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িলেন।

প্রশ্ন। "তুমি আসামী বিশ্বনাথকে চেন?"

উত্তর। "চিনি।" (বিশ্বনাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)
"অই ত বিশ্বনাথ।"

প্রশ্ন। "ইহার সঙ্গে তোমার কত দিনের আলাপ?"

উত্তর। "ও জেতে বাগদী, আমি তেলি;—আমার সঙ্গে উহার
আবার আলাপ কি?"

প্রশ্ন। "কেমন করিয়া পরিচয় হইল?

উত্তর। "পরিচয় বুঝি না।—অনন্তবাবুর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে
উহাকে দেখিয়াছি।"

শেষে ব্যারিষ্টার দেখিলেন যে কোন দিকেই সুবিধা নাই; কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়। তিনি তেলিবৌকে বিদায় দিলেন। নতমস্তকে বিচারাসনের দিকে সেলাম করিয়া, জেরাকারী ব্যারিষ্টারের প্রতি নিতান্ত অমধুর দৃষ্টিপাত করিয়া তেলিবৌ গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল।

যাও, তেলিবৌ; আর আমাদের দৃষ্টিপথে আসিও না। দিব্য দেহ দিব্যরূপ দিয়া, কন্যা, ভগিনী, ভার্য্যা, মাতার শতমধুরগুপ্ত গুণগ্রামে, সহস্র পুণ্য শক্তিতে বিভূষিত করিয়া বিধাতা তোমাকে পাঠাইয়াছিলেন। সহস্র প্রকারে তুমি জগৎ সুখময় করিতে পারিতে! সে দিব্যদেহে দিব্যরূপে তুমি কালী মাখিয়াছ; সে গুণগ্রাম বিপর্য্যস্ত করিয়া পাপ

কলঙ্কে সজ্জিত হইয়াছ; অন্তর্নিহিত সেই সহস্র পুণ্যশক্তি বিদলিত করিয়া বিকট বিরূপা পিশাচিনীর বেশে নরলোকের ভীতি সঞ্চার করিতেছ! যাও; আমরা যেন তোমার মুখ আর না দেখি! যে ধর্ম্মাধিকরণে জগতের সমস্ত পাপ পুণ্যের বিচার হয়, সেখানে তোমার বিচার অবশ্যই হইবে।

দায়রার বিচারে বিশ্বনাথের দশবৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্ম ও ফল।

পাঁচ দিন পরে এক দিন অতি সকাল বেলায় আগ্রার এক গরিব মহল্লায় ছোট এক গলি দিয়া চারি জন লোক যাইতেছিল। দুই জন স্থানীয় পুলিশের লোক, এক জন ভদ্রবেশধারী বাঙ্গালি, আর এক জন স্পষ্টতঃই নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালি। বঙ্গদেশবাসী দুই জনে কথা হইতেছিল ;—

"দেখিলে চিনিতে পারিবে তো ?"

"তা আর পারিব না !"

"যদি দাড়ি গোঁফ কামাইয়া অন্য বেশ ধরিয়া থাকে ?"

"তাহা হইলেও চিনিব।—মুখ ভরা যে বসন্তের দাগ !"

তখন ভদ্রবেশধারী হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কাল রাত্রিতে যে বাড়ীর সন্ধান করিয়া গিয়াছি, সে বাড়ী আর কত দূর ?"

একজন কনষ্টেবল উত্তর করিল ;—

"এই যে সম্মুখের মোড়ে।"

মোড়ে একটী দোতালা বাড়ী। নীচের ঘরে মুদির দোকান ; উপরে দুই তিনটা ঘর, দোকানদার তাহা ভাড়া দিয়া থাকে। ছোট ছোট ঘর,

ভাড়া অল্প; বিদেশী লোক অল্প ভাড়ায় অল্প দিনের জন্য সে ঘর গুলিতে আশ্রয় লইয়া থাকে। দোকানঘরের কাছে রাস্তার অপর পাশে একটা ঘরে দুই জন কনষ্টেবল অপেক্ষা করিতেছিল, ভদ্রবেশধারী তাহাদের সঙ্গে কি আলাপ করিয়া রাস্তায় সঙ্গীদিগকে রাখিয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া দোকানদার একটা কেরোসিনের বাক্সের উপরিভাগ ঝাড়িয়া ধূলিশূন্য করিয়া বসিতে দিল। ভদ্রলোকটী বসিয়াই বলিলেন;—

"আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি। তোমার এখানে রামচরণ রায় বলিয়া কোন বাঙ্গালিবাবু আছেন? বিশেষ জরুরী এক কাজে আমি তাঁহাদের গ্রাম হইতে আসিয়াছি।"

দোকানদার বলিল;—"আজ আট দশ দিন হইল এক জন বাঙ্গালি বাবু উপর তালায় একটা ঘর ভাড়া করিয়া আছেন। তিনি বাহিরে বড় আসেন না; আমার সঙ্গে বড় দেখা হয় না। তাহার নাম রামচরণ কি রামচন্দ্র হইতে পারে।"

"কি রকম চেহারা?—খুব দাড়ি গোঁফ আছে?"

"না। মাথার চুল বড় খাট, দাড়ি গোঁফ কামান, কাল চেহারা; মুখে বসন্তের দাগ আছে।"

"রামচরণবাবুই হইবেন; বোধ হয়, গয়াতে মাথা মুড়াইয়াছেন।"

"তাঁহার সঙ্গে দেখা হইতে পারে?"

"জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি না। বাবু কাহারও সঙ্গে বড় দেখা করেন না।—আমি একবার জানিয়া আসি।"

দোকানদার পাশের কুঠরীতে প্রবেশ করিল। সেই কুঠরী দিয়াই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। রাস্তার পাশেই দোকান। দোকান হইতে কনষ্টেবল দুই জন ও অপর লোকটীকে দেখা যায়। তাহারা রাস্তায় পায়চারী করিতেছিল। ভদ্রবেশধারীর ইঙ্গিতে তাহারা সাবধানে

দোকানঘরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটা গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। দোকানদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল ;—

"তিনি বাড়ীতে নাই, বাহির হইয়া গিয়াছেন ; বেলা এগারটার সময় ফিরিবেন।"

"তাঁহার জিনিশ পত্র কিছু আছে ?"

"একটা মাত্র ব্যাগ, তাহা ঘরেই আছে।"

"আমি সে ঘরে যাইতে পারি ?"

"তাহা কেমন করিয়া হয় ?—ভাড়াটিয়া ঘরে নাই।"

ভদ্রবেশধারী তখন দোকানদারের হাতে দুইটী টাকা দিয়া বলিলেন;-

"বড় জরুরি কাজ, তাঁহার সঙ্গে দেখা না হইলে হইবে না। দেখা না হইলে বাবুর বড় লোকসান হইবে।"

আলু পটল শাক সবজীর দোকানদার এককালে নগদ দুইটী চকচকে নূতন টাকা পাইয়া গলিয়া গেল, বলিল ;—"বাবু বড় ভাল মানুষ ; তাহার কোন লোকসান হইলে বড় আফশোস হইবে। আমি ভাল করিয়া জানিয়া আসি।"

সে আবার ভিতরে গেল। ভদ্রবেশধারীর ইঙ্গিতে রাস্তার লোক তিনজন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার আর কোন পথ ছিল না। দোকানদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল ;—

"বাবুর সঙ্গে দেখা হইবে না ; বাবু বাড়ীতে নাই।"

"মিছা কথা বলিতেছ ; বাবু বাড়ীতেই আছেন ; সারারাত রাস্তার পাহারা ছিল ; বাবু বাহিরে যান নাই। কাজ না করিতেই তোমাকে বখসিস্ দিয়াছি। দেখিলাম তুমি তাহার উপযুক্ত নও। বাবু ফেরারি খুনি আসামী, এখনি গ্রেপ্তার করিব ; সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও গ্রেপ্তার করিতে হইবে।"

এই বলিয়া ভদ্রবেশধারী স্বীয় ওষ্ঠে হাতের দুইটী অঙ্গুলি প্রয়োগ

করিয়া এক অপূর্ব্ব শব্দ করিলেন। দুই জন কনষ্টেবল ও তৃতীয় লোকটী দোকান ঘরে প্রবেশ করিল। রাস্তার অপর পাশের ঘর হইতে আর চারিজন কনষ্টেবল বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইল।

দোকানদার তখন বড় ভীত হইল, বলিল ;—

"আমার কোন দোষ নাই, হুজুর। বাবুকে আমি চিনি না। আজ আটদশ দিন হইল উপরের একটী ঘর ভাড়া করিয়া আছে। বাবু খুন করিয়াছে, কি জখম করিয়াছে, আমি তাহা কেমন করিয়া জানিব? খোদাবন্দ মা বাপ, আমাকে বিপদে ফেলিবেন না।—বাবু উপরে আছে, আপনি তাহাকে গ্রেপ্তার করুন।"

ভদ্রবেশধারী ডিটেক্‌টিভ তখন দুই জন কনষ্টেবল সঙ্গে করিয়া পাশের কুঠরীর মধ্যস্থ সিঁড়ি দিয়া উপরে গেলেন। দেখিলেন, যেঘরে বাবু ছিলেন সেখানে কেহই নাই ; ঘরে একটা ব্যাগ পড়িয়া রহিয়াছে। শূন্যঘর দেখিয়া দোকানদার বলিল ;—

"বাবু পলাইয়াছে।"

"কেমন করিয়া পলাইল? নীচে নামিবার আর কোন সিঁড়ি আছে?"

"না।"

আর দুই ঘরের কপাট বাহির হইতে বন্ধ। পাশেই চিলা কোটা, তাহার মধ্যদিয়া দোতালার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি, কিন্তু উপরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ। কপাটের ফাঁক দিয়া ডিটেক্‌টিভ দেখিলেন, একজন লোক ছাদের আলিশার কিনার দিয়া দ্রুত বেগে চলিতেছে। সেবাড়ীর নিকটে অন্য পাকা বাড়ী ছিল না, উত্তরে ও দক্ষিণে দুখানা চালা মাত্র ; পূর্ব্ব দিকে কতকটা পতিত জঙ্গলা জমি। পলাইবার উপায় নাই। ডিটেক্‌টিভ তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ;—

"আর পলাইতে পারিবে না ; বৃথা চেষ্টা করিও না।"

"তুমি কে ?"

"আমি পুলিশের লোক, তোমার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট আছে।"

রাস্তা হইতে কনষ্টেবলগণ দেখিতে পাইল যে, আসামী ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা বাটীর উত্তরে ও দক্ষিণে চালা ঘরের নিকট দৌড়িয়া আসিল। ডিটেক্‌টিভ এবং সঙ্গীয় কনষ্টেবলদ্বয়ের পদাঘাতে পুরাতন কপাট ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু আসামীকে আর ছাদের উপর পাওয়া গেল না। পূর্ব্বদিগের পতিত জঙ্গলা জমিতে অতি নিকটেই একটা বৃহৎ আম গাছ ছিল, তাহার ডাল পালা বিস্তৃত হইয়া ছাদের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। কপাট ভাঙ্গিয়া পড়ামাত্রই ছাদের লোকটী জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেই আমের গাছ লক্ষ্য করিয়া দোতালার ছাদ হইতে লাফ দিয়া পড়িল। ডিটেক্‌টিভ তন্মুহূর্ত্তেই ছাদের আলিসার নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন লোকটী গাছের ডাল ধরিতে পারে নাই ; দোতালা হইতে বরাবর ভূমিতে পড়িয়াছে ; এবং বিষম শারীরিক যন্ত্রণাসূচক কাতর শব্দ করিতেছে। ডিটেক্‌টিভ দৌড়াইয়া নীচে নামিলেন, ক[illegible]গণও দৌড়িল। নিকটে যাইয়া ডিটেক্‌টিভ আহত ব্যক্তিকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন।

লোকটী কাঞ্চনপুরের জমিদার বাবু অনন্তলাল মুখোপাধ্যায় !

প্রতিদিন ডাকঘরে অনুসন্ধান করিতে করিতে এক দিন ডিটেক্‌টিভ বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি সেই দিনই আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; আসামী সেনাক্ত করিবার জন্য কাঞ্চনপুরের চৌকি-দারকে সঙ্গে লইলেন। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় আগ্রা পৌছিয়া স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অনুসন্ধানে অনন্তবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ী ঠিক করিয়া রাত্রিকালের জন্য উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রভাতে অনন্ত লাল মুখোপাধ্যায় ওরফে রামচরণ রায়কে যে ভাবে গ্রেপ্তার করিলেন, তাহা বিবৃত হইল। ডিটেক্‌টিভ আসামীর জিনিশপত্র অনুসন্ধান করি-

বার সময় ব্যাগের মধ্যে দুই তিন খানি সংবাদপত্র পাইলেন; তাহাতে কলিকাতা সেসন কোর্টে বিশ্বনাথ বাগদীর বিচারবৃত্তান্ত মুদ্রিত ছিল! আহত ব্যক্তিকে চৌকিদার কাঞ্চনপুরের অনন্তলাল মুখোপাধ্যায় বলিয়া সেনাক্ত করিল।

ডিটেক্‌টিভ বাবু পুলিশের সাহায্যে অনন্তবাবুকে হাঁসপাতালে লইয়া গেলেন। আঘাত সংঘাতিক হইয়াছিল, চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া জীবনের কোন আশা না থাকাই প্রকাশ করিলেন। অনন্তবাবুর জ্ঞান লোপ হইয়াছিল না; ঔষধ সেবন ও সময়োপযোগী শুশ্রূষাদির পর অতিকষ্টে কথাও বলিতে পারিলেন। তখন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী তাঁহার চরমোক্তি লিখিয়া লইলেন।

সরমার সর্ব্বনাশসাধনকল্পে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অভিপ্রায়সিদ্ধির প্রতিবন্ধকস্বরূপ সুরেশচন্দ্রকে সংসার হইতে অপসারিত করিবার জন্য যে বিশ্বনাথ বাগদীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার পর কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়া নানা স্থানে সভয়ে ভ্রমণ করিয়া শেষে যে আগ্রায় আশ্রয় লইয়াছিলেন,—[illegible] আসন্নমৃত্যুসময়ে নিজের কলঙ্কময় জীবনের সে পাপকাহিনী অনন্তলাল রাজকর্ম্মচারীর নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন।

তাহার পর দিন বিদেশে বিপাকে, আত্মীয়কুটুম্ববিবর্জ্জিত সহায়-সঙ্গতিহীন সেই সাধারণ চিকিৎসালয়ে কাঞ্চনপুরের প্রসিদ্ধ প্রতাপশালী জমিদার অনন্তলাল মুখোপাধ্যায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

জীবনে যাহাদের ছায়াস্পর্শ হুঙ্কারজনক মনে করিতেন, সেই অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতীয় লোকেরা অন্ত্যেষ্টি জন্য তাঁহার ব্যবছিন্ন দেহাবশিষ্ট নগরোপান্তে লইয়া গেল।
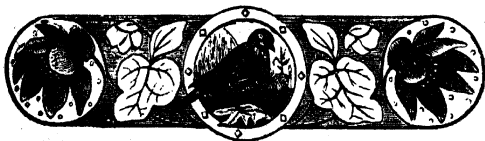
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিভৃত নিকুঞ্জ ও শাণিত শর।

এক দিন দুপুর বেলা নগেন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেলে সরমা দাদার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, টেবিলের উপর বই, কাগজ, কলম ছড়ান রহিয়াছে, ধূলা বালিতে টেবিল চেয়ার, আলনা, আলমারি সমস্ত আচ্ছন্ন। চৌকীর উপর শয্যা, তাহার দারুণ বিশৃঙ্খলা। দেখিয়া সরমা ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিল। সরমা মধ্যে মধ্যে দাদার পড়িবার ঘরের তত্ত্ব না করিলে সে ঘরের বড় দুর্দ্দশা হইত; নিজে না পারিলে বৃদ্ধা চাকরাণীকে দিয়া সেঘর পরিষ্কার করাইত। সরমা আজ ঝাঁটা দিয়া সমস্ত ঘর ঝাড়িল; বিছানাটা পরিষ্কার করিল। তাহার পর এক খণ্ড কাপড় দিয়া টেবিল, আলমারি, চেয়ার সমস্ত মুছিয়া চক্ চকে করিল। পুস্তকগুলি ভাল করিয়া মুছিয়া টেবিলের উপর শৃঙ্খলা করিয়া রাখিল।

সরমা ইংরেজি জানিত না; তবে দুএক অক্ষর হাতের লেখা যাহা বুঝিত, তাহাতে পরিচিত লোকের নাম এক প্রকার পড়িতে পারিত। মুছিবার সময় কোন কোন পুস্তকে সুরেশচন্দ্রের নাম দেখিতে পাইল।

সুরেশের অনেক পুস্তক সেবাড়ীতে ছিল; অনেক দিন সুরেশ ও নগেন্দ্র একত্রে সেই ঘরে পড়া শুনা করিত। দাদার বই অপেক্ষা সেগুলির প্রতি সরমা যে বেশি যত্ন করিল তাহা নহে, তবে সে গুলি মুছিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার সময় বার বার লিখিত নামটী পড়িল। পড়িবার সময় তাহার সুন্দর চক্ষু যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল; স্বভাবরক্ত গণ্ডদ্বয় যেন আরও রক্তিমাভ হইতে লাগিল। সেঘরে আর কেহ ছিল না; যদি কেহ গোপনে থাকিত, তবে দেখিতে পাইত,—সরমা আপনার সুরঙ্গিম অধরদল দ্বারা কোন কোন পুস্তকের অগ্রভাগ চকিতস্পর্শ করিয়াছিল! সুরেশচন্দ্র পূর্ব্বদিন বিকাল বেলায় সেবাড়ীতে আসিতে না পারিয়া নগেন্দ্রের কাছে যে পত্রে একখানা বহি চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে পত্রখানা শয্যাপার্শ্বে ভূমিতে পড়িয়াছিল। সরমা সে লেখা চিনিত, কিন্তু ভাষা ইংরেজি, বুঝিতে পারিল না; সুরেশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত নামসহী দেখিল,—যত্নে ঝাড়িয়া মুছিয়া পত্রখানি টেবিলের উপর চাপা দিয়া রাখিল। ভাবিল;—দাদা কোন জিনিশের আদর জানেন না! সরমা শেষে আলমারি খুলিয়া বইগুলি পরিষ্কার করিতে লাগিল। কত ধুলা! কত বালি!—এ সব কি পুরুষের কাজ? দিন রাত দাদার তত্ত্ব করে, বইগুলি মুছিয়া রাখে, বিছানাটা ভাল করিয়া দেয়, কাপড় খানা ঠিক করিয়া রাখে, পাণটা সাজিয়ে দেয়, জল টুকু এগিয়ে দেয়, হাসিয়া দুটি কথা কয়,—এ সব কে করে?—সরমা মনে মনে ঠিক করিল, শীঘ্রই দাদার বিবাহের উদ্যোগ করিতে হইবে।

এইরূপে ক্ষুদ্র হৃদয়ে নন্দনকাননের অসীম আনন্দঘটা লইয়া সরমা দাদার কাগজ পত্র, খাতা পুস্তক পরিষ্কার করিতে লাগিল। আলমারির এক পাশে এক খানা বড় পুস্তক ছিল, সেখানা টানিয়া বাহির করিয়া ঝাড়িবার সময় তাহার মধ্য হইতে দুই তিন খানা সংবাদপত্র বাহির হইল। সরমা সংবাদপত্র পড়িতে ভাল বাসিত। দাদা যখন যে

কাগজ পড়িতে দিতেন, সরমা তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিত। সরমা বইখানি রাখিয়া এক খানা কাগজ খুলিয়া বসিল। প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে "কলেজষ্ট্রীটে ভীষণ কাণ্ড।" এই পংক্তি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সরমা পাঠ করিতে লাগিল। রাত্রিকালে কলেজষ্ট্রীটে সুরেশ চন্দ্রের প্রতি আক্রমণ, আক্রমণকারী বিশ্বনাথ বাগদীর স্বীকারোক্তি, বকুলকুমারী ওরফে তেলিবৌর জবানবন্দী, কাগজে সকল বিবৃত ছিল। পাঠ করিতে করিতে তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। সরমা এত কথা কিছুই জানিত না। সুরেশচন্দ্রকে কে আঘাত করিয়াছিল, কেন করিয়াছিল, সরমাকে কেহ তাহা বলে নাই; সে মনে করিয়াছিল, অর্থ লোভে সহরের কোন গুণ্ডা একাজ করিয়াছে। কাগজ পড়িয়া সরমা জানিতে পারিল। পরম সুহৃদ তেলিবৌ—মা মাসীর সমান! এতদিনে তাহার অনেক কথা, অনেক ইঙ্গিত প্রসঙ্গের মর্ম্ম সরমা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। এত যে আদর, এত যে আপনা আপনি ভাব, এতদিনে সরমা তাহার উদ্দেশ্য বিশদরূপে বুঝিতে পারিল। দাদার সঙ্গে যখন কলিকাতা আসার আয়োজন হয়, হঠাৎ কেন যে তখন আসা হইয়া উঠে নাই, তখন যে কে বাধা দিয়াছিল, তাহা বুঝিল। অনন্ত বাবু!—মনে করিতে সরমা মর্ম্মাহতার ন্যায় বিকলচিত্ত হইয়া উঠিল, তাহার প্রাণ উৎকট বেদনাময় হইয়া উঠিল। তাহার পর কলিকাতা আগমন; জোড়া-সাঁকোর সেই বাড়ী!—সরমা কাঁপিতে লাগিল; তাহার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া উঠিল; হাতের কাগজ পড়িয়া গেল। ক্ষণ কালের জন্য সরমা প্রায় চেতনাশূন্য হইল। তাহার পর গলায় আঁচল দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জোড়হস্তে ভগবানের নাম করিতে লাগিল। সরমা তখন পুস্তক খানি তুলিয়া রাখিবার জন্য দাঁড়াইল, সংবাদপত্র খানা পূর্ব্ব স্থানে রাখিবার জন্য কম্পিতহস্তে তাহা তুলিতে গেল। দেখিল, একখানি চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। সে চিঠি তাহার পিতার লেখা,—নগেন্দ্রের নামে।

অনেক দিন হয়—সেই যে রাত্রিতে গোপনে পিতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল—সেই হইতে, সেবাড়ীর সংবাদ পায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে নগেন্দ্র অধিক কিছু বলিত না, সরমাও সাহস করিয়া অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিত না। কিন্তু বাবা কেমন আছেন, বিনী কেমন আছে; মা, উজ্জ্বলা গোপালের মা—বাড়ী ঘর, পুকুর বাগান—সকল কথা নিরন্তর সরমার হৃদয়ে জাগিত। আর কি কখনও কাঞ্চনপুর যাওয়া হইবে? সেই অতটুকু বয়স হইতে ষোল সতের বৎসর সুখে দুঃখে সেবাড়ীতে দিন কাটাইয়াছে; প্রতি দণ্ডে সেসকল কথা মনে পড়ে;—আর দেখিবে না! সরমা আত্মসংযম করিতে পারিল না; ধীরে ধীরে পত্রখানা খুলিল। সে যে সেই ভয়ানক পত্র!—"কোন বন জঙ্গলে যাইয়া যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তবে ভালই করিয়াছে।" —"পাপীয়সী আমার কুলে কালি দিয়াছে, সে আমার কেহ নহে। যে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, সেও আমার কেহ নহে।" কথাগুলি সরমার কচি বুকে শাণিত বিষাক্ত শর বিন্ধিয়া দিল।

আর এ লেখা কাহার?—এ পত্র যে কলিকাতা হইতে কে যেন বাবার নিকট লিখিয়াছিল!—"আপনার কন্যা আত্মহত্যা করে নাই; কুলোকের পরামর্শে এবং সাহায্যে শেষ রাত্রিতে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া পর দিন কলিকাতা জোড়াসাঁকো এক * * * বাড়ীতে আসিয়াছিল।"—সরমা বামহস্তে ললাট চাপিয়া ধরিল। "আপনার পুত্র নগেন্দ্র এবং তাহার বন্ধু সুরেশ জানিতে পারিয়া অনেক চেষ্টায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে। তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না!"—সরমার বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল, সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল।—"আপনি বিজ্ঞলোক, এ কন্যাকে পুনরায় গৃহে, সমাজে"—সরমা আর পড়িতে পারিল না। নিভৃত নিকুঞ্জে স্বচ্ছন্দবিহারিণী বিহঙ্গিণী যেমন নির্দ্দয় নিষাদনিক্ষিপ্ত শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া

ছট্ ফট্ করে, বিষবাক্যবিদ্ধ সরমা মাটিতে পড়িয়া সেইরূপ করিতে লাগিল।

অভাগিনী অনেক ক্ষণ সেই অবস্থায় ছিল; শেষে পুস্তক, চিঠি ও কাগজগুলি কোন প্রকারে পূর্ব্ববৎ আলমারিতে রাখিয়া সেঘর হইতে বাহির হইল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। সরমা নিজের ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবতার পূজা ও পঙ্কময় ফুল।

বিকাল বেলা পাঁচটার সময় নগেন্দ্র বাড়ীতে আসিল। পাঠগৃহের শৃঙ্খলা দেখিয়া মনে মনে সরমার শত প্রশংসা করিল। ভগিনীর দুঃখের নিশি প্রভাত হইতেছে, শুভদিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে; নগেন্দ্রের মনে এখন কত সুখ!

নগেন্দ্র বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সরমাকে ডাকিল, তাহার কোন সাড়াশব্দ পাইল না। সরমার শয়ন গৃহের দ্বার বন্ধ দেখিয়া নগেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইল; এ সময় কোন দিন তো সরমা দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরে থাকে না! বেলা প্রায় দুইটার সময় সরমা আহার করে; আহারের পর কিছুকাল বিশ্রাম করে, পুস্তকাদি পাঠ করে; তাহার পর দাদার জলখাবার আয়োজন করে; বিছানা পত্র পরিষ্কার করে; রাত্রিতে দাদার জন্য কি রান্না হইবে তাহার ব্যবস্থা করে। বাড়ীতে অতিরিক্ত কাহারও নিমন্ত্রণ থাকিলে সে দিন আরও ব্যস্ত থাকে।—এ সময় তো সরমা আলস্যে কাটায় না। ঘরের দরজায় আঘাত করিয়া নগেন্দ্র পুনরায় সরমাকে ডাকিল। দরজা খুলিয়া কাছে আসিতে সরমার কিছু বিলম্ব হইল। নগেন্দ্র দেখিল, সরমার সে চেহারা নাই।

তাহার সেই সুন্দর চক্ষু ফুলিয়া লাল হইয়াছে, মুখ শুষ্ক বিবর্ণ, অবদ্ধ কেশরাশি আলুলায়িত।

নগেন্দ্র। "তুমি স্নান—আহার কর নাই?"

সরমা। "না, দাদা।"

নগেন্দ্র। "কেন?—তোমার কোন অসুখ করিয়াছে?"

সরমা। "বড় মাথা ধরিয়াছে।"

নগেন্দ্র। "সে কি! আমি বাহিরে যাইবার সময় তোমাকে ভাল দেখিয়া গিয়াছি।—জ্বর হইয়াছে?"

নগেন্দ্র সরমার মাথায় হাত দিয়া দেখিল; জ্বরের কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিল না; বলিল;—

"জ্বর হয় নাই। কি অসুখ বোধ করিতেছে?—বল।"

সরমা। "বড় মাথা ধরিয়াছে, মাথা ঘুরিতেছে।"

নগেন্দ্র। "কখন মাথা ধরিল?"

সরমা। "তুমি চলিয়া গেলে তোমার পড়িবার ঘরে গিয়াছিলাম। কয়দিন ঘরটা ঝাঁট দেওয়া হয় নাই। ঘরটা পরিষ্কার করিতেছিলাম।"

নগেন্দ্র। "অত বেলায় অস্নাত থাকিলে মাথা ধরিবে না?—আমি তোমাকে প্রতিদিন বলি, স্নানে অত বেলা করিও না। দেশে থাকিতে অত কাজ কর্ম্ম ছিল, তাই স্নান আহারে বেলা হইত। এখানে অত বেলা কেন কর?"

সরমা। "দাদা, বাড়ীর কোন চিঠি পত্র আজ কাল আসিয়াছে?"

নগেন্দ্র। অনেক দিন কোন চিঠি পত্র পাই নাই।—অত বেলায় স্নান কর নাই, তাই মাথা ধরিয়াছে। মাথাটা ধুইয়া ফেলিবে?—মাথা ধুইয়া কিছু খাও।"

সরমা। "না দাদা; শরীর ভাল লাগিতেছে না।"

নগেন্দ্র পুনরায় সরমার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল; "আচ্ছা, এক

টুকু দেখ ; সন্ধ্যা বয়ে যাক্।—ভয় নাই,—কিছু না। এবার ফাল্গুন মাস পড়িতেই যে গরম পড়িয়াছে, মাথাধরা কিছুই অসম্ভব না—সুরেশ আজ আবার অনেকগুলি জিনিশ কিনিয়া পাঠাইয়াছে। আমাকেও সঙ্গে বাজারে লইয়া গিয়াছিল।—জিনিশ গুলি তোমার এখানে পাঠাইয়া দি।"

নগেন্দ্র পড়িবার ঘর হইতে ক্রমে জিনিশগুলি সরমার ঘরে পাঠাইল ; শেষে কতকগুলি নিজে হাতে করিয়া আনিল। বাড়ীর মধ্যে যেঘর খানি সকলের অপেক্ষা বড় এবং উৎকৃষ্ট, সেই খানি সরমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। আজ একটী, কাল একটী করিয়া অনেক আসবাব পত্রে সেঘর সজ্জিত হইয়াছে। দেয়ালে পদ্মালয়া লক্ষ্মী, বীণাপাণী সরস্বতী, তপস্বিনী শকুন্তলা, পরিত্যক্তা দময়ন্তী, নির্ব্বাসিতা সীতা—আরও কত সুন্দর সুন্দর চিত্র খাটান হইয়াছে। দেয়ালে খাটাইবার বৃহৎ আয়না, কাপড় রাখিবার সুন্দর পালিশ করা বৃহৎ দেরাজ, আলনা ; ক্ষুদ্র একখানি মার্ব্বলের টেবিল, দুইখানি ইজি চেয়ার—আরও কত কি আনান হইয়াছে। এক পাশে বৃহৎ খাট ; কিন্তু সরমা তাহাতে শয়ন করিত না। ছোট একখানি চৌকীর উপর তাহার শয্যা ; পাশে ভূমিতে শয্যা পাতিয়া বৃদ্ধা চাকরাণী শয়ন করিত। আজ ঘরে অনেক জিনিশ আসিল। আয়না, চিরুণি, চুলের ফিতা, মাথার কাঁটা, পিন ; সুরভি তৈল, সুগন্ধী এসেন্স ; আলতা, সাবান, পোমেড ; দোয়াত কলম, কাগজ ; ক্যাস বাক্স, ষ্টিলট্রাঙ্ক ; জামা সেমিজ, জ্যাকেট, দেশী সাড়ী, বারানসী সাড়ী, কামদার সাচ্চা ফিতে পেড়ে জাপানসিল্কের সাড়ী—আরও কত কি ! সরমা পাড়া গেঁয়ে মেয়ে, সকল জিনিশের ব্যবহারও জানিত না। নগেন্দ্র জিনিশগুলি কতক আলনার উপর, কতক দেরাজের উপর, কতক খাটের উপর, কতক টেবিলের উপর রাখিল। ফাল্গুনের পূর্ণিমা নিশিতে শুভলগ্ন স্থির হইয়াছে। আর আট দশ দিন মাত্র

বাকি আছে। সুরেশচন্দ্র অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সমস্ত আয়োজন করিতেছেন।

নগেন্দ্র জিনিশগুলি রাখিয়া পড়ার ঘরে গেল। কিছুকাল পরে সুরেশচন্দ্র আসিলেন। নগেন্দ্র বলিল ;—

"সরমার একটুকু অসুখ করিয়াছে।"

সুরেশ। "অসুখ করিয়াছে!—আমাকে জানাও নাই!"

নগেন্দ্র। "বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া তখন জানিলাম।"

সুরেশ। "ডাক্তার আনাইব?"

নগেন্দ্র। "কিছু না। আমি চলিয়া গেলে এত বেলায় এই ঘর ঝাঁট পাট দিয়াছে। দেখিতেছ না—সমস্ত ঘর, টেবল, চেয়ার, আলমারি, বই, খাতা, সকল পরিষ্কার করিয়াছে; করিতে করিতে মাথা ধরিয়া উঠিয়াছে। জ্বর টর হয় নাই; কোন চিন্তার কারণ নাই।"

সুরেশ। "তুমি একবার দেখিয়া আসিবে?"

নগেন্দ্র। "এই যে আমি এই মাত্র তাহাকে দেখিয়া আসিতেছি।—কিছু না।"

সুরেশ। "আচ্ছা।—এখন দেখ, আর কি কি দরকার। কাল যে বড় ল্যাম্পটা আনা গিয়াছে, সেটা ভাল জ্বলে তো?"

নগেন্দ্র। "আজ সেটা জ্বালাইবার আয়োজন করিয়াছি। তুমি পাগল; অত বড় ল্যাম্পের কি দরকার ছিল?—আর তুমি সরমাকে মাটি করিবে। এত জিনিশ পত্র কেন আনিতেছ?"

সুরেশ হাসিলেন; বলিলেন,—"তোমার জন্য তো আনিতেছি না!" কথায় বার্ত্তায় রাত্রি হইল। শেষে সুরেশচন্দ্র বলিলেন; "তুমি একবার দেখিয়া এস; এখন বাড়ী যাইব।"

নগেন্দ্র সরমার ঘরে গেল। সরমা শয্যায় শুইয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করাতে বলিল;—

"মাথা ছাড়ে নাই—তেমনি আছে।"

ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছিল, নগেন্দ্র ল্যাম্পটা জ্বালাইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই বৃহৎ ঘর আলোকময় হইয়া উঠিল। হঠাৎ সেই উজ্জ্বল আলো দেখিয়া সরমা শয্যায় উঠিয়া বসিল, নগেন্দ্র পুনরায় তাহার মস্তক স্পর্শ করিল। জ্বর হয় নাই। ভগিনীকে শুইয়া থাকিতে বলিয়া নগেন্দ্র ঘর হইতে চলিয়া আসিল; বলিয়া আসিল, শয়নের পূর্ব্বে আবার তাহাকে দেখিয়া যাইবে।

সরমা শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল; সারা বিকাল ভাবিতে ভাবিতেই কাটিয়াছে। তাহার বুকে বিষম আঘাত লাগিয়াছে; চিত্ত বিকল হইয়াছে।—এ সকল কথা—এত কথা সকলে জানে? দাদা জানেন? আর সকলেই জানেন? সকলে কি মনে করে? আমার চরিত্র মন্দ! কুলোকের পরামর্শে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি! জোড়াসাঁকো আসিয়াছি? সেখান হইতে আসিবার ইচ্ছা ছিল না! আমাকে তো সেই বাড়ীতেই পাইয়াছিলেন! দাদা কি ভাবিলেন? আর অন্যেই বা কি মনে করিলেন! বাবা পাপীয়সী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাপীয়সী! সহস্রবার পাপীয়সী! শত জন্মের সঞ্চিত পাপ! আমার পাপে দাদা বাবার ত্যজ্য হইয়াছেন। হতভাগিনী আমি, কেন বৌঠাকুরাণীর কথা শুনিলাম না?—দড়ি কলসীর তো অভাব ছিল না, পুকুরের ঘাট তো দুর ছিল না;—কেন মরিলাম না! আমার জন্য কুলে কালি পড়িল! যে আমাকে চিনিবে, দেখা হইলে সেই তো বলিবে,—পাপিয়সি, বিষ খাইয়া, গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পার নাই! হয়ত ঘৃণায় কথা কহিবে না, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে; গলিত কুষ্ঠরোগী দেখিয়া, মৃত. গলিত দুর্গন্ধ শৃগাল কুকুর দেখিয়া মানুষ যেমন দুর দিয়া চলিয়া যায়, তেমনি চলিয়া যাইবে!—হা ঈশ্বর! কেন মরিলাম না!

সরমার মাথা ঘুরিতে লাগিল; নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল;

সরমা উঠিয়া বসিল। ঘরে সেই উজ্জ্বল আলো। বাজার হইতে আনিত সেই সমস্ত জিনিশ পত্র সরমার দৃষ্টিতে পড়িল ;—সাড়ী জামা জ্যাকেট, আয়না, চিরুণী এসেন্স, বাক্স ট্রাঙ্ক আলনা দেরাজ! হরি! হরি! আমার জন্য এই সকল! যিনি—যিনি এ সকল আনাইতেছেন, তিনি দেবতা ; আমাকে যথাসর্ব্বস্ব দিতেছেন ; আমার জন্য ঘর বাড়ী ছাড়িতেছেন, সমাজ কুটুম্ব ছাড়িতেছেন, মা—মায়ের মনের সহস্র সাধে বাদ সাধিতেছেন। আর আমি—আমি কি দিব ?—আমার এই পাপদেহ!—লোকে দিবারাত্রি তাহাতে কলঙ্ক ক্ষেপ করিবে। এ ওকে দেখাইয়া বলিবে,—এ তো সেই পাপিয়সী!—কাছে যাইও না, কুবাতাস লাগিবে ; ছুঁইও না গা অপবিত্র হইবে! তিনি দেবতা ; তিনি তাহা মানিবেন না—জানি, তিনি মানিবেন না। কিন্তু কষ্ট হইবে না ?—লোকের গঞ্জনা, সমাজের শাসন, আত্মীয় কুটুম্বের অনাদর দিবারাত্রি সহিতে হইবে। এই অভাগিনীর জন্য এত সহিবেন ?—দেবতার পুণ্যপদে এই কাদামাখা ফুল ?

সরমার মাথা ভয়ানক গরম হইয়া উঠিল। সরমা পার্শ্বস্থ জানালা খুলিয়া দিল। সেই বসন্তরজনীর সুখসেব্য শীতল বাতাসে তাহার অবেণীবদ্ধ অলকাগুচ্ছ মৃদু বিকম্পিত হইতে লাগিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে ; চাঁদের কিরণে দুই একটী চকোর উড়িয়া উড়িয়া খেলা করিতেছে ; মেঘের কোণে চাঁদের আলো পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। মৃদু বাতাসে পাশের বাড়ীর ছাদে প্রস্ফুটিত যুঁই, বেল, গোলাপ, রজনীগন্ধার সৌরভ বহিয়া আনিল ; কোথায়, কোন্ দূরে একটা কোকিল ডাকিতেছিল, তাহার মৃদুধ্বনি সরমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সরমা দেখিয়া দেখিল না ; শুনিয়া শুনিল না ; গণ্ডে হাত দিয়া চাহিয়া রহিল। দ্রুত-বিগলিত অশ্রুবিন্দুগুলি তাহার অলক্তক রাগরক্তবৎ সুরক্তিম গণ্ড ভাসাইয়া, নিটোল, গোল, সুগঠিত গৌর বাহু ভাসাইয়া, শয্যা অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

সরমা অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় রহিল। তখন তাহার বড় শীত বোধ হইল, সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। জানালা বন্ধ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া সরমা শয্যায় শুইয়া পড়িল। তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়াছে। দাদা আসিয়া দেখিলেন সরমার বড় জ্বর হইয়াছে; তাহার ললাটের শিরা সকল বেগে স্পন্দিত হইতেছে। সরমা বলিল;—

"কিছু না, দাদা! রাত্রি অনেক হইয়াছে, তুমি শয়ন কর গিয়া।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ ভগিনীর কাছে বসিয়া রহিল। ইউ-ডি-কলোনের সিসি খুলিয়া সরমার মাথায়, ললাটে, চক্ষুর পাতার উপর দিল। সরমা তখন স্থির হইয়া রহিল। নগেন্দ্র বৃদ্ধা চাকরাণীকে সতর্ক থাকিতে বলিয়া নিজের শয়নঘরে গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কেহ নহে?—যথাসর্ব্বস্ব!

জ্ঞানোদয় কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কোন দিন সরমার জ্বর হয় নাই। সুখে দুঃখে, কষ্ট যন্ত্রণায় কোন দিন তাহার শারীরিক বিশেষ কোন অসুখ হয় নাই। রাত্রিতে সরমার প্রবল জ্বর হইল। প্রভাতে নগেন্দ্র যখন তাহাকে দেখিতে গেল, তখন সরমার প্রবল জ্বর; ভয়ানক মাথাধরা, আর বুকে ব্যথা। চিন্তিত হইয়া নগেন্দ্র তখনই চিকিৎসক আনিতে চাহিল; সরমা নিষেধ করিল। কোন দিন তাহার অসুখ হয় না, কোন দিন সে ডাক্তারি ঔষধ সেবন করে নাই; আজ একটুকু জ্বর হইয়াছে, লঙ্ঘন দিলেই সারিয়া যাইবে; সরমা কোন রূপেই স্বীকার হইল না।

কিছুকাল পরেই সুরেশচন্দ্র আসিলেন; সরমার প্রবল জ্বরের কথা শুনিয়া মহা উদ্বিগ্ন হইলেন; চিকিৎসক আনিবার জন্য বারংবার বলিলেন। কিন্তু সরমার নিতান্ত অনিচ্ছা; চিকিৎসক আনা হইল না। সারাদিন সরমার জ্বর একভাবেই রহিল; রাত্রিতে যেন আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রভাতে বৃদ্ধা চাকরাণী আসিয়া জানাইল;—সরমার জ্বর বড় প্রবল, দারুণ পিপাসা, বুকে পিঠে বড় ব্যথা; সারারাত্রি নিদ্রা

হয় নাই, কেবল ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে এবং কত কি কথা বলিয়াছে।

নগেন্দ্র। "রাত্রিতে আমাকে ডাক নাই কেন ?"

বৃদ্ধা। "ডাকিতে চাহিয়াছিলাম ; দিদিমণি মানা করিলেন।"

তখনই সুরেশচন্দ্র আসিলেন। উভয়ে মিলিয়া সরমাকে দেখিলেন। জ্বর সহজ নহে ; প্রবল মাথাধরা ও বুকে পিঠে বেদনার কথায় বড়ই চিন্তার কারণ হইল। সুরেশচন্দ্র বারণ শুনিলেন না ; তখনই চিকিৎসক ডাকিতে চলিলেন। বেলা দশটার সময় চিকিৎসক আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং শুশ্রূষাকারীগণকে অতি সাবধান থাকিতে বলিয়া গেলেন। সারাদিন নিয়মমত ঔষধ সেবন করান হইল। সন্ধ্যার সময় চিকিৎসক আসিয়া দেখিলেন, জ্বরের বেগ কিছু কম ; ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু রাত্রি এগারটার পর হইতে জ্বর আবার প্রবল হইতে লাগিল ; রাত্রি দুইটার সময় অতিভয়ঙ্কর জ্বর। সরমার চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, দুই একটী প্রলাপোক্তি আরম্ভ হইল। সে রাত্রিতে সুরেশচন্দ্র আর নিজের বাড়ীতে গেলেন না, সারারাত জাগিয়া দুই বন্ধু মিলিয়া সরমার শুশ্রূষায় কাটাইলেন। প্রভাতে চিকিৎসক আসিয়া সরমাকে দেখিয়া মুখে চিন্তার ভাব প্রকাশ করিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সুরেশচন্দ্রকে জানাইলেন, রোগিনীর অবস্থা ভাল নহে। চিকিৎসক জানিতেন, সুরেশচন্দ্র সরমার কেহ নহে, পরিচিত আত্মীয় মাত্র ; সুতরাং রোগের প্রকৃত কঠিন অবস্থা পরিষ্কার করিয়া তাঁহার নিকট বলিলেন। শুনিয়া সুরেশচন্দ্র বিকলচিত্ত হইলেন। পরামর্শ জন্য বিজ্ঞতর প্রাচীন আর একজন চিকিৎসক আনার কথা হইল। বিকালবেলায় উভয় চিকিৎসক মিলিয়া সরমাকে দেখিলেন। জ্বরের নিবৃত্তি হয় নাই, অথবা কোন উপসর্গের উপশম হয় নাই। উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসকেরা চলিয়া গেলে সুরেশচন্দ্র বলিলেন ;—

"কেমন করিয়া চলিবে ?"

নগেন্দ্র। "আমার নিকট পঞ্চাশ টাকা আছে। গত মাসের বেতনের একটী পয়সা তো তুমি খরচ করিতে দাও নাই।"

(নগেন্দ্র বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চাকরী লইয়াছিল।)

সুরেশ। "তুমি পাগল!—টাকার কথা ভাবি নাই। সরমার অসুখ যে সহজ নহে, তাহা দেখিতে পাইতেছ ; উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষার বড় আবশ্যক। তুমি আমি দেখিতেছি, চাকরাণী দেখিতেছে ; বন্ধু বান্ধবেরা তত্ত্ব করিতেছেন ;—তাহাতে কুলাইবে না। দিবা রাত্রি কে কাছে বসিয়া থাকে ? মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কে সরমার মনের কথা বুঝিয়া চলিবে ?—পুরুষের কাজ নয়।"

নগেন্দ্র। "কে আছে ? কাহাকে আনিব ? কে আসিবে ?" নগেন্দ্রের চক্ষে জল দেখা দিল।

সুরেশ। "আমি ঠিক করিয়াছি ; মাকে আসিতে লিখিব।"

নগেন্দ্র। "তিনি আসিবেন ?"

সুরেশ। "আসিবেন না ! তুমি আমার মাকে এখনও চিনিতে পার নাই।—চিঠি পাইবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিবেন।"

নগেন্দ্র। "তবে বিলম্ব করিও না।"

সুরেশ। "আমি লিখিতেছি ; তুমি সরমার কাছে যাও।"

নগেন্দ্র সরমার কাছে গেল। সরমা ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"দাদা, দুই জন ডাক্তার কেন ?"

পীড়ার প্রবল অবস্থা গোপন করিয়া নগেন্দ্র বলিল ;—

"সুরেশ মানিলেন না ; দরকার নাই, তবুও আর একজনকে আনিলেন।"

সরমা। "তোমরা অত ব্যস্ত কেন হইয়াছ ? আমি শীঘ্রই সারিয়া উঠিব।—আজ কি বার, দাদা ?"

নগেন্দ্র। "সোমবার।"

এদিকে সুরেশচন্দ্র মাতার নিকট চিঠি লিখিলেন ;—

"দিন আগামী বৃহস্পতিবার ; কিন্তু জগদীশ্বর কি করেন বলিতে পারি না। বড় কাতর, ভয়ানক জ্বর ; চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু জীবন সংশয় কাতর। দেখিবার শুনিবার আর কেহ নাই ; কেবল আমি আর নগেন্দ্র। আমরা পারিয়া উঠিতেছি না। চিঠি পাইবামাত্র তুমি চলিয়া আসিবে ; নতুবা কোনরূপে শুশ্রূষা চলিতেছে না। মা, বিলম্ব করিও না।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সরমার সুখ।

চিকিৎসা অনেক হইল; সুরেশচন্দ্র ও নগেন্দ্র আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিরাম যত্ন পরিশ্রমে সরমার শুশ্রূষা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র মাতার নিকট টেলিগ্রাম করিলেন। বুধবার বিকালবেলা হইতে সরমার সংজ্ঞালোপ হইতে আরম্ভ হইল। অনেক সময় ডাকিলে উত্তর নাই; সরমা চক্ষু মেলিয়া চায়, কিন্তু প্রশ্ন বুঝিতে পারে না; অর্থশূন্য কথা বলে। রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। প্রতি ঘণ্টায়, অর্দ্ধ ঘণ্টায় ঔষধ; কোন উপকার বুঝা গেল না। সন্ধ্যার পর হইতে সরমার বাক্য লোপ হইল। সে দিন সরমার চিকিৎসার জন্য সুরেশচন্দ্র সহরের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ডাক্তার আনিয়াছিলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু আশা ভরসা আর রহিল না। প্রখর নিদাঘতপ্ত ফুল্লারবিন্দবৎ সরমার মনোহর মুখশ্রী ক্রমে ম্লান, ম্লানতর হইতে লাগিল।

শেষ রাত্রিতে অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইল। নাড়ীর গতি কিছু ভাল হইল; চক্ষুর পলকশূন্য সেই জ্যোতিহীন অর্থশূন্য দৃষ্টির পরিবর্ত্তে সংজ্ঞাসূচক স্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টি আরম্ভ হইল; মুখের বিবর্ণতা যেন দূর হইল;—সরমা দুই একটী করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল। দুই বন্ধুর নিরাশ প্রাণে মৃদু আশার ক্ষীণ সঞ্চার হইল।

বৃহস্পতিবার প্রভাতে চিকিৎসক অবস্থা দেখিয়া কতক আশ্বস্ত হইলেন। এই ভাব থাকিয়া গেলে, ক্রমে একটুকু করিয়া ভাল হইলে, আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু কিছুই ঠিক বলা যায় না; অনেক সময় অতিমন্দ অবস্থার পূর্ব্বে কিছু ভাল দেখা যায়।

ক্ষুদ্র চৌকির উপর রোগীর স্বচ্ছন্দ অবস্থান হয় না। চিকিৎসকের পরামর্শে নূতন ক্রীত প্রশস্ত পালঙ্কের উপর পুরু গদি, দুগ্ধশুভ্র আস্তরণ পাতিয়া দুই বন্ধু অতি সাবধানে ধরাধরি করিয়া সরমাকে তাহার উপর শয়ান করাইলেন। দরজা জানালা কতক খুলিয়া দেওয়াতে প্রভাতের মৃদু সূর্য্যরশ্মি গৃহ আলোকিত করিল। ফাল্গুনের মন্দমলয়সঞ্চারে গৃহ যেন স্ফূর্ত্তিময় হইয়া উঠিল। সরমার মুখশ্রীও যেন স্বাভাবিক রক্তিমাভ হইল; নিশ্বাস প্রশ্বাসে তাহার সে কষ্ট নাই; হস্তপদের সে চাঞ্চল্য নাই; অব্যক্তপ্রকৃতি শারীরিক মানসিক সে বিষম যন্ত্রণার অনেক বিরাম হইয়াছে। বেলা বারটা পর্য্যন্ত অবস্থা ভালই চলিল।

সুরেশচন্দ্র রোগশয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। সারারাত্রির মধ্যে একটী বারও চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই; একটুকু আয়াসের জন্য নগেন্দ্রের শয়নঘরে আসিলেন। সরমার অবস্থা একটুকু ভাল;—জগদীশ্বর কি 'রক্ষা করিবেন না! সুরেশচন্দ্রের দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, মস্তক নমিত করিয়া, করজোড়ে বিপদভয়হারী ভগবানের নিকট নীরবে প্রার্থনা করিলেন;—

"বাঁচাও, প্রভু, বাঁচাও।"

পালঙ্কের পার্শ্বে ছোট চৌকি; তাহাতে বসিয়া নগেন্দ্র অনিমেষে সরমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। একটুকু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে দেখিলে অধীর হয়,—সরমা কত কষ্ট পাইতেছে! চক্ষের পাতাটী নড়িতে দেখিলে ব্যস্ত হয়,—সরমা কি চায়! ভাই আর বোন্! সংসারে

আপনা আর কে? এক রক্ত, এক মাংস; এক বৃন্তে দুই ফুল; এক স্তন্যে পুষ্ট দুটি দেহ!—হরি! হরি! এমন সম্বন্ধের মধ্যেও সংসার পূর্ণ ছেদ আনিয়া ফেলে! অপ্রীতি, অস্নেহ, অশ্রদ্ধাও স্থান পায়!

উপযুক্ত সময়ে নগেন্দ্র আবার ভগিনীকে ঔষধ সেবন করাইল। ঔষধ খাইয়া সরমা বলিল;—

"দাদা, আর ঔষধ কেন?"

নগেন্দ্র। "ডাক্তর বলিয়া গিয়াছেন; সময় মত ঔষধ খাইতেই হইবে।"

সরমা। "ঔষধে আর কি লাভ?—আমি বাঁচিব না, দাদা।"

নগেন্দ্র। "সে কি, সরমা!—তোমার শরীর অনেক ভাল হইয়াছে; ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে;—ঈশ্বর তোমাকে শীঘ্রই সুস্থ করিয়া তুলিবেন।"

সরমা কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিল;—

"না, দাদা; আমার সময় আসিয়াছে।"

নগেন্দ্র। "পাগল তুমি! ডাক্তর বলিতেছেন, আমরা দেখিতেছি, তুমি ক্রমে ভাল হইতেছ। কোন ভয় নাই; ভগবানের নাম কর, তিনি তোমার সকল অসুখ দূর করিবেন।"

সরমা আবার কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিল;—

"দাদা, স্বপ্নে মাকে দেখিয়াছি।"

নগেন্দ্র। "মাকে!"

সরমা। "হাঁ, দাদা!—তোমার মা, আমার মা।"

সরমার চক্ষে জল দেখা দিল। ছয় বৎসরের বালিকা সরমাকে রাখিয়া, সকল মায়া মোহ পরিত্যাগ করিয়া মা চলিয়া গিয়াছেন; তখন নগেন্দ্রের বয়স বার তের বৎসর। সে আজ কত দিনের কথা!

"মা—মা! যে মাকে সেই ছোট বেলায় দেখিতাম!"

নগেন্দ্রের চক্ষেও জল দেখা দিল ; নগেন্দ্র বলিল ;—

"আমাদের পুণ্যময়ী মা স্বর্গে আছেন ; সেখানে থাকিয়া দিন রাত্রি আমাদের মঙ্গল কামনা করিতেছেন।"—সরমার আঁচলের কোণে অতি যত্নে সরমার চক্ষু মুছিয়া দিয়া ভগ্নস্বরে নগেন্দ্র আবার বলিল ;—"সরমা, তোমার অসুখ শরীর ; বেশী কথা কহিও না একটুকু চুপ করিয়া থাক।"

সরমা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল ;—

"পূর্ণিমা রাত,—"

নগেন্দ্র। "এখনো বেলা আছে, সরমা ; সন্ধ্যা হয় নাই।"

সরমা। "না, দাদা ; আমি স্বপ্নের কথা বলিতেছি।—পূর্ণিমা রাত ; চাঁদ উঠিয়াছে, কত শোভা হইয়াছে!—ফুলের বাগানের মধ্য দিয়া পথ ; কত ফুল ফুটিয়াছে, কত সৌরভ! গাছে গাছে কোকিল ডাকিতেছে, কি মধুর স্বর! বাগান ছাড়িয়াই সুন্দর কুটীর ; দরজায় ফুলের মালা—"

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সরমা আবার বলিল ;—

"দরজায় ফুলের মালা ; দুপাশে কলার গাছ, পূর্ণ কুম্ভ, আমের পল্লব——"

আবার একটুকু বিশ্রাম করিয়া বলিল ;—

"আমি কুটীরে প্রবেশ করিব,—শাঁখ বাজিল—উলুধ্বনি হইল—এমন সময় মা আসিলেন! আমি দেখিয়াই চিনিলাম—সেই মা!—বুকে লইয়া যে মা শতবার মুখে চুমো খাইতেন! "

"মা বলিলেন ;—'বাছা, তোর ভাগ্য মন্দ ; তুই এ কুটীরে প্রবেশ করিতে পারিবি না। দুঃখিনীর মেয়ে তুই,—তোর দিন দুঃখেই যাইবে!—আয়, আমার সঙ্গে আয় ; আমি বুকে করিয়া রাখিব।'—দুই হাতে মা আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন!——"

"—আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল!"

ক্ষীণ ক্ষাম পরিপাণ্ডু গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দরবিগলিত অশ্রুরাশি সরমার রোগশয্যা সিক্ত করিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য নগেন্দ্রও বিহ্বল হইয়া উঠিল। প্রবল গলদশ্রুরাশি তাহার দৃষ্টি রোধ করিল। শেষে আত্মসম্বরণ করিয়া নগেন্দ্র অতি স্নেহে অতি আদরে বলিল;—

"সরমা, ঈশ্বরের নাম কর; ভগবান তোমার সমস্ত দুঃখ দূর করিবেন।"

নগেন্দ্র তাহার পর সরমাকে ঔষধ সেবন করাইল; বরফের জলে তাহার ললাট, চক্ষুর পাতা মুছাইয়া দিল। সরমা সুস্থ ভাবে কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিল;—

"আজ বৃহস্পতিবার, দাদা?"

নগেন্দ্র। "হাঁ; আজ পূর্ণিমা। আজ রাত্রি কাটিয়া গেলেই তোমার আপদ যায়।"

সরমার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা গেল; সরমা দ্বারের দিকে বার বার দৃষ্টি করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র। "কি চাও?—ঝিকে ডাকিব?"

সরমা মাথা নাড়িয়া বারণ করিল; কিন্তু তাহার চিন্তার ভাব গেল না, তাহার চক্ষু চঞ্চল হইল; কি যেন চায়!

সুরেশচন্দ্র অবস্থা জানাইবার জন্য চিকিৎসকের নিকট গিয়াছিলেন; তাঁহার ফিরিয়া আসার শব্দ পাইয়া নগেন্দ্র সরমার ঘর হইতে বাহির হইল।

নগেন্দ্র। "কি জানিলে?"

সুরেশ। "ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। নূতন ঔষধ আনিয়াছি। এখনই একবার খাওয়াইতে হইবে।"

নগেন্দ্র। "আমি খাওয়াইতেছি।—সরমা যেন কিছু চঞ্চল হই-

য়াছে। কি যেন চায়; আমি বুঝিতে পারি না; তুমি একবার কাছে এস;—বোধ হয় তোমাকে কিছু বলিবে।"

সুরেশ। "আমাকে?—এই আসিতেছি।"

নগেন্দ্র ঔষধের পাত্র সরমার মুখের কাছে ধরিল।

সরমা। "আরও ঔষধ খাইব?—আর কেন, দাদা?"

নগেন্দ্র। "সে কি, সরমা?—তুমি ভাল হইতেছ; ডাক্তর ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুরেশ ঔষধ লইয়া আসিয়াছেন।—খাও।"

সরমা ঔষধ পান করিল।

তখন সুরেশচন্দ্র সে ঘরে প্রবেশ করিলেন; নগেন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেল। দিবা রাত্রি দুই বন্ধুই সরমার শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন; কেবল কোন কোন সময় সাময়িক আয়াস অথবা আহারাদির জন্য এক জন সেখানে থাকিয়া আর এক জন বাহিরে আসিতেন। সুরেশচন্দ্র সেই ছোট চৌকিতে বসিয়া মস্তক নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"এখন কেমন আছ?"

এখন আর সে লজ্জা নাই; মনে মনে অতি কাছে, বাহিরে দূরে দূরে, সে ভাব আর নাই; হৃদয়ে সহস্র কথা, মুখ নীরব, সে অবস্থা চলিয়া গিয়াছে। সরমার পীড়া প্রবল হইবার পর হইতে—আজ চারি পাঁচ দিন হইল—সে সকল চলিয়া গিয়াছে। এখন সুরেশচন্দ্র দিন রাত কাছে কাছে; ঔষধটুকু, জলটুকু সরমার শীর্ণ ওষ্ঠের কাছে ধরিতেছেন; পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন; শতবার শয্যাপার্শ্ব ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতেছেন;—আর সরমার মুখের দিকে নিরন্তর চাহিয়া চাহিয়া অন্তরের দুঃসহ ব্যথা অব্যক্ত রাখিতেছেন। সরমাও আর সরিয়া যায় না, সে শক্তি নাই; চক্ষু ফিরাইয়া নেয় না, সে ইচ্ছাও বুঝি নাই; জিজ্ঞাসা করিলে প্রশ্নের উত্তর দেয়; আবশ্যক পড়িলে নিজে চাহিয়া নেয়।

রোগ দূরত্ব বিনাশ করে। রোগ কত পরকে আপনার করে ; আর, যে আপনার, তাহাকে তো আরও কত নূতন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে!

সুরেশচন্দ্র কাছে বসিয়া মৃদু মৃদু জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"সরমা, এখন কেমন আছ ?"

সরমা সুরেশচন্দ্রের দিকে ক্ষণকাল অনিমেষে চাহিয়া রহিল। সে চাহনি যেন কেমন নূতন, যেন কেমন মধুর বিষাদমাখা! সরমার চক্ষু-কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। শেষে সরমা বলিল ;—

"আমার জন্য কেন এত করিতেছেন ?"

সুরেশ। "কেন করিতেছি!—বলিব ?"

সরমা। "জানি ;—আপনি দেবতা!"

সুরেশ। "দেবতা নই, সরমা ; দারুণ স্বার্থপর মানুষ! স্বর্গ সুখের কামনায় কে না একটুকু পরিশ্রম করে ?—তোমার অসুস্থ শরীর ; একটুকু চুপ করিয়া থাক ;—ঘুমাও।"

সুরেশচন্দ্র মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সরমা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার সময় কম ; তাড়াতাড়ি করিতে হইবে! মুগ্ধ সুরেশচন্দ্র তাহা বুঝিলেন না। সরমা বলিল ;—

"মা আসিলেন না ?"

সুরেশচন্দ্রের মাতাকে সরমা 'মা' বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সুরেশ। "আজিও আসিলেন না ; কাল নিশ্চয়ই আসিবেন।"

সরমা। "আজ—আজ—পূর্ণিমা——"

সুরেশচন্দ্রের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আজ পূর্ণিমা ; আজই তো শুভ দিন!

সরমা। "আপনি———"

সুরেশ। "সরমা, আমার একটী কথা রাখিবে ?—আজ সেই দিন ; আজ হইতে আমাকে 'তুমি' বল। 'আপনি' বড় দূর!"

সরমা। "আর কেন ?—আমি অভাগিনী।"

সুরেশ। "তুমি আমার জীবনে শুভদায়িনী লক্ষ্মী!"

আঁধার আকাশে যেমন দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা, সরমার ক্রমশঃ নীলিয়মান মুখে তেমনি মৃদুহাসির রেখা দেখা দিল। মুগ্ধ সুরেশচন্দ্র তাহার মর্ম্ম বুঝিলেন না।

সরমা। "আপনি—"

সুরেশচন্দ্রের কাতর দৃষ্টি দেখিয়া সরমা তখন বলিল;—

"তুমি!—তুমি একবার আমাকে স্পর্শ কর;—আমি দেবী নই; কাঙ্গালিনী মানুষী!"

সুরেশচন্দ্র বহুবার রোগক্লিষ্টা সরমাকে স্পর্শ করিয়াছেন; কিন্তু এখন তাঁহার বলিষ্ঠ বাহু মন্দমলয়সঞ্চালিত কিশলয়দলের ন্যায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ে শত সমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গমালা লইয়া কণ্টকিত হস্তে সুরেশচন্দ্র নিদারুণ নিদাঘতপ্ত বিশীর্ণ, তথাপি পেলব পদ্মকুসুমবৎ সরমার কোমল হস্ত গ্রহণ করিলেন।

মৃদু মৃদু স্পন্দনে চাঁপার শীর্ণ কলিকাগুলি কত কি কহিল, অবোধ সুরেশচন্দ্র তাহা বুঝিলেন না।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সরমা বলিল;—

"সুখ!—কত সুখ!"

বিহ্বল সুরেশচন্দ্র চাহিয়া রহিলেন।

নগেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল; সরমার মুখের অবস্থা দেখিয়া বড় ভীত হইল। সরমা চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল;—

"মা আসিয়াছেন!"

সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন না; দ্বারের দিকে চাহিলেন। নগেন্দ্র মহাব্যস্ত হইয়া সরমার বাম হাতের নাড়ী ধরিয়া দেখিল,—নাড়ীর গতি নাই!—তাড়াতাড়ি পাত্রে ঔষধ ঢালিল।

সরমা ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল ;—

"যাই !"

ঔষধ আর খাওয়ান হইল না। সরমার চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল। অন্তিম দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণ হইতে প্রিয়তরের হাতে হাত রাখিয়া, সুখদুঃখপূর্ণ সংসার ছাড়িয়া, সেই ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীর উদীয়মান চন্দ্র-করোজ্জ্বল শুভ গোধূলিলগ্নে সরমা অমরধামে চলিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত পুস্তক।

১। গীতি-কবিতা।—।৵০ আনা, ডাঃ মাঃ অৰ্দ্ধ আনা।

২। পরিণয়-কাহিনী (উপন্যাস)।—৸০ আনা, ডাঃ মাঃ এক আনা।

৩। সরমার সুখ। (উপন্যাস)—

ফ্যান্সি কাগজের মলাট ৸০ আনা, ডাঃ মাঃ এক আনা।

উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই পাঁচ সিকা, ডাঃ মাঃ দেড় আনা।

পরিণয়-কাহিনী সম্বন্ধে অভিমত ;—

আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। একবার পাঠ করিয়া তৃপ্তি হয় নাই, আবার পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিতে করিতে এই বৃদ্ধ বয়সের শুষ্ক চক্ষু হইতেও জলধারা বিসৰ্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই পুস্তকের মধুর ভাষা প্রাণ মুগ্ধ করে, প্রাণ বিদ্ধ করে। এই পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় প্রাণ ভেদ করে, অবসন্ন চিত্তকে উত্তেজিত করে। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই সামাজিক দুর্গতির ভীষণ প্রকৃত চিত্র দর্শন করিয়া ভীত ও চকিত হইবেন।—সঞ্জীবনী।

নিষ্ঠুরপ্রকৃতি পিতা মাতা অর্থলোভে কন্যাকে অপাত্রে দান করিয়া সমাজবৃক্ষের মূলে কিরূপ বিষজল-সিঞ্চন করিতেছে, অনেক হতভাগিনী বঙ্গীয় বালিকাগণ অসময়ে, অনিচ্ছায় দানবপ্রকৃতি স্বামীর হস্তে পতিত হইয়া কিরূপে স্বাস্থ্য ও সাংসারিক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছে, এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা ভাবেন, হিন্দু-বিবাহে, হিন্দুগৃহে সৰ্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে, তাঁহারা একবার পুস্তক-

খানি পাঠ করিবেন, পাঠ করিলে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিবেন না। সামাজিকগণ স্বহস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া দোষ দিতেছেন কলিকালের, দোষ দিতেছেন শাস্ত্রের। হায়? সমাজের এ দুর্গতি কবে দুরীভূত হইবে।—সময়।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, না থাকিলেও তাঁহার লেখার খুব বাঙ্কুনি আছে। আধুনিক কৌলিন্য কুরীতি এবং পণদায়ফলে বিবাহবিভ্রাটের কয়েকটী উজ্জ্বল চিত্র ইহাতে বেশ দক্ষতার সহিত প্রতিফলিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মাজা ঘসা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সকলেরই এ পুস্তক এক এক বার পাঠ করিয়া দেখা ভাল।——বঙ্গবাসী।

পুস্তকে রচয়িতার নাম নাই। পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার আত্ম-গোপন করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি লিপিকুশল, যেখানে যে ভাবের উদ্রেক করিতে চাহেন, পাঠকের মনে সেখানে তাহারই উদ্রেক হয়। তিনি রসজ্ঞ, কিছু বলিতে হইবে বলিয়া একটা কথা কোথাও বলেন নাই। যেখানে যাহা বলা হইয়াছে, সেখানে তাহাই সুসঙ্গত। তিনি চরিত্র চিত্রণকল্পে ক্ষমতাবান্, ত্রিলোচন দত্ত ইহার সুন্দর উদাহরণ। * * * * * গ্রন্থকার যে ক্ষমতাশালী লেখক তাহার পরিচয় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। শেষ গল্পটী পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অভিমানের ন্যায় অতুচ্ছ ভাবও অবিবেচনা ও অধর্ম্মের পথে গেলে কত কদর্য্য ও অনিষ্টগর্ভ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা এই গল্পটীতে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। কেবল এই চিত্রটীর জন্য গ্রন্থকারকে আমরা উৎসাহ দিতে পারি। আজ কালকার উপন্যাস লেখকদিগের অধিকাংশের সম্বন্ধেই একথা বলা যায় না।——সাহিত্য।

গ্রন্থকার আপনার নাম পরিচয় দেন নাই। নাম না দিবার কারণ কিছু দেখি না। হিন্দু সমাজে আজকাল কন্যাপণ, বহুবিবাহ, বৃদ্ধের সহিত বালিকাবিবাহ এবং টাকা কড়ি মান মর্য্যাদা লইয়া যে সকল অনর্থ ঘটে